রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৪ শ্রাবণ – ৩০ শ্রাবণ, ১৪২৬ ঃ ১০ আগস্ট – ১৬ আগস্ট, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 42, 10 August - 16 August, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রতারণা মামলার অভিযোগে বিজেপি নেতা

মুকুল রায়ের দিল্লির বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল কলকাতা পুলিশ। যদিও মুকুল রায়ের তরফ থেকে একে রাজ্য সরকারের অভিসন্ধিমূলক হয়রানি বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।

রবিবার: কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ভূকম্পন অনুভূত হল এদিন। যার উৎসস্থল ছিল

হাওড়া। যদিও রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৬।

সোমবার: উপর্যুপরি চার–চারটি হানায় রীতিমতো ত্রস্ত হয়ে উঠল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশের ৩

প্রান্তে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে বন্দুকবাজদের হামলায় প্রাণ হারালেন ৩১ জন। এর পিছনে বর্ণবিদ্বেষের বিষ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। মার্কিন প্রশাসন অবশ্য কঠোর হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমেছে।

মঙ্গলবার: ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন হয়ে

থাকল এদিন। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ করার প্রস্তাব পাশ রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে বাজিমাত করল কেন্দ্রীয় সরকার। দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীর যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুরঘর হয়ে উঠেছিল এর ফলে তা কাটবে বলে আশা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। যদিও কং–তৃণমূল–বামেদের মতো দলগুলি এই প্রসঙ্গে সরকার বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু বহুজন সমাজ পার্টি, আম আদমি পার্টি সহ দেশের বহু দল মোদী সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে।

বুধবার: প্রয়াত হলেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী

সুষমা স্বরাজ। দীর্ঘদিন কিডনির অসুখে ভুগছিলেন তিনি। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মৃত্যুর খানিকক্ষণ আগে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুইটও করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার: কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতবিরোধী অবস্থান চরমে নিয়ে গেল পাকিস্তান। ইসলামাবাদে

নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে পাকিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে কার্যত কূটনৈতিক সম্পর্ক ভেঙে দিতে চাইছে সন্ত্রাসের আখড়া হয়ে ওঠা দেশটি।

শুক্রবার: প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে ভারতরত্ন

উপাধিতে ভূষিত করা হল । তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

দিন বদলের পালা

ওঁকার মিত্র

মোক্ষম জবাবটা দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান স্বয়ং। যে কাশ্মীরের নামে পাকিস্তানের জিভ লকলক করে ওঠে, যে কাশ্মীর পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার, আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়াবার একমাত্র পাথেয় তাতে কিনা ভারতের পলিটিক্যাল স্ট্রাইক! বিশেষ ধারা ৩৭০ এবং ৩৫ এ বাতিল করে কাশ্মীর ভূখণ্ডকে পুরোপুরি ভারতীয় করে তুলতে ক্ষেপে গিয়েছে পাকিস্তান সরকার। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক থেকে বাণিজ্য সবই বাতিল করতে চায় তারা। আর এখানেই ভারত সরকারের সাফল্যের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। ভারতীয় সংবিধানের ধারা বদল নিয়ে পাকিস্তান কেন এত লাফাচ্ছে তা আট থেকে আশি প্রত্যেক ভারতীয়র কাছে জলের মতো পরিস্কার। এখন প্রশ্ন হল কাশ্মীর ভূখণ্ডকে ভারতের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ধারা বাতিল কেন বিরোধীশূন্যভাবে করা গেল না? কেন এখনও ৩৭০ ধারার সমর্থক ভারতীয় রাজনীতিবিদ অল্প সংখ্যায় হলেও চেঁচামেচি করছেন।

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ফিরে যেতে হবে সদ্য সমাপ্ত ভারতীয় সংসদে। সেখানে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল প্রশ্নে তিন ধরনের রাজনীতিকদের সন্ধান মিলেছে। প্রথম পক্ষ যারা ৩৭০ ধারা বাতিলের সমর্থক এবং এরাই সংখ্যায় বেশি। দ্বিতীয় পক্ষ যাদের বাতিলের 'মেরিট' নিয়ে আপত্তি বিরোধিতা নেই, আপত্তি পদ্ধতি নিয়ে। আর তৃতীয় পক্ষ যারা সরাসরি ভোট দিয়েছেন ধারা বাতিলের বিপক্ষে। সংখ্যায় খুব অল্প হলেও কোনও মতই গণতন্ত্রে ফেলনা নয়। সব মতই বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ভারত বিভাগের সময় থেকে কাশ্মীর নিয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপের গভীরে গেলে দেখা যায় সেই সময়ের দলগুলির মধ্যে আজও সংসদে অস্তিত্ব রয়েছে মূল চারটি দলের। এক কংগ্রেস, দুই বিজেপি (যারা সেই সময় ছিল জনসংঘ নামে)। তিন বামপন্থীরা (তখনও তারা বিভাজিত হয় নি), চার ন্যাশনাল কনফারেন্স। এই চার দলের মধ্যে বিজেপির অবস্থান খুবই স্পষ্ট। কাশ্মীরে ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা লাগু হওয়ার সময় থেকে তার ভিত্তি দল জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী এই কানুন বাতিল তাই তাদের চিরকালীন রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। গত লোকসভা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি হিসেবেও তারা ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিলের অঙ্গীকার করে। অতএব খুব প্রত্যাশিতভাবেই বিজেপি সুযোগ বুঝে অনুকুল পরিবেশ তৈরি করে তাদের দীর্ঘদিনের অ্যাজেন্ডা চরিতার্থ করেছে। এর মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দের কোনও জায়গা নেই। কংগ্রেসের অবস্থানও খুব একটা অস্বচ্ছ নয়। দেশের অধিকাংশ নাগরিক কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পক্ষে দাঁড়ালেও কংগ্রেস নিজেদের লাইন অফ কন্ট্রোল থেকে সরেনি। এমনকি নিজেদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেও তারা রাজি নয়। পাকিস্তানের সুরে সুর মিলে গেলেও কংগ্রেস নিজের জায়গা থেকে একচুলও নড়ে নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যে জঙ্গি হানার আশঙ্কা

কুনাল মালিক: কাশ্মীরে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ হওয়ায় ভারত বিরোধী জেহাদি জঙ্গি সংগঠনগুলি স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে কিংবা স্বাধীনতা দিবসের দিন বড় নাশকতা ঘটাতে চাইছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর। বিশেষ করে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ–ই–মহম্মদ বিশেষ তৎপরতা দেখাতে আরম্ভ করেছে। রাজ্যের ৭টি রাজ্য সহ পশ্চিমবঙ্গকেও টার্গেট করতে পারে জেহাদি জঙ্গি সংগঠন। সূত্রের খবর এ রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সীমান্তবর্তী অরক্ষিত নদী পথে বাংলাদেশের কট্টর উগ্র জঙ্গি পন্থী সংগঠন জামাত–উল মুজাহিদিন অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বড়সড় নাশকতার ছক কষছে। সম্প্রতি এ রাজ্যে রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় মেরুকরণ হওয়ায় এমনিতেই বিভিন্ন এলাকায় চাপা আতঙ্ক ও গুঞ্জন আছে। তার ওপর স্বাধীনতা দিবসের আগে আগামী ১২ আগস্ট কোরবানির দিনও যথেষ্ট সংবেদনশীল। গোয়েন্দা সূত্রের খবর প্রতিবেশি দেশের জেহাদি গোষ্ঠী এ রাজ্যেও গুজব ছড়িয়ে দাঙ্গা বাঁধাবার ছক কষছে। বসিরহাটের স্মৃতি এখন দগদগ করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যকে পূর্বেই সতর্ক করেছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দফতর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও এ রাজ্যের জঙ্গি তৎপরতায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। জল–স্থল ও নদীপথে কেন্দ্রীয় বাহিনী আলাদা নজরদারী চালাবে এ রাজ্যে। রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রের খবর, রাজ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও এখন থেকেই রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় জোরদার নজরদারী শুরু করেছে।

উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ

নিকাশি সমস্যায় ক্ষুব্ধ কাটোয়া শহরবাসী

দেবাশিস রায়: ক্ষণিকের মুষলধারায় বৃষ্টি। আর তাতেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভেসে গেল কাটোয়া শহরের বিস্তীর্ণ এলাকার পথঘাট। ৪ নং ওয়ার্ডের অভিজাত এলাকা মাস্টারপাড়ায় রাস্তার ড্রেন ছাপানো নোংরা জল ঢুকে পড়ল

ঝাঁ চকচকে চোখধাঁধানো বাড়ি ঘরের ভিতরে। দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকা হাঁটুসমান সেই নোংরা জলের মধ্য দিয়েই বাধ্য হয়ে বাসিন্দাদের অতিকষ্টে যাতায়াত করতে হল। ফলে ফি বছরের এই জল যন্ত্রণায় আরও একবার ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন ভুক্তভোগী শহরবাসী। এমনকি, সোশ্যাল মিডিয়ায় পুর চেয়ারম্যান সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিতে পিছপা হলেন না বাসিন্দারা। তাঁরা পুরসভার উন্নয়নকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে জর্জরিত হলেও সমস্যা সমাধানে স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি পুর কর্তৃপক্ষ। এলাকায় উন্নয়নের তুলনায় ঢাক পেটানো বেশি হচ্ছে। প্রকৃত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার যথেষ্টই অভাব রয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়অ

জল জঞ্জালে প্রতিদিন বাড়ছে ডেঙ্গুর মৃত্যুমিছিল

কল্যাণ রায়চৌধুরী : একটা প্রচলিত ব্যাঙ্গাত্মক প্রবাদ বাক্য হল, ঘরে আগুন লাগার পর কুয়ো খুঁড়ে জল তুলে তারপর সেই জল ঢালার ব্যবস্থা। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ডেঙ্গু প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি বা পদক্ষেপ অনেকটা সেই রকমই। প্রায় দু সপ্তাহ ধরে হাবড়ায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে পার্শ্ববর্তী অশোকনগর কল্যাণগড় পুর এলাকাতেও। হাবড়া হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে অজানা জ্বর এবং ডেঙ্গু মিলিয়ে প্রায় ৬০০ মানুষ আক্রান্ত। তার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। অজানা জ্বরের রক্ত পরীক্ষায় অধিকাংশেরই ডেঙ্গু পজিটিভ মিলেছে। অশোকনগর পুরসভায় মোট ২৩টি ওয়ার্ড। পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন 'এ পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত) প্রায় ৯৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে। তার মধ্যে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। অশোকনগর হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ৫০টি। একেকটি বেডে দু–তিন জন করে রোগী রাখা আছে।' প্রতিরোধমূলক

হাবড়া হাসপাতালের সামনে জলমগ্ন বেহাল রাস্তা ডেঙ্গুর আঁতুর ঘর।

ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, পুর এলাকার সবকটি ওয়ার্ডেই ব্লিচিং ছড়ানো, মশার তেল স্প্রে করা সহ ধোঁয়া দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নিয়মিত জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ সহ বাড়ি বাড়ি সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এদিকে হাবড়ায় হাসপাতাল সূত্রে এগার জনের মৃত্যুর কথা জানানো হলেও স্থানীয় সূত্রের মতে চলছে মৃত্যু মিছিল। এর ফলে সমগ্র জেলা জুড়ে যেমন আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই হাবড়ায় সৃষ্টি হচ্ছে জনরোষ। স্থানীয় বিধায়ক রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছের লোক হওয়া সত্ত্বেও বিগত প্রায় আট বছর ধরে হাবড়া হাসপাতালের উন্নয়ন কল্পে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করেননি বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। স্থানীয় সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা বলেন, মানুষ এতটাই ক্ষুব্ধ যে কোনও মুহূর্তে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।' তিনি আরও বলেন, 'এতদঞ্চলে হাবড়া হাসপাতালের গুরুত্ব অপরিসীম। হাবড়া হাসপাতালের বর্তমান শয্যা সংখ্যা ১৩১টি। এখানে শয্যাসংখ্যা বাড়ানোর দাবি বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের। উপরে প্রচুর জায়গা থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শয্যা বাড়ানোর কোনও উদ্যোগ নেননি।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল রাস্তা, পড়ুয়া কমছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে

অরিন্দম রায়চৌধুরী: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বামুনগাছি রেল স্টেশনের নিকটস্থ কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন পাড়ার বিবেকানন্দ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। পাকা বাড়ি, পাকা শৌচাগার, বিদ্যুৎ, জল থেকে শুরু করে রয়েছে মিড ডে মিলের ব্যবস্থাও। অথচ পাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত এই এস এস কে'র পড়ুয়া সংখ্যা ক্রমশ অধঃমুখী। একটা সময় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৫০ জন। বর্তমানে তা কমতে কমতে মাত্র ৪৪ জনে ঠেকেছে। এর কারণ হিসেবে স্থানীয় মানুষ এই শিক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন রাস্তাটির বেহাল অবস্থাকেই দায়ী করেছেন। তাদের অভিযোগ রাস্তাটি জন্ম লগ্ন থেকেই বেহাল। প্রায় দুই–তিন হাজার মানুষের যাতায়াতের প্রধান রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও এটির সংস্কারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রশাসন সম্পূর্ণ উদাসীন বলে স্থানীয় বাসিন্দা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকাদের অভিযোগ। তারা বলেন, রাস্তাটি পাকা না হওয়ায় ও সংস্কারবিহীন থাকায় সামান্য বৃষ্টি হলেই কর্দমাক্ত হয়। তাতে সাধারণ মানুষ সহ ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে ব্যাপক দুর্ভোগ হয়। অনেক সময় বাচ্চারা পা পিছলে পড়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যা, এই এলাকার অধিকাংশ মানুষ শাসক দলকে ভোটে না দেওয়ার কারণে স্থানীয় জন প্রতিনিধি এই এলাকার উন্নয়ন নিয়ে উদাসীন। একারণে রাস্তাটির সংস্কারের ব্যাপারেও শাসকদলের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, এমনটাই অভিযোগ বাসিন্দাদের।

এরপর পাঁচের পাতায়

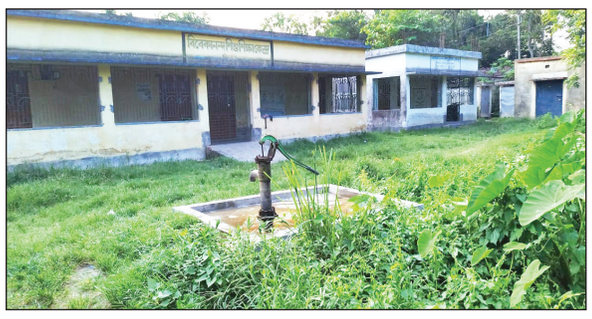

সমানাধিকারের আনন্দে আত্মহারা বিলম্বিত সংসদ

নারীমুক্তির ঐতিহাসিক জয়

বাদশা আলম

দেশে তাৎক্ষণিক তিন–তালাক আর নয়। রাজ্যসভায় মোদি সরকারের প্রথম জয়। এই জয় দেশের নারীশক্তির জয়। এই জয় সারা দেশে সম অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলা নারী আন্দোলনের জয়। নারীশক্তি বিরোধী সংখ্যালঘু কট্টরবাদীদের পরাজয়–এদের বিরুদ্ধে প্রবল চপেটাঘাত সুপ্রিম কোর্টের। দেশের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সংখ্যালঘু মুসলিম তোষণকারী শক্তি কংগ্রেসের পরাজয়। এই জয় ৬২ বছর বয়সে ১৯৭৮–এ লড়াই শুরু করা শাহবানোর জয়। মুসলিম মৌলবাদ তোষণকারী রাজীব গান্ধির পরাজয়। শাহবানোদের প্রতি চরম অন্যায় চাপিয়ে দেওয়া অপরাধী কংগ্রেসের পরাজয়। ৩৩ বছর আগে সুপ্রিম কোর্ট শাহবানোর পক্ষে রায় দিয়েছিল। তিন তালাক প্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের জন্য স্বামীদের খোরপোষ দিতে হবে বলেছিল সুপ্রিমকোর্ট। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি কোর্টের নির্দেশ বাতিল করে নতুন আইন তৈরি করেছিল। খোরপোষ দেওয়ার দায়িত্ব তিন তালাক প্রাপ্ত নারী শাহবানোদের স্বামীদের নয়–বলা হয়েছিল রাজীবের আইনে। এতে রাজীব মুসলিম সংখ্যালঘু তোষণের অন্যায় পথে এগিয়ে ছিলেন। রাজীবের আইনে বলা হয়েছিল–তিন তালাক প্রাপ্তদের খোরপোষ দেবে তাদের নিকট আত্মীয়রা। নিকট আত্মীয়রা খোরপোষ না দিলে তিন তালাক প্রাপ্তদের ওয়াকফ্ বোর্ডের কাছ থেকে খোরপোষ আদায় করতে হবে। ওয়াকফ্ বোর্ড জানিয়েছিল ওয়াকফ্ আইনে তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রাপ্তদের খোরপোষ দেওয়ার কোনও বিধান নেই–ওয়াকফ্ বোর্ড হাত ধুয়ে ফেলে। তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রাপ্ত শাহবানোদের চরম অসহায় অবস্থায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল রাজীব সরকার।

মোদি সরকার ঘোষণা করেছিল তালাক প্রাপ্তদের ইনসাফ (সুবিচারের) দেবে। নরেন্দ্র মোদির ঘোষণায়

আশায় বুক বেঁধেছিল মুসলিম তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রাপ্ত নারী ও সমগ্র মুসলমান সমাজ। এই বর্বর তালাক–এ বিদ্দত ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করার দাবিতে মুসলমান সমাজের ভিতরে ও বাহিরে প্রতিবাদ আন্দোলন বাড়তেই থাকে। তিন তালাক প্রাপ্তরা সুপ্রিমকোর্টে মামলা করে। দেশের বিভিন্ন জায়গার মুসলিম মেয়েদের সাথে এই পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া শহরের ইশরাত জাহানও ছিল। ইশরাতের স্বামী দুবাই থেকে মোবাইল ফোনে তিন বার তালাক, তালাক, তালাক বলে জানায় স্ত্রী ইশরাতের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

এরপর পাঁচের পাতায়

দূর করো মহারুদ্র, যাহা তুচ্ছ, যাহা ক্ষুদ্র

অমিতাভ সেন

শ্রীঅমরনাথ তুষার শিবলিঙ্গ দর্শন করে স্বামী বিবেকানন্দ এলেন শ্রীনগরে ক্ষীর ভবানী দর্শনে। সঙ্গীদলের মধ্যে রয়েছেন সিস্টার নিবেদিতা। এককালের শৈব সাধনার পীঠ কাশ্মীর। ঋষি কাশ্যপ ছিলেন বড়ো সমাজ সংস্কারক। সমাজ সংগঠনের কাজে তিনি ভ্রমণ করতেন। এইজন্য হিন্দুদের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রের মানুষ পাওয়া যায় সব থেকে বেশি। তিনি হিমালয় রেনজ এর এই স্থলেও এসেছিলেন; কাশ্যপ মীর (প্ল্যাটু), এক কথায় কাশ্মীর। তিনি এখান থেকে রাশিয়া চলে গিয়েছিলেন। কাস্পিয়ন উপসাগর কাশ্যপ ঋষির মহাগাথা প্রচার করে। কিন্তু মায়ের মন্দিরের প্রতি এ কী ধরনের অবহেলা! শৈব পিতৃপুরুষদের ধর্মত্যাগী সন্তানরা মন্দির বিষয়ে চরমতম উদাসীন। সিস্টার এবং সকল সঙ্গীরা অতি ক্ষুব্ধ। কিছু একটা করা আশু প্রয়োজন। স্বামীজি হঠাৎ যেন শুনলেন দৈববাণী যা কিছু করার মা নিজে করিয়ে নেবেন। সেই দেব আশ্বাস আজ সফল হয়েছে। মা নিজেই করিয়ে নিচ্ছেন। এখনকার যজ্ঞের ঋত্বিকও নরেন্দ্র। তবে তাঁর জন্ম পূর্ব প্রান্তে নয়, ভারতের পশ্চিম প্রান্তে।

বিগত ৭০ বছরে কাশ্মীরে আত্মাহুতি দিয়েছে ভারতের প্রায় পঞ্চাশ হাজার সন্তান। পাকিস্তানের পক্ষে প্রায় ছয় গুণ। জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের ধরলে এই গণনা অনেক বাড়বে। তবে এদের সকলের

বয়স ত্রিশের নিচে। এই উপমহাদেশের এতো বিপুল সংখ্যক প্রাণহানির পেছনে দায়ী জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং অবিমৃষ্যকারী নেহরুর ব্যক্তিগত উচ্চাশা। আর কেউ নয়? হ্যাঁ, আরেকজন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা হরি সিং। ১৯৪৭ সালে ৫৬২টা প্রিনসলি স্টেটকে ভারতভুক্ত করিয়েছিলেন সর্দার প্যাটেল, কাশ্মীর প্রসঙ্গটা নিজের হাতে রেখেছিলেন নেহরু এবং জল গাবিয়েছিলেন। এখানেই ছিল রাজা হরি সিং–এর গাত্রদাহ। শেখ আবদুল্লা ছিলেন শ্রীনগরে রাজার স্কুলে অংকের শিক্ষক। তাঁর জিগরি দোস্ত ছিলেন আরেক মোতিলাল পুত্র। নানা অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় রাজা শেখকে চাকরি থেকে ছাঁটাই এবং জেলবন্দী করেছিলেন এবং জহরএর কাশ্মীরে প্রবেশাধিকার রহিত। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও পি মাথাই এর (১) রেমেনিমেনস অফ নেহরু ডেজ (২) মাই ডেজ উইথ নেহরু বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন। মাথাই সাহেব ছিলেন ১৯৪৫ সাল থেকে নেহরুর কনফিডেনসিয়ল সেক্রেটারি। শুধু নেহরুর কেন, গোটা ঝাড়বংশের তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। ১৯৭৮ সালে মাদ্রাজে তিনি দেহরক্ষা করেন। আজ পর্যন্ত কোনও কংগ্রেসী মাথাই এর বিরুদ্ধে মামলা করেন নি। রাজা হরি সিং এতটাই খাপ্পা ছিলেন যে নেহরুকে যখন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হলো তিনি কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করতে চাইলেন না। পাকিস্তানেও না। জম্মু ও কাশমীরকে পৃথক রাজ্য রাখতে চাইলেন। শেখ–নেহরু অ্যাক্সিস? নৈব নৈব চ।

কিন্তু রাজার এ সিদ্ধান্ত শুভপ্রদ হল না। দুতিন মাসের মধ্যে জিন্না জনজাতি উপজাতি মিশিয়ে গড়া জেহাদি লোকের গিলগিট–বাটিলিস্তানের পথে শ্রীনগরের রাস্তায় পাঠিয়ে ছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সরসংঘচালক প০ পু০ শ্রীগুরুজী প্রথম থেকেই রাজাকে বোঝাবার কাজে সক্রিয় ছিলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

পতনের সমাধিতেও আশার আলো জাগাচ্ছে ইতিবাচক বুলরা

পার্থসারথি গুহ

সাম্প্রতিক ১২ হাজারের উচ্চতার পর প্রায় ১২০০ পয়েন্ট খোয়াল নিফটি। শতাংশের বিচারে প্রায় ১০ শতাংশ। এই পতনে আবার বিদেশি ফান্ডগুলোর ব। বিক্রি মস্ত ব। কারণ। তবে আশার কথা এখনও কিনে চলেছেন দেশি মিউচুয়াল ফান্ডগুলো। ট্রেডিং দিবস বিচার করলে আর মাত্র ৮–৯ টা দিন রয়েছে প্রথম ত্রৈমাসিকের ফল বেরনোর। সেই ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত হয়তো আরও ৫ শতাংশ পয়েন্ট হারিয়ে বা তার সামান্য বেশি খুইয়ে নিফটি সা।ে ১০ হাজারে নামতে পারে। তারপর ফলাফল পর্ব শেষ হওয়ার পর ফের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা ব। ফান্ডের। রেজাল্টে তেজির প্রত্যাবর্তন ঘটলে বাজার ঘুরে দাঁ।াবে। আর খুব খারাপ করলে আরও পতনের জন্য তৈরি থাকতে হবে।

নতুন সপ্তাহে অর্থবাজার বেশ ব্যাকফুট মেজাজে শুরু করেছে। সপ্তাহের গো।াতেই নিফটির শতাধিক পয়েন্ট ও সেনসেক্সের ৩০০ পয়েন্টের মতো খোয়ানো মূলত তারই ইঙ্গিত। বৃহস্পতিবার সেই জায়গা থেকেই ঘুরে দাঁ।ানোর ল।ইওআরম্ভ করেও হ।কে গেছে সূচক জোর। যা প্রমাণ করছে এখনও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক হালত ফেরেনি।

মাত্র কিছুদিন আগে নিফটি বন্ধ করেছিল তার সর্বোচ্চ উচ্চতার ধারে

অর্থনীতি

কাছেই। সেনসেক্সও ট্রেডে ফের একটা নতুন উচ্চতাকে ছুঁয়েছিল। সবমিলিয়ে ঘঁটে গেছে অর্থবাজার। বিরাট কোনো অঘটন ছা।া এই বাজারকে টেনে ধরা খুব মুশকিল। আবার নতুন করে ওপরে ওঠার মতো রসদ খুব বেশি না থাকলেও পতনের কোনো গল্প নেই। নিফটির আশু সাপোর্ট ধরা হচ্ছে ১০,৭০০ র জায়গাকে। যদিও এর থেকে বেশি নিরাপদ সা।ে ১০ হাজারকে সাপোর্ট ধরে নেওয়া। ওপরের দিকে রেজিস্ট্যান্স বলতে সা।ে ১১ হাজার নিশ্চিতভাবে একটা মনস্তাত্ত্বিক সংখ্যা। তার চেয়ে ওপরে সূচক গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে আগামীতেও মাঝেমধ্যেই বেশ কিছু নাটক সংগঠিত হতে পারে অর্থবাজারে। সেদিকে সবার নজর

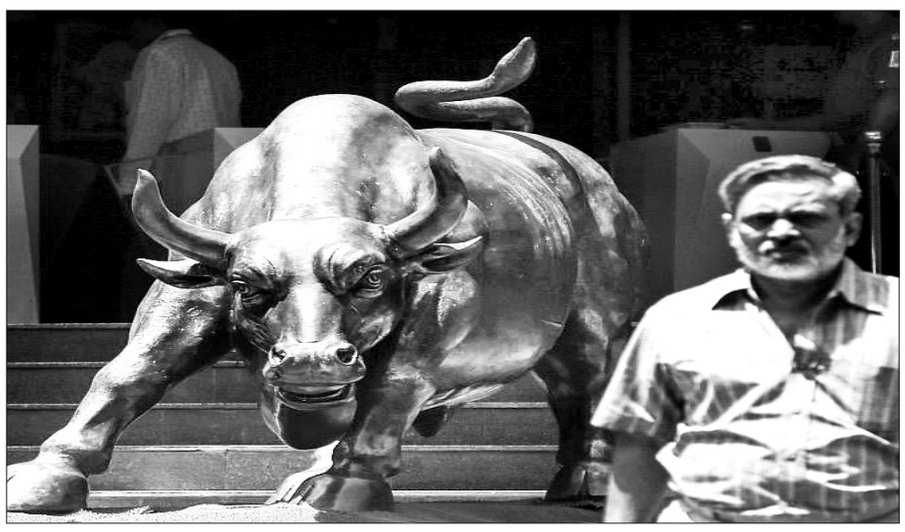

থাকবে তা বলাইবাহুল্য।

এর আগে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটির সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ১১,৮৫০। কিছুদিন সেই রেকর্ড ভাঙল নিফটি। ১২ হাজার ছঁোয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মাইলস্টোন গ।ে তোলে নিফটি। তারপর আবার একটা ছোট্ট্যাক সা।ে ১১ হাজারের কাছে গোত্তা খেতে দেখা যায় নিফটিকে। সেই জায়গা থেকে ওস্তাদের মার শেষ রাতের মতো সপ্তাহের শেষ দিন ঘুরে দাঁ।াল ভারতীয় সূচকজোর। যা নিসন্দেহে বুল তথা ইতিবাচক লগ্নিকারীদের পক্ষে স্বচ্ছ বাতাবরণ গ।ে তুলছে। কেন্দ্রে স্থায়ী সরকারের পুনর্প্রতিষ্ঠার খবরই এখন ভারতীয় শেয়ার বাজারকে উদ্দীপ্ত করছে। তার সঙ্গে যোগ করতে হচ্ছে বিদেশিদের কেনার ব্যাপারটাও।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ র সেপ্টেম্বরে এই উচ্চতা স্পর্শ করে ছিল নিফটি মহারাজ। ভোট পরবর্তীতে তাকে ছাপিয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত অবশ্য বিক্রির তো।ে ১১,৭০০ ও ভেঙে যায়। দিনের শেষে ১১,৬৩০ এ বন্ধ দিয়ে নেতিবাচক এন্ডিং হয়। সেনসেক্সও অনুরূপভাবে নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে। এর ফলে ভোটপর্ব মেটার মাস দুয়েক পরেই বেয়ার জায়গায় চলে গেল ভারতীয় সূচক জোর। এখন আরো বৃদ্ধি না কিছুটা সেটব্যাক সেটা নিয়েই এখন প্রশ্ন। তবে এবারের কেনায় নিশ্চিতভাবে বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণ একটা ব। ব্যাপার। অবশ্য গাছে তুলে মই কে।ে নেওয়ার খেলা এই বিদেশিরা আগেও দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে ডোমেস্টিকরা অনেক নিরাপদ। কিন্তু তাদেরও কেনার একটা লিমিট আছে।

বুলরা মূলত বাজারের বা।ার পক্ষে সওয়াল করে। আর বেয়াররা ওকালতি করে বাজারের পতনের পক্ষে। শুধু সূচকের বা।া বা কমার মধ্যেই বুল–বেয়ারদের ল।াই থেমে থাকে না। কোনও শেয়ারের উত্থান পতন নিয়েও এদের আকচাআকচি চলে। সোজা সাপ্টা ভাষায় বললে বুল ও বেয়াররা ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিন্তার প্রতিভূ হয়ে থাকে।

আপাতত অর্থনীতির হেলদোলের সামান্যতম খবরও এই সময়ের ট্রেডিংকে প্রভাবিত করবে। যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই হয়ে উঠবে নতুন আঙ্গিকে নয়া চ্যালেঞ্জ। এখানেও লগ্নিকারীদের অটল থাকতে হবে তাদের বেসিক জায়গায়। হুটপাট করে বিনিয়োগ না বা।িয়ে দেখেশুনে কেনায় যেতে হবে। কারণ, এখন ভুলভাল শেয়ার বাছাই করলে ব।স। ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন লগ্নিকারীরা। সুতরাং সবকিছু ভেবে চিন্তে তবেই পদক্ষেপ করতে হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ আগস্ট – ১৬ আগস্ট, ২০১৯

মেষ : ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন কর্মলাভের যোগ লক্ষিত হয়।

বৃষ : বর্তমান সময়টিতে আপনি বন্ধুদের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য। ভ্রমণ যোগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। মানসিক অশান্তি যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে।

মিথুন : ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে, নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। বন্ধ বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে স্নেহ–প্রীতির যোগলক্ষিত হয়।

কর্কট : নিজের চেষ্টায় আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। উপযাচক হয়ে কারও দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে।

সিংহ : শরীর নিয়ে বিব্রত বোধ করবেন। মনের সুন্দর চিন্তাধারাগুলি বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করা দরকার।

কন্যা : মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফল লাভের যোগ রয়েছে। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে।

তুলা : কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। সাবধানে চলবেন।

বৃশ্চিক : ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভফলদায়ক। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সাফল্যের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে ভালফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফলের যোগ রয়েছে। গোপন শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। বন্ধুদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

মকর : সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যবসায় উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না। ভাই বোনেরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা করবে।

কুম্ভ : নিজের চেষ্টায় শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে পূর্বের তুলনায় ফল ভাল হবে। কথা ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা দরকার। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, ভ্রমণে বাধা। কারোর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

মীন : খাওয়া–দাওয়া খুব সতর্কে করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন, বাধা–বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বেকারত্বের অবসান হবে, নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন। বাতের আধিক্য।

শব্দবার্তা ১৪০

১	২			৩	■	৪	৫
■		■	■		■	■	
■		■	■	৬			
৭			■		■	■	
	■	■	৮	■	৯	১০	
১১				■	■		■
	■	■		■	■		■
১২		■	১৩				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিখ্যাত এক সুগন্ধি ৪। চাকর ৬। নদীর তীর ৭। পৃথিবী ৯। শিক্ষার পরিচয় ১১। অনিত্য ১২। মিত্র ১৩। পদধূলি।

উপর–নীচ

২। ইংরেজি বছরের শেষ মাস ৩। নবীনতা ৫। প্রাতঃকাল ৭। ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপক ওলটপালট ৮। কূটকৌশল, জটিল কায়দা ১০। মোটামুটি, গড়পড়তা।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৩৯

পাশাপাশি : ১। রোদন ভরা ৪। উগ্র ৫। তপন ৭। অকর ১০। ধার্য ১১। কনকচাঁপা।

উপর–নীচ : ১। রোকশোধ ২। নবজাতক ৩। রাগান্বিত ৪। উপবন ৬। পরিব্রাজক ৭। অনিবার্য ৮। রসাত্মক ৯। ধামাচাপা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

উলুবেড়িয়া পুরসভায় ক্লার্ক, পিওন, মজদুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্লার্ক, পিওন ও মজদুর পদে ২৩ জনকে নিয়োগ করবে হাওড়ার উলুবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : UM/2559.

শূন্যপদের বিন্যাস : ক্লার্ক : শূন্যপদ ৬ টি (সাধারণ ১, সাধারণ–ই সি ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি ই সি ১, ও বি সি – এ ই সি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। টাইপিং জানলে ও কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

পিওন : শূন্যপদ ৯টি (সাধারণ ২, সাধারণ ই– সি ১, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি ই সি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবি সি এ ১, ও বি সি বি ১)। **মজদুর :** শূন্যপদ ৮টি (সাধারণ ২, সাধারণ ই সি ১, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি – ই সি১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি – এ ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উপরোক্ত দু'টি পদের ক্ষেত্রেই অন্তত ক্লাস এইট পাশ। বাংলা বা হিন্দি পড়তে ও লিখতে জানা চাই। সুগঠিত চেহারার অধিকারী হলে অগ্রাধিকার। বেতন ক্রম : দু'টি পদের ক্ষেত্রেই ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

কাজের খবর

বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত থাকবে কম্পিউটার অ্যান্ড টাইপিং টেস্ট।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.uluberiamunicipality.org পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* দু'কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। একটি ফটো স্বপ্রত্যয়িত করে দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অপর ফটোটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।
* বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ডের (থাকলে) স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* টাইপিংয়ে দক্ষতা ও কম্পিউটার নলেজের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও যে পদের জন্য দরখাস্ত করছেন, তার নাম লিখে দেবেন। ২২ আগস্টের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Chairman Uluberia Municipality, O. T Road, P.O – Uluberia, Dist : Howrah, Pin – 711316. অথবা সরাসরি গিয়েও দরখাস্ত জমা দিয়ে আসতে পারেন উপরোক্ত ঠিকানায় রাখা নির্দিষ্ট বক্সে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

দেশের ৮ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪৩৩৬ প্রবেশনারি অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের ৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪,৩৩৬ জন প্রবেশনারি অফিসার/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামান যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর অফিসার্স/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিস ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশনস' (সিআরপিপিও/এম টি – IX ফর ভ্যাকেন্সিজ অব ২০২০–২১) নেওয়া হবে চলতি বছরের অক্টোবর–নভেম্বর মাসে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ১২, ১৩, ১৯ ও ২০ অক্টোবর এবং মেন পরীক্ষা হবে ৩০ নভেম্বর। পরীক্ষা পরিচালনা করবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আই বি পি এস)। এটি কটি স্বশাসিত সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার্স/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে নিয়োগের লক্ষে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। অনলাইন পরীক্ষায় সফলদের একটি স্কোর কার্ড দেবে আই বি পি এস। ৩১–৩–২০২১ পর্যন্ত এই স্কোর কার্ড বৈধ থাকবে।

সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রয়োজন অনুসারে গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে।

ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৫০০টি (সাধারণ ২০৩, তফসিলি জাতি ৭৫, তফসিলি উপজাতি ৩৭, ও বি সি ১৩৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫০)। এর মধ্যে ৫টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি, দৃষ্টি ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ৮৯৯টি (সাধারণ ৫৮৩, তফসিলি জাতি ১৫৮, তফসিলি উপজাতি ৫৮, ও বি সি ১১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৮৯)। এর মধ্যে ৬টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, দৃষ্টি ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী এবং ১৭টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র : মোট শূন্যপদ ৩৫০টি (সাধারণ ১৪৩, তফসিলি জাতি ৫২, তফসিলি উপজাতি ২৬, ও বি সি ৯৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩৫)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি, দৃষ্টি ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১৫০টি (সাধারণ ৬২, তফসিলি ২২, তফসিলি উপজাতি ১১, ও বি সি ৪০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৪৯৩টি (সাধারণ ২০১, তফসিলি জাতি ৭৩, তফসিলি উপজাতি ৩৭, ও বি সি ১৩৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪৯)। এর মধ্যে ৫টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি, দৃষ্টি ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স : মোট শূন্যপদ ৩০০টি (সাধারণ ১২২, তফসিলি জাতি ৪৮, তফসিলি উপজাতি ২২, ও বি সি ৭৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২৯)। এর মধ্যে ৩ টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি, দৃষ্টি ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইউকো ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৫০০টি (সাধারণ ২৬১, তফসিলি জাতি ৫৩, তফসিলি উপজাতি ১৮, ও বি সি ১১৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫০)। এর মধ্যে ৪৭টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৪টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্দীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ দৃষ্ট সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১৩টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : মোট শূন্যপদ ৬৪৪টি (সাধারণ ২৫৩, তফসিলি জাতি ১১৪, তফসিলি উপজাতি ৫৩, ও বি সি ১৫৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬৫)। এর মধ্যে ১২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৫টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল।

বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

অনলাইন পরীক্ষা হবে দু' পর্যায়ে– প্রিলিমিনারি ও মেন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে প্রতি বিষয়ের নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৩৫), রিজনিং এবিলিটি (৩৫)। বিষয় প্রতি সময়সীমা ২০ মিনিট। এই পরীক্ষায় পাশ করলে মেন পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন। মেন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (ব্র্যাকেটে প্রতি বিষয়ের নম্বর) : রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড (৬০), জেনারেল/ইকনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস (৪০), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৪০), ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন (৬০), ডেস্ক্রিপটিভ ইংলিশ লেটার রাইটিং অ্যান্ড এসে (২৫)। মোট সময়সীমা ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

নেগেটিভ মার্কিং আছে, প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য অতিরিক্ত এক–চতুর্থাংশ নম্বর কাটা যাবে।

পরীক্ষা হবে দেশ জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গের স্টেট কোড ৪৬। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল : বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, হুগলি ও কল্যাণী। মেন পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি হল : বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল, কল্যাণী ও শিলিগুড়ি।

তফসিলি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য প্রাক–পরীক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হতে পারে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। ২৮ অগস্ট পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। মনে রাখবেন, দরখাস্ত করার আগে নিজের ফটো, সই এবং বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখতে হবে। নিজের পাসপোর্ট মাপের একটি সাম্প্রতিক রঙিন ফটো (হালকা বা সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা) ২০০ × ২৩০ পিক্সেলে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজে স্ক্যান করে কম্পিউটারে রেখে দেবেন। একটি সাদা কাজগে কালো কালির পেনে সই (১৪০ × ৬০ পিক্সেলে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজ) এবং বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (২৪০ × ২৪০ পিক্সেলে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজ) স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে– 'I..... (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.' (৮০০× ৪০০ পিক্সেলে ৫০ থেকে ১০০ কেবি সাইজ)।

ফটো, আঙুলের ছাপ, সই–সহ যাবতীয় নথিপত্র স্ক্যান করে জে পি জি বা জে পি ই জি ফর্ম্যাটে সেভ করবেন আলাদা আলাদা ফাইলে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা) অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আই এম পি এস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে (ফি জমা দেওয়ার পর জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.ibps.in

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটে ড্রাইভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ড্রাইভার পদে ৪০ জনকে নেবে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। নিয়োগ হবে চুক্তিতে। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** ক্লাস এইট পাশ। বাংলায় লিখতে ও পড়তে জানতে হবে। এর পাশাপাশি ১–৮–২০১৯ তারিখ অনুসারে অন্তত ৩ বছরের বৈধ লাইট মোটর ভেহিক্যল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কোনও স্বীকৃত সংস্থায় ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক।

বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন : প্রতি মাসে ১১,৫০০ টাকা।

প্রাথমিক ভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের ইন্টারভিউ, ড্রাইভিং টেস্ট ও মেডিক্যাল টেস্ট হবে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান সংগ্রহ করবেন এই ঠিকানা থেকে : The Commissioner of Police Bidhannagar Police Commissionerate, M. T. Section. Ramp No. – 19, Salt Lake Stadium, Kol – 700 106. দরখাস্তে প্রার্থীর মোবাইল নম্বর লিখে দেবেন।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : The Commissioner of Police, Bidhannagar. দরখাস্ত ১৬ অগস্টের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় এম. টি সেকশনে রাখা ড্রপবক্সে সরাসরি গিয়ে জমা দিতে হবে।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন উপরোক্ত ঠিকানায়।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* প্রার্থীর ২ কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ছবি। এর মধ্যে ১টি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। অন্য ফটোটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।
* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

এয়ার ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেসে ১২৫ এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২৫ জন এয়ারক্রাফট মেইন্টেয়ন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার নেবে এয়ার ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস। এটি এয়ার ইন্ডিয়ার অধীনস্থ একটি সংস্থা। প্রাথমিকভাবে ৫ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে ওয়াক ইন ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে, দিল্লি ও মুম্বইতে। ইন্টারভিউ ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর।

সার্টিফাইং সাপোর্ট স্টাফ (এ এম ই) হিসেবে সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ১–৮–২০১৯ তারিখে বয়স হতে হবে ৫৩ বছরের মধ্যে।

বেতন : প্রতি মাসে ৯৫,০০০–১,২৮,০০০ টাকা।

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আগ্রহী প্রার্থীরা দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.airindia.in

আতস কাঁচে

কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী

সুভাষ চন্দ্র দাশ : কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হল এক যুবক। মৃতের নাম দুরন্ত সরদার(৩৮)। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার কালিকাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিণদা গ্রামে।জানা গেছে ওই যুবক এদিন স্ত্রীর সাথে গন্ডগোল করে কীটনাশক খায়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি ওই যুবক কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে বেশ কয়েক ঘন্টা চিকিৎসা চলার পর ওই যুবকের মৃত্যু হয়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্ত পাঠিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে গত প্রায় কুড়ি বছর আগে হরিণদা গ্রামের দুরন্ত সরদারের সাথে পার্শ্ববর্তী মুখার্জী পাড়ার কল্পনা সরদারের সাথে বিয়ে হয়। ওই দম্পতির এক কন্যা ও পুত্র সন্তান রয়েছে। প্রতিবেশিদের দাবি পেশায় রাজমিস্ত্রী দুরন্ত সরদারের কোনও কাজ কর্ম না থাকায় ইদানিং মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন এবং মাঝে মধ্যে স্ত্রীর সাথে বচসাও চলছিল।শনিবার সেই বচসা চরমে পৌঁছালে সবার অলক্ষ্যে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করে।

ওই যুবকের আচমকা মৃত্যুতে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। জীবনতলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিদ্যুতপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম মিঠুন সরদার(২৬)।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং চড়াবিদ্যা গ্রামে। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, গত দিন দুয়েক আগে বাড়ির একটি টিভি খারাপ হয়ে গেলে সেটি স্থানীয় একটি দোকানে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে আনেন পেশায় দীনমজুর মিঠুন সরদার।শনিবার রাতে আবার টিভি খারাপ হয়ে গেলে রবিবার সকালে নিজেই টিভি খুলে দেখার চেষ্টা করেন ওই যুবক। বিদ্যুত এর সাথে টিভির সংযোগ থাকায় আচমকা ওই যুবক বিদ্যুতপৃষ্ঠ হয়ে পড়েন।পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা বিদ্যুতের সংযোগ ছিন্ন করে মিঠুন কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বিদ্যুতপৃষ্ঠ যুবক কে মৃত বলে ঘোষণা করে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

বোলতা ও ভিমরুলের আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বোলতার আক্রমণে গুরুতর জখম হয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হলেন এক যুবক।গুরুতর আহত যুবকের নাম তাপস সরদার। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, ক্যানিংয়ে নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌখালি গ্রামের যুবক পেশায় দীনমজুর তাপস সরদার এক শিক্ষকের বাড়িতে কাজ করতে যান। বাঁশঝাড়ে বাঁশ কাটার মুহূর্তে আচমকা গোটা পঞ্চাশ বোলতা আক্রমণ করে। চিৎকার শুনে শিক্ষক ও তাঁর পরিবারের লোকজন হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে মঙ্গলবার ভীমরুলের আক্রমণে গুরুতর জখন হন ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতের দুমকি গ্রামের এক বৃদ্ধ। বিভূতি সরদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানে যাচ্ছিলেন আচমকাই তাকে প্রায় ৩০টি ভীমরুল আক্রমণ করে। কোনও রকমে ভীমরুলের হাত থেকে বেঁচে বাড়িতে ফিরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এরপর পরিবারের লোকজন তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে। ক্রমশ সঙ্কটজনক হয়ে পড়েন বৃদ্ধ। এরপর তাকে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সিলিন্ডার ফেটে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি: রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে আগুনে পুড়ে গুরুতর জখম হলেন একই পরিবারের তিনজন। এরপর গুরুতর জখম অবস্থায় মহাসীম মোল্লা,সাজাদাত মোল্লা এবং রইমা মোল্লা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পরে রইমা মোল্লার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব–হাতামারী গ্রামে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতো এদিন সকালে শিশু সন্তানের জন্য গ্যাসের ওভেন জ্বেলে দুধ গরম করছিলেন গৃহবধূ রইমা মোল্লা।আচমকা গ্যাসের সিলিন্ডার বিষ্ফোরণ ঘটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। পুড়তে থাকেন ওই গৃহবধূ।গ্যাস সিলিন্ডারের বিষ্ফোরণ ঘটায় প্রকট আওয়াজ শুনে ওই গৃহবধূর শ্বশুর সাজাদাত মোল্লা ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখেন তাঁর ছেলের বৌমা গ্যাসের আগুনে দাউ দাউ করে পুড়ছে। বৌমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনিও আগুনে পুড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অন্যদিকে চোখের সামনে বাবাও স্ত্রীকে আগুনে পুড়তে দেখে হতভম্ভ হয়ে যান মহাসীম মোল্লা। তিনি ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে আগুনের হাত থেকে স্ত্রী ও তাঁর বাবাকে উদ্ধার করতে গেলে আগুনে পুড়ে মারাত্মক জখম হন।

এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা প্রতিবেশীরা জানতে পেরে তাঁরা শ্বশুর, ছেলে ও বৌমাদের কে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। গৃহবধু রইমা মোল্লা ও তাঁর শ্বশুর সাজাদাত মোল্লার দেহের ৭০ শতাংশ পুড়ে যায়। পাশাপাশি আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে ওই পরিবারের একমাত্র খড়ের ঘর সহ ঘরের আসবাবপত্র আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে ঘটনাচক্রে ঘরের বারান্দায় থাকা ওই দম্পতির এক পুত্র ও কন্যা সন্তান কে প্রতিবেশীরা অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে নিরাপদে রেখেছেন।

সততার নজির দরিদ্র অটো চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনন্য এক সততার অন্যতম নজির গড়লেন দরিদ্র এক অটো চালক। সফর করার সময় অটোর মধ্যে ফেলে যাওয়া এক যাত্রীর ব্যাগ নিজেই ফিরিয়ে দিলেন আসমত সাঁফুই নামের ওই অটো চালক। রবিবার

সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানা এলাকায়। ব্যাগ ফিরে পেয়ে অটো চালককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন অনিমেষ সাঁফুই নামে ওই যাত্রী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ব্যাগের মধ্যে কয়েক হাজার টাকা ও কিছু রূপার গহনা ছিল। রবিবার সকালে স্ত্রীকে চিকিৎসা করিয়ে অটোয় করে বাড়ি ফেরার পথে অটোতে ভুল করে ব্যাগটি ফেলে যান অনিমেষ বাবু। সব যাত্রী নেমে চলে যাওয়ার পর অটো চালকের নজরে পড়ে অটোর সিটে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ পড়ে রয়েছে। ব্যাগের মধ্যে থাকা কাগজপত্রে থাকা ফোন নম্বরে যোগাযোগ করেও অনিমেষের কোন খোঁজ না মেলায় ব্যাগটি অক্ষত অবস্থায় অটোচালক আসমত সাঁফুই বাসন্তী থানায় জমা দেন ওই অটো চালক। পরে অবশ্য নিজের ব্যাগের খোঁজ করতে করতে বাসন্তী থানায় এসে ব্যাগ ফেরত পান ওই ব্যক্তি। দরিদ্র অটো চালক আসমত সাঁফুইয়ের এমন অনন্য সততায় খুশি তিনি।

উন্নয়নের কাজ করেনি পঞ্চায়েত টাকা ফেরত চায় কেন্দ্র

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রামোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া কোটি কোটি টাকা খরচ না করে বছরের পর ফেলে রাখার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পঞ্চায়েতগুলি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধীনে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এই জেলার জেলা শাসক উলগানাথন। সম্প্রতি তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বদলি হয়ে এই জেলায় এসেছেন। ২ আগস্ট ডায়মন্ডহারবারে 'জেলার উন্নয়ন বিষয়ক' প্রশাসনিক বৈঠকে এই উল্লেখ করে বিডিওদের সাফ জানিয়ে দিয়েছেন 'এইসব চলবে না। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের জন্য দেওয়া কোটি কোটি টাকা খরচ না করে তিন বছরের বেশি সময় ধরে ফেলে রাখা হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যে ওই টাকা খরচ করে ফেলতে হবে। তা না হলে রাজ্য সরকার সেই টাকা ফেরত নিয়ে নেবে বলে নির্দেশ দিয়েছে। এই ঘটনার পর জেলার বিডিওরা রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছেন। বিডিওরা সরকারি নির্দেশের কথা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের বারবার জানালেও তাদের পক্ষ থেকে কোনো রকম হেলদোল দেখা যাচ্ছে না বলেও বিডিওদের পক্ষ থেকেও অভিযোগ।

গ্রামাঞ্চলের পানীয়জল, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন–সহ মা ও শিশুদের বিষয়ে বেশ কিছু উন্নয়নের কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯ টি ব্লকের ৩১০ গ্রাম পঞ্চায়েতকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের টাকা দিয়েছিল। সেই কোটি কোটি টাকা পড়ে রয়েছে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতে বলে অভিযোগ। অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৭ সালে চতুর্দশ(১৪তম) অর্থ কমিশন বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়ন এর জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছিল। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, কেবল ক্যানিং–১ ব্লকের ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে পড়ে রয়েছে ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও কুলতলী, জয়নগর ১, জয়নগর –২, মথুরাপুর–২, পাথরপ্রতিমা ব্লকেরও একই অবস্থা।

বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, পঞ্চায়েতগুলির বেশিরভাগই তৃণমূল কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত।দলীয় কোন্দলের কারণেই পঞ্চায়েতগুলি কাজ করতে পারছে না বলে কোনও কোনও গ্রাম প্রধান তা স্বীকারও করেছেন।

উন্নয়ণের নামে পড়ে থাকা কোটি কোটি টাকা এবার ফেরত নেওয়ার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে অর্থ কমিশন।

বিশেষ সুত্রে জানা গেছে বরাদ্দকৃত টাকা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে উন্নয়ন খাতে খরচ করতে না পারলে সমস্ত টাকাটাই ফেরত নেবে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১ ব্লকে মোট দশ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।এই সমস্ত পঞ্চায়েত গুলিতে উন্নয়নের জন্য ২০১৭ সালের চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত উন্নয়নের জন্য দেওয়া অর্থ কোনও কাজ না করে ফেলে রেখেছে। চলতি ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন বছর যাবত উন্নয়ণের এই বরাদ্দ টাকা উন্নয়ন খাতে খরচ না করে বিভিন্ন পঞ্চায়েত গুলি টাকা ফেলে রাখায় নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন।

জানা গেছে ক্যানিং ১নং ব্লকের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের ৬৪ লাখের বেশি টাকা পড়ে রয়েছে,নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে দুকোটি টাকা,তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য পড়ে রয়েছে। এছাড়াও ক্যানিং ১ নং ব্লকের বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, হাটপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, মাতলা ১ও মাতলা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরের পড়ে রয়েছে কোটি কোটি টাকা।গোসাবা ব্লকের ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত আমতলি, ছোট মোল্লাখালি, বড় মোল্লাখালি, পাখিরালয়, লাহিড়িপুর, রাঙাবেলিয়া,বালি ১নং, গোসাবা, পাঠানখালি, সাতজেলিয়া, বালি২নং, রাধানগর, তারানগর, শম্ভুনগর, বিপ্রদাসপুর, কুমীরমারি।

বাসন্তী ব্লকের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত আমঝাড়া, চুনাখালি, কাঁঠালবেড়িয়া,উত্তর মোকামবেড়িয়া, বাসন্তী, ফুলমালঞ্চ, মসজিদবাটি, ভরতগড়, ঝড়খালি, নফরগঞ্জ, চড়াবিদ্যা, জ্যোতিষপুর, রামচন্দ্র খালি। ক্যানিং ২ নং(জীবনতলা) ব্লকে নয়টি গ্রামপঞ্চায়েত আঠারোবাঁকি,কালিকাতলা,সারেঙ্গাবাদ,দেউলি ১ নং,দেউলি ২ নং,মঠেরদিঘী,তাম্বুলদহ ১ নং,তাম্বুল ২ নং,নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের দেওয়া কোটি কোটি পড়ে রয়েছে।

একমাত্র ক্যানিং এক নম্বর ব্লকের ১০ গ্রাম পঞ্চায়েতে পড়ে রয়েছে ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা।

এখন দেখার বিষয় পঞ্চায়েত গুলি উন্নয়ন এর টাকা ফেরত দেবে, না আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন এর কাজ শুরু করবে।

প্রচুর অস্ত্র ও বোমা উদ্ধার, গ্রেফতার ৬

সুভাষ চন্দ্র দাশ, কুলতলি: –দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানা এলাকা থেকে প্রচুর অস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। পাশাপাশি ছয় জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতারও করে। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে কুলতলি থানার কৈখালী বাজারে একটি ডাকাতদল ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয় গোপন সুত্রে খবর পায় বারুইপুর জেলা পুলিশ। খবর পাওয়া মাত্রই বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের ওসি লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস এবং কুলতলি থানার ওসি সুমন দাস সহ ১১ জনের একটি দল গঠন করে বেরিয়ে পড়েন।

প্রত্যেকেই সশস্ত্র অবস্থায় ডাকাত দলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন কৈখালী ঘাট সংলগ্ন বাজার এলাকায়।ঘড়িতে তখন রাত প্রায় একটা। কিছুক্ষণ টহল দেওয়ার পর পুলিশের নজরে পড়ে ৯ জনের একটি দল মুখে কালো কাপড় বাঁধা কাঁধে বড় বন্দুক নিয়ে আসছে। ১১জন পুলিশ কর্মী সময় নষ্ট না করেই তড়িঘড়ি ডাকাত দলটি কে ঘিরে ফেলে এবং ডাকাতদের প্রত্যেকের মুখে টর্চের আলো মেরে আত্মসমর্পণ করতে বলে। তিনজন নদীতে ঝাঁপ পালিয়ে গেলেও ছয়জন ডাকাত আত্মসমর্পণ করে। ডাকাতদের কাছে উদ্ধার হয় ৬ টি সিঙ্গেল ব্যারেল লং পাইপ গান, একটি ওয়ান শাটার,১২ বোর্ড এর দুটি তাজা কার্তুজ,৮ এমএম বোরের দুটি তাজা কার্তুজ, চারটি মোবাইল ফোন। ধৃত ডাকাতরা হল খালেক মন্ডল, মহিদুল মন্ডল, এদের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটে। নূর হোসেন গাজী,কুতুব উদ্দিন মোল্লা,এদের বাড়ি হাসনাবাদ। গোপাল মন্ডল,সঞ্জীব চক্রবর্তীদের বাড়ি নিউটাউন এলাকায়। এদেরকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, তারা কুলতলির কৈখালী গেষ্ট হাউসে ভোরবেলা ডাকাতির ছক কষেছিল। পুলিশের ধারণা এরা জলপথে পর্যটন ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করার উদ্দেশে জড়ো হয়েছিল।এই দলটিকে ধরে ফেলায় ব্যাপক বড় সাফল্য পেল বারুইপুর জেলা পুলিশের আধিকারিকরা।

পাচারের আগেই উদ্ধার নিখোঁজ নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ প্রায় ১০দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে পাচারের আগেই এক নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর পুলিশ জেলার ক্যানিং থানার পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি এলাকা থেকে নবম শ্রেণীর ওই নাবালিকা ছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশ। ২৮ জুলাই এক গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে যাওয়ার সময় আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই কিশোরী। অভিযোগ পাওয়ার পরই ক্যানিং থানার পুলিশ খুব তৎপরতার সাথে বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় চিরুনী তল্লাশি চালিয়ে একটি মোবাইল ফোন নম্বর উদ্ধার করেন। সেই সূত্র ধরেই উদ্ধার হয় ওই নাবালিকা। তাকে কেরালায় পাচারের জন্য এক যুবক অপহরণ করেছিলেন বলে অভিযোগ তুলেছেন কিশোরীর পরিবারের সদস্যরা।

নদী বাঁধের ভাঙন রুখতে এগিয়ে এলেন গ্রামের গৃহবধূরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০০৯ সালের ২৫ মে সোমবার সুন্দরবনের উপর আছড়ে পড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ আয়লা'র স্মৃতি এখনও জ্বলন্ত। সেই আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের একটি বাসন্তী ব্লক। বৃষ্টি হলে নদী বাঁধ লাগোয়া পরিবার গুলো ভয়ে আঁতকে ওঠেন, আবার বুঝি সব হারাতে হবে এই ভয়ে! দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের নফরগঞ্জের বিরিঞ্চিবাড়ি লাগোয়া বিদ্যাধরী নদীবাঁধের বেশকিছু জায়গায় নদী বাঁধের ভাঙন ধরা শুরু হয়েছে। প্রশাসনের উদাসীনতায় গ্রামের মানুষের আরও বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাছ,কাঁকড়া,জঙ্গলের কাঠ,মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের পরিবার গুলো নিজেদের জীবন রক্ষা করতে বাধ্য হয়েই নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এলেন নদী বাঁধ রক্ষা করার কাজে। বুধবার সকাল থেকেই বিরিঞ্চিবাড়ি গ্রামের প্রায় শতাধিক গৃহবধূ কোমর বেঁধে লেগে পড়েছেন ত্রাতার ভূমিকায়। প্রথমে দল বেঁধে নদীতে ভেসে আসা ম্যানগ্রোভের অসংখ্য বীজ সংগ্রহ করা, তারপর বাছাই করে নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করে ভাগ করে নেওয়া। এরপরই যে সমস্ত জায়গায় নদী বাঁধের ভাঙন শুরু হয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় পরিকল্পনা মাফিক ম্যানগ্রোভের বীজ বপণ করলেন গ্রামে গৃহবধূরা।গ্রামের মহিলাদের এমন আশা এভাবেই এগিয়ে এলে নদী বাঁধ রক্ষা করা যাবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক থাকবে।ফলে প্রাকৃতিক দুর্যের হাত থেকে সাময়িক হলেও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে এমনই তাঁর ভরসা।

এদিন সকাল থেকেই গীতা সরদার, দ্রৌপদী মাইতি,বিমলা দাস'রা বিরিঞ্চিবাড়ি এলাকা সংলগ্ন বিদ্যাধরী নদী বাঁধের প্রায় ২৫০–৩০০ মিটার ভাঙন এলাকায় মিলিত ভাবে ম্যানগ্রোভের বীজ বপন করেন।

গ্রাম্য গৃহবধূদের এমন পরিকল্পনা ভাবনাকে স্বাগত জানিয়ে গ্রামের যুবক উত্তম বাছাড়,পলাশ তরফদার'রা এগিয়ে এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী থেকে রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গৃহবধূদের এমন অভাবনীয় উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

গ্রাম্য গৃহবধূদের এমন উদ্যোগকে প্রশংসা করে বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা বলেন, সচেতনা অবলম্বন করে গ্রাম্য বধূরা যেভাবে মানগ্রোভের বীজ কুড়িয়ে সংরক্ষণ করে নদী বাঁধ রক্ষা করার উদ্যোগ নিয়ে নদীর পাড়ে মানগ্রোভের বীজ বপন করছেন তা অত্যন্ত শুভ উদ্যোগ।

নামি ব্র্যান্ডে নকল জলের কারবার

হাওড়া

অভিজিৎ হাজরা : নামি কোম্পানির জলের বোতলের নাম ভাঙিয়ে রমরমিয়ে চলছে ভেজাল পানীয় জলের বোতল বিক্রির কারবার। ক্রেতারাও পরিশ্রুত পানীয়র বদলে ভেজাল জল শরীরে প্রবেশ করাচ্ছেন অজান্তে।

বিসলেরির পরিশ্রুত এক লিটার জলের দাম ২০ টাকা। এই একই দামে একই রঙের মোড়কে শুধুমাত্র দু'একটা শব্দের হেরফের করে অবাধে বিক্রি হচ্ছে পানীয় জল। প্রশাসনের চোখের সামনেই এমন ঘটনা ঘটছে। দেখেও যেন দেখে না। রাণিহাটি–আমতা সড়কের দু'ধারে আমতা সহ জয়পুর, উদয়নারায়ণপুর সহ গ্রামীণ এলাকায় প্রায় অধিকাংশ দোকানে ভেজাল জল বিক্রি শুরু হয়েছে। ওই সমস্ত বোতল ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা করে তা বিক্রি করা হচ্ছে। ক্রেতারাও মহানন্দে গলায় ঢালছেন।

কিন্তু ভেজাল জলপথে শরীরের কতটা ঝুঁকি রয়ে যাচ্ছে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত ভেজাল জল পান করলে, শরীরে মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনাও থেকে যায়। চিকিৎসক সৌম্যকান্তি সরকার জানান, সমস্ত জল মাটির তলা থেকে তোলা হচ্ছে। তা পরিশ্রুত করতে কেমিক্যাল দেওয়া হয়ে থাকে। একই মাপের জলের স্বাদ না হলে ক্রেতা বুঝতে পেরে যাবে এটা ভেজাল। দ্বিগুণ, তিনগুন লাভে বাজারে বিক্রি হয় এইসব ভেজাল জলের বোতল। সাধারণ ক্রেতা বুঝতে ওপারে না এই জল খেলে শরীরে কতটা ক্ষতি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ চিটফান্ড কোম্পানিগুলো এক সময় ডালের কারখানা, হ্যাচারি ব্যবসা দেখিয়ে মার্কেট থেকে টাকা তুলেছে। সে সব কোম্পানি লাটাই গুটিয়ে পালিয়েছে। ওই সমস্ত কোম্পানির জল কলে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী কারবার চালাচ্ছে। যেভাবে বোতলের ছিপি সিল করা হয় তাও অবৈজ্ঞানিক। একটু টানলেই ছিপি সিল সমেত উঠে আসছে। বিসলেরি নামতে একটু পালটে কোথাও বিশলেরি কোথাও আবার বিসলেরি নামে বিক্রি করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাওড়া গ্রামীণ তৃণমূল নেতাদের পিছন ছাড়ছে না কাটমানি ইস্যু। কাটমানি ফেরৎ চেয়ে আন্দোলন ও পোস্টার পড়ল। এই ইস্যুতে উপরতলার নেতৃত্বকে জানিয়ে কোনও ফল না হওয়ায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি পাঠালেন সাঁকরাইলের বাসিন্দারা। সেই চিঠিও পোস্টার আকারে সাঁকরাইলের বিভিন্ন জায়গায় সাঁটানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সাঁকরাইল অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি কৃষ্ণপদ সাঁতরা ওরফে সোনাইকে অভিযুক্ত করে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো এই সরাসরি ওই তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ওই চিঠিতে সোনাই সাঁতরার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে লেখা হয়েছে, সোনাই সাঁতরা বেশ কিছু পুলিশ কর্মীর মদতে ও তৃণমূল কংগ্রেসের নাম করে তোলা আদায় করেছেন। এর পাশাপাশি একাধিক বে–আইনি কাজের জন্য থানায় তার নামে এফ আই আর, জি ডি করা হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ। এমনকি সাঁকরাইল কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক শীতল সর্দার ও বিধায়ক পুলক রায়কে বিষয়টি জানানো হলেও তার কোনও সুফল মেলে নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওই চিঠিতে। সোনাই সাঁতরার নামে পোস্টার পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে। তার নামের আগে একাধিক বিশেষণ যুক্ত করে এই পোস্টার মারা হয়েছে। যা এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের ফল দাবি করছে বিজেপি কংগ্রেস।

সাঁকরাইল কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল একাধিকবার মাথা চাড়া দেওয়ায় বিগত রাজ্যের শাসকদলের নেতারা। এই বিষয়ে কৃষ্ণপদ (সোনাই) সাঁতার জানান, 'সবটাই বিজেপি চক্রান্ত করেছে এলাকায়। আমার ও দলের বদনাম করার জন্য রাতের অন্ধকারে এই পোস্টার লাগানো হয়েছে।' বিধায়ক শীতল সর্দার ও বিজেপি–র ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলেছেন, 'এসব বিজেপি–র কাজ', অন্যদিকে বিজেপি–র হাওড়া সদর এর সভাপতি সুরজিৎ সাহা জানান, 'ওনারা নিজেরা পাপ করে বিজেপি–র ভূত দেখছেন। তখন সব বেরিয়ে আসছে।' উল্লেখ্য এই ধরনের পোস্টার সাঁকরাইল স্টেশন, বাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় মারা হয়েছে। যার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দিদিকে বলে লাভ নেই, কাটমানি নিয়ে বসে আছে নেতারা

অভিজিৎ ঘোষ দোস্তিদার: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যে গ্রামে গঞ্জে চলছে দিদিকে বলো। গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি সমস্যার কথা শুনতে হচ্ছে, একটি করে ভিসিটিং কার্ড ও স্টিকার দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত পরিকল্পনাই রাজনৈতিক স্ট্যাটেজিস্ট প্রশান্ত কিশোরের। তিনি বা তার টিম ফোন করা শুরু করে দিয়েছে। ঠিক এই রকম একটি ফোন আসে প্রশান্ত কিশোরের টিম থেকে জয়নগর পুরসভার চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল বাবুর কাছে। সেই টিম থেকে বলে কিরকম চলছে দিদি কে বলো? তিনি বলেন আমরা বিরোধী। আমার দল কংগ্রেস। ফোন নামিয়ে রাখে প্রশান্তের টিম। এরপর সুজিত বাবু বলেন – আমি বহু লড়াই করেছি ,কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দিয়ে গরিব মানুষের বাড়ি করার অর্থ আটকে রেখেছিলো। পুর এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন আটকে রাখা হয়েছিলো। তখন আমার সাথে পরিচয় হয় সাংসদ কুণাল ঘোষের। তিনি সব শুনে তার তহবিল থেকে ৬৬ লক্ষ টাকা অনুদান দেন। সেই দিয়ে শিশুদের পার্ক সুলভ শৌচালয় তৈরি হয় জয়নগরে। এরপর সুজিত বাবু বলেন, এই সরকার দলীয় কর্মসূচি নিয়ে গ্রামে গিয়ে নেতারা যে ভাবে বোঝাচ্ছেন সেটা বিধানসভার ভোটের জন্য। নেতা বিধায়ক গ্রামে না গিয়ে সরকারি কর্মীদের দায়িত্ব দিলে কাজটা ভালো হোত। সরকার যখন প্রথম গঠন হোলো মানুষের অনেক আশা ও দাবি ছিলো নতুন মা মাটি মানুষের সরকারের কাছে। কিন্তু গত আট বছরে ধীরে ধীরে মানুষ যা দেখলো সেটা লোকসভার ভোটে ন্যায্য শিক্ষা দিয়েছে।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণে সাফল্য, বঙ্কিম সরদার কলেজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমানে দেশ তথা পৃথিবীর সর্বত্র চলছে জলের হাহাকার। পৃথিবীতে অপরিসীম প্লাসটিক ব্যবহার,বৃক্ষছেদন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়নের কবলে পড়ে জলবায়ু পরিবর্তেনর জন্য জলের মহামারী সংকট দেখা দিয়েছে।পাশাপাশি শুরু হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টির ঘাটতিও। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গত ২০১৭ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং এর বঙ্কিম সরদার কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকরা মিলিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে দূরদর্শিতার মধ্য দিয়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার কাজ শুরু করেন। সাফল্য আসতে শুরু করে ২০১৮ সালে জানুয়ারি মাস থেকে।পাশাপাশি এই প্রকল্পে জল সংরক্ষণে ব্যাপক সাফল্যও মেলে।

উল্লেখ্য, বছরের এই কলেজে আট হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বৃষ্টির সেই জল সংরক্ষণ করে কলেজের বাথরুম,শৌচালয় এবং কলেজের রসায়ন এবং জীববিদ্যার বিভিন্ন বিভাগের ল্যাবটরিতে ব্যবহার হয়। ফলে কলেজে জল অপচয় বন্ধ হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণ জল সাশ্রয়ও হয়।কলেজের এই অভিনব প্রকল্পের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন ইতিমধ্যে দক্ষিণ

২৪ পরগনা জেলার ছটি কলেজের মধ্যে বঙ্কিম সরদার কলেজকে এমন কাজের প্রশংসা করে দুরদর্শিতার জন্য পুরষ্কৃত ও করেছেন।অন্যদিকে রাজ্য সরকার ও এই প্রকল্পের জন্য ১৩,২৯,৬৫৩ টাকা বরাদ্দও করেছে। এই কলেজের তিনটি রিজার্ভারের মোট ১৬ টি ট্যাঙ্ক রয়েছে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য। ১৬টি ট্যাঙ্কে মোট ১৭.১৭ লক্ষ লিটার বৃষ্টির জল সংরক্ষিত হবে। কলেজের অধ্যাপকদের অনন্য অসাসাধারণ উদ্যোগের ফলে যে এত পরিমাণ বৃষ্টির জল অপচয় না হয়ে সবটাই সংক্ষিত হয়েছে তা এক কথায় এমন দুর্বিঃষহ জল সংকটের সময় ব্যাপক সাফল্য এনে দিয়েছে ক্যানিং এর এই বঙ্কিম সরদার কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ তীলক চ্যাটার্জী বলেন, এটা আমাদের কলেজের অনন্য সাফল্য। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে আগামী দিনে এমন আরো প্রকল্পের কথা আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন কে জানিয়েছি।আশা করছি সেগুলিও অনুমোদিত হবে এবং সাফল্য আসবে।

তিনি আরো বলেন, আগামী দিনে এমন জল সংরক্ষণ প্রকল্প রাজ্য তথা দেশের প্রতিটি স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠুক। তাতে করে আংশিক হলেও কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে।

ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সরদার কলেজের এমন সাফল্যে আনন্দিত কলেজের সমস্ত বিভাগের প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী সহ অধ্যাপক অধ্যাপিকারা

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১০ আগস্ট – ১৬ আগস্ট, ২০১৯

সবার আগে দেশ

একদা ভারতের থেকেই সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তান আজ সম্মুখ সমরে। যে বিষাক্ত ছোবলে ভারতীয় উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ চূড়ান্ত নির্যাতন ও অনিশ্চয়তার শিকার হয়েছিল তা আজ ইতিহাস। সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে যে অসাম্যের রাজনীতি দিনের পর দিন চলেছিল তা বর্তমান মোদী সরকার দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর এই পদক্ষেপ দেশের অধিকাংশ রাজনীতি সচেতন মানুষ ও দল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন। এক সময় বিজেপি সরকারকে সাম্প্রদায়িক তকমা দেওয়া প্রবল পরিকল্পনা চলেছিল যা আজও চলছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভোট ময়দানে রামমন্দির ইস্যু সামনে আসেনি তেমন ভাবে। দেশের মানুষ দুহাত ভরে পদ্মফুলে ভোট দিয়েছিল। এত বছরের শাসনকালে দক্ষিণ পন্থী কংগ্রেসের পাশাপাশি বাম পন্থী দল গুলিও কমবেশি সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাদ গ্রহণ করেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার দেশের কিছু মধ্য যুগীয় রীতিনীতি ও চূড়ান্ত অসাম্যের শরিক তারাও ছিলেন এতকাল। যে রাজীব গান্ধী একদা অযোধ্যার রাম মন্দিরের বন্ধ দরজা খুলে দেওয়ার মতো উদারতা দেখিয়েছিলেন তিনিই ভোট রাজনীতির দাঁড়িপাল্লার দিকে তাকিয়ে ঐতিহাসিক সাহ বানু মামলায় পুরাতন পন্থী হয়ে গিয়েছিলেন। যা আজও বিস্ময়কর। বর্তমান কেন্দ্র সরকার তাৎক্ষণিক তিন তালাক বর্জনের মতো যে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন তারাই আজকে কাশ্মীরের এক চূড়ান্ত অসাম্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা বোধ করেনি। ইতিহাসের দিকে চাইলে স্পষ্ট হয়ে যায় বাংলার এক মনীষাদীপ্ত নেতা ৩৭০ ধারাকে আটকাতে নিজের জীবন বাজী রেখে পাড়ি দিয়েছিলেন কাশ্মীরের শ্রীনগরে। জওহরলাল ও শেখ আবদুল্লা তাঁকে জীবিত অবস্থায় আর ফিরতে দেয়নি। শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধা জননী যোগমায়া দেবী ছেলের মৃতদেহের পাশে বসে জওহরলালের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছিলেন। বর্তমান রাজনীতিকদের কাছে সেগুলি মূল্যহীন হলেও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আজকে যেন এক বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন ছিল এক প্রধান, এক কানুন, এক নিশান। কাশ্মীরে এবার ভারতীয় শাসন সম্পূর্ণভাবে দেখা যাবে। এরপর সারা দেশে একই দেওয়ানী বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করার বহু লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হতে পারে। ভারতের ইতিহাস তাকিয়ে আছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে। দেশের কিছু বামপন্থী ও আঞ্চলিক দল দাবি তুলেছিলেন কাশ্মীরি অধিবাসী ও সাংসদদের মতামত আগে থেকে গ্রহণ করার জন্য। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ক্ষুদ্র রাজনীতির অংশ মাত্র। কাশ্মীরে যখন হাজার হাজার অধিবাসীকে শুধুমাত্র ধর্মের কারণে নির্মমভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়, তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন ওই সব 'মানবতাবাদী দলগুলি' কোথায় ছিল। ভারতবর্ষ যখন ভাগ হয়ে গিয়েছিল তখন কোনও নাগরিকের মতামত গ্রাহ্য হয়নি, আজ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যখন কোনও কোনও গণমাধ্যম, পত্রপত্রিকা পাকিস্তানের সুরে দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সবার আগে দেশের স্বার্থ– এই সত্যটি তারা যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই মঙ্গল।

১৮–এর রাম ধাক্কায় জনগণের লাভালাভ

নির্মল গোস্বামী

কথায় বলে বেল পাকলে কাকের কি? সত্যিই তো বেল ঠুকরে খোলা ভেঙে ভেতরের শাঁস খাবার মতো শক্ত ঠোঁট কাকের নেই। তাই বলা হয় বেল পাকলে কাকের কী? আর এই কথাটা আমাদের জীবনেও অনেক সময় সত্য বলে প্রতিভাত হয়। এই যেমন নেতারা ভোটে জিতে মন্ত্রী হয়। কিন্তু তাতে জনগণের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না। তাই ভোট আসে ভোট যায়, কিন্তু দেশ চালানোর দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও পরিবর্তন হয় না। ভোটের দিন সন্ত্রাস যেন পশ্চিমবঙ্গে ভোট প্রক্রিয়ার অঙ্গ হয়ে গেছে। সিদ্ধার্থ–জ্যোতি–বুদ্ধ থেকে মমতা– ক্ষমতার হাত বদল হলেও ভোট চিত্রের আঁকাজোকার কোনও পরিবর্তন হয় না। 'বদলা নয় বদল চাই' ফেস্টুনে শহর ভরলেও শাসক আছে শাসকেই। শুধু ট্রাফিক সিগন্যালে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজানো ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন আম জনতার ভাগ্যে জোটে নি। নতুন শাসক গণতন্ত্রের পরিসর বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু শুরু থেকেই দল–প্রশাসন আর দলনেত্রীর মিশ্রণ হতে থাকল সর্বক্ষেত্রে। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বলে একটা শব্দ থাকে গণতন্ত্রে সেটা যেন মানুষ ভুলেই গেল। 'উন্নয়ন' নামক একটা শব্দবন্ধের দ্বারা সমস্ত অপকর্মের বৈধতা পেতে চাইল তৃণমূল সরকার। পঞ্চায়েতে বিরোধী শূন্য করার ডাক দিলেন নেত্রী। তার ফল কী হল তা প্রত্যক্ষ করল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। শাসক–বিরোধী মিলে ১০০ জনের প্রাণ অকালে চলে গেল। গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকতে গেলে যা যা করার প্রয়োজন সবই করল বাংলার সরকার–সরকারি প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে।

এরপর এলো ১৯ এর লোকসভা ভোট। তৃণমূল বলল মোদী মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রধানমন্ত্রী। এবার আমরাই কেন্দ্রীয় সরকারের মূল চালিকাশক্তি হব। কেন্দ্রীয় সরকারের চাবিকাঠি থাকবে তৃণমূল দলের হাতে। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী, বনবাসী, প্রান্তবাসীরা প্রমাদ গুণলেন। তৃণমূলের নাগপাশ থেকে মুক্তির ইচ্ছায় তারা রামের নামে ভোট দিল। সমগ্র ভারতবাসী অবাক বিস্ময়ে দেখল যে ১৮টা লোকসভা আসন তৃণমূলের হাতছাড়া হল। ইভিএমকে ভিলেন করে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করল নেত্রী।

প্রশ্ন উঠতে পারে এখানেও তো সেই একই কথা প্রযোজ্য 'বেল পাকলে কাকের কী'? এখানে কিন্তু জনগণের কিছু আশু প্রাপ্তি হয়েছে। প্রথমত দিশাহারা তৃণমূল নেত্রী দলের ভাঙন রোধ করার এবং পুনরায় ক্ষমতা দখল করার বিষয়ে নিজের ক্ষমতায় সন্দিহান হলেন। মমতা ব্যানার্জীর মুখের ফ্লেক্স আর গ্রাম বাংলায় ভোট টানতে পারবে না– এটা বুঝে কর্পোরেট জগতের পেশাদারী সংস্থার স্মরণাপন্ন হলেন। সেই পরামর্শ শিরোধার্য্য করে কর্মসূচি রূপায়ণে জোর দিলেন। ১৮ এর রাম ধাক্কায় একটা বড় পাওনা হল জনগণ বুঝলেন ক্ষমতার উৎস মমতা নয় জনতা। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় তিনি কতটা উদ্বিগ্ন তা বোঝা গেল যখন বাচ্চা ছেলের মুখে জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে নিজের সম্মান পদমর্যাদা ভুলে গাড়ি থেকে নেমে ছুটে ধরতে গেলেন। এতোটা বালখিল্য পদক্ষেপ কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। ১৮–এর ধাক্কায় তিনি বোধহয় কিছুটা মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তৃতীয়ত, কাটমানি ফেরতের দাওয়াই দিয়ে তিনি কিছু উপভোক্তার উপকার করেছেন। তারা টাকা নগদে ফেরত পাচ্ছে। যখন নারদের টাকা নেতা মন্ত্রীরা হাতে পেতে নিল, সারা ভারতের লোক ক্যামেরায় তা প্রত্যক্ষ করল তখন এই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন সামান্য দু তিন লাখ টাকা পার্টির জন্য সকলেই নেয়। এটাকে অন্যায় বলে না। আজ সেই মুখ্যমন্ত্রী ২০০০ টাকার ১০% কাট মানি ২০০ টাকাও ফেরত দিতে বলছেন। এই যে গুণগত পরিবর্তন তা রামের মহিমার ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

বঙ্গবাসীর অভিজ্ঞতায় আছে যে কলেজে কলেজে ছাত্ররা প্রফেসরদের প্রিন্সিপ্যালদের ঘেরাও করে, মারধর পর্যন্ত করে। আরাবুল দিদিমণিদের জলের জগ ছুঁড়ে মারে। দিদি তাতে নীরব থাকেন। কোথাও কোথাও ছাত্র নেতাদের বাঁচাতে বলেন, ছোট ছোট ছেলেরা করে ফেলেছে। এই প্রথম বঙ্গবাসী দেখল যে সেই মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেলেন। একজন অধ্যাপক ছাত্রদের দ্বারা নিগৃহীত হতে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ফোন করে অধ্যাপকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন। এবং অপরাধী ছাত্রদের গ্রেফতার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ঘটনা দেখে অতীতে যেসব অধ্যাপকরা ঘাড় ধাক্কা খেয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন, গালিগালাজ শুনেছেন তারা এখন নিশ্চয়ই আপশোস করে ভাবছেন যে হায় রে আমাদের সময়ে যদি রামের চাষটা হত, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর সহানুভূতিটুকু পেতে পারত।

এটা সর্বজনবিদিত যে পশ্চিমবঙ্গে এক জন মন্ত্রী। তিনি মুখ্যমন্ত্রী। বাকি সকলেই স্ট্যাম্প প্যাড মাত্র। কোনও মন্ত্রী স্বাধীন ভাবে নিজের দফতরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া। আর মুখ্যমন্ত্রীর কর্মতৎপরতা তো প্রশ্নাতীত। তিনি নিজে হাতে সব করেন। সাইকেল বিলি তিনি করেন, ক্লাবের টাকা বিলি তিনি করেন। ছাত্রদের সম্বর্ধনা তিনি দেন। এমন কি মাটি উৎসবে হাঁস–মুরগী–ছাগল বিলি তিনি নিজ হাতে করেন, সরকারি কর্মীদের ডি–এ ঘোষণা অর্থমন্ত্রী করেন না। প্রতিবারই মুখ্যমন্ত্রী করেন। এই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের জেরে তাদের 'গ্রেড পে' বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। আমরা এই প্রথম বুঝতে পারলাম যে একজন স্বাধীন শিক্ষামন্ত্রী আছেন। একথা সত্যি যে মন্ত্রিসভার সব সিদ্ধান্তই মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা অনুমোদিত হয়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার মর্যাদাটুকু এতোদিন রাজ্যের মন্ত্রীরা পেতেন না। যেমন এখনও অর্থনৈতিক কোনও ঘোষণা অমিত মিত্র করেন না। রাজ্যে যে একজন অর্থমন্ত্রী আছেন সেটা মানুষ বোধ হয় ভুলেই গেছে। তবু যে শিক্ষামন্ত্রীর অস্তিত্ব জানা গেল সেটাও কম পাওয়া নয়। এবং মনে রাখতে হবে এখানেও সেই রামের অদৃশ্য হাতের কেরামতি আছে। সবচেয়ে বড় কথা হল যে, এটা অত্যন্ত ছোট সংগঠনের গুটিকয়েক শিক্ষকের আন্দোলন– এতো বড় সাফল্য পেতই না। তাদের কবে মেরে অনশন থেকে তুলে দিত যদি না রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটা হস্তান্তরিত হত পদ্ম শিবিরে। এই যে শিক্ষকরা গণতান্ত্রিক মর্যাদাটুকু আদায় করতে পারল সেখানেও রামের ভয় কাজ করেছে। আগে মুখ্যমন্ত্রী বলতেন ১০০% কাজ হয়ে গেছে। এখন ভাবছেন অনেক কাজ বাকি। তাই 'দিদিকে বলো' ওয়েবসাইট খুলেছে। ফোনে মানুষের অভাব অভিযোগ শুনতে চাইছেন। যে বিরোধীদের কেউটে সাপ বলেছিল খাদ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন ঘরে এলেই মারো। এখন সেই মন্ত্রীকেই বিরোধীদের বাড়িতে যেতে হচ্ছে। গ্রামে রাত কাটাতে হচ্ছে। বোঝো ঠ্যালা। একেই বলে বোধ হয় রাম ধাক্কা।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম ও তাহার রহস্য

পূর্ণজ্ঞানী প্রেমের সেই একটি বিন্দুতে নিজের সমগ্র চিত্ত সমাহিত করিতে পারিলেও অনাসক্তই থাকেন। এই অবস্থা কিরূপে আসে? আর এই একটি রহস্যই আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষুক কখনো সুখী হয় না। সে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা পায়, কিন্তু ইহার পশ্চাতে থাকে করুণা ও ঘৃণা, ভিক্ষুক যে নীচ ব্যক্তি, অন্ততঃ এইরূপ মনোভাব দানের পশ্চাতে থাকিয়া যায়। যাহা সে পায়, তাহা কখনো যথার্থরূপে উপভোগ করিতে পারে না।

আমরা সকলেই ভিক্ষুক। আমরা যাহাই করি, তাহারই একটা প্রতিদান চাই। আমরা সকলেই জীবন ও ধর্ম লইয়া ব্যবসা করি। হায়, আমরা প্রেম লইয়াও ব্যবসা করি!

তোমরা যদি ব্যবসা করিতে আসিয়া থাক, আদান–প্রদান–ক্রয়–বিক্রয়ের প্রশ্নই যদি তোমাদের প্রধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রয়–বিক্রয়ের নীতি অনুসরণ কর। ব্যবসাক্ষেত্রে ভাল সময় আছে, মন্দ সময়ও আছে, মূল্যের উত্থান–পতনও আছে, সব সময়ে আঘাতের আশঙ্কাও আছে। ব্যাপারটি দর্পণে মুখ দেখার মতো, তোমরা মুখ প্রতিবিম্বিত হইলঃ মুখভঙ্গি কর, দর্পণেও মুখভঙ্গি দেখা যাইবে, তুমি যদি হাস, দর্পণেও হাসিবে তাহাতে হাসি প্রতিবিম্বিত হইবে। ইহাই ক্রয়–বিক্রয়, ইহাই আদান–প্রদান।

আমরা আবদ্ধ হইয়া পড়ি। কি প্রকারে আবদ্ধ হইয়া পড়ি? যাহা দিই তাহার জন্য নয়, পরন্তু যাহা আশা করি তাহার জন্যই। প্রেমের প্রতিদানে পাই আমরা দুঃখ। ভালবাসি বলিয়া নয়, পরন্তু প্রতিদানে ভালবাসা চাই বলিয়া। আকাঙ্ক্ষা যেখানে নাই, দুঃখ সেখানে থাকে না। বাসনা অভাববোধই সকল দুঃখের মূল। সফলতা ও বিফলতার নিয়মে বাসনাসমূহ আবদ্ধ। বাসনা অবশ্যই দুঃখ আনিবে।

সুতরাং প্রকৃত সফলতা, প্রকৃত সুখের শ্রেষ্ঠ রহস্য এইঃ যিনি প্রতিদান চান না যিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ, তিনিই সর্বাধিক কৃতকার্য। কথাটি হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়।

ফেসবুক বার্তা

স্মৃতির পাতা থেকে দুর্লভ একটি চিত্র

নোবেল পুরস্কার গ্রহন অনুষ্ঠানে কবিগুরু
সাল ~ ১৯১৩

খাদ্য–ভাষা–ধর্ম জন্মগত নয়, লালনগত হয় গণতন্ত্রে অন্ধত্বের পোয়া বারো আর কতদিন রয়?

প্রহ্লাদ দাস

বর্তমান বর্তমান ভারতবর্ষে–রাজনৈতিক দলগুলি কোন না কোনও সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করে নির্বাচন তরীকে সোনার তরী করে চলেছেন। অন্যদিকে অর্থনৈতিক শোষণ যন্ত্রে গ্রামগুলি রক্তশূন্য হয়ে চলেছে। শিল্পের নামে দেশ দেশান্তরে সাধারণ নাগরিক রুটিরুজির দায়ে পড়ে দাম্পত্য জীবন বিষময় করে চলেছেন। উত্তর পুরুষ তৈরি হচ্ছে পিতামার স্নেহ ভালবাসার অভাবে মানসিক স্বস্তি প্রতিবন্ধক। ক্রমাগত এই প্রতিবন্ধক নাগরিক সংখ্যা বেড়ে চলায় দেশের প্রগতিও বিশৃঙ্খল হয়ে চলেছে। বহিরাঞ্চল থেকে আয় করা অর্থে স্থায়ী বাসস্থানে ঘটে চলেছে সামাজিক বৈষম্য। যদি বহিরাঞ্চলের আয়ের উৎস বন্ধ হয় তবে গ্রামে এসে বংশানুক্রমিক পেশাকে আপন করতে পারছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কৃত্রিম প্রগতি উদাসীনতা, হতাশা, সামাজিক অনিশ্চয়তা ও উগ্রপন্থা।

আবার কঠিন সংগ্রাম করে যারা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছেন তাদের ৯০% দুই দিন উত্তর পুরুষ পর ভ্রমাগত নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়ে চলেছে, তবুও গ্রামে ফিরে যায় না। ফলে নবাগত ও পূর্বত নিম্ন শ্রেণীর শহরবাসীর মধ্যে চলেছে এক কঠিন জীবিকা সংঘাত।

ছোট ছোট দেশগুলি উন্নত শিল্পজাত সামগ্রী বর্হিদেশে বিক্রি করে উচ্চ আয় করে চলেছে। ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ ঔষধ ছাড়া আর কি আছে বর্হিদেশে বিক্রি করার? ভারতবর্ষে ইস্পাত শিল্প, বয়ন শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প শুধু নিজের দেশের জন্য, বর্হিবাণিজ্যের জন্য নয়।

ভারতবর্ষ গ্রামভিত্তিক সভ্যতা। এখানে শিল্প কারখানার স্বপ্ন দেখিয়ে গ্রামবাসীদের শহরাঞ্চলে জীবনজীবিকার লোভ দেখিয়ে যে সরল সহাবস্থানের পরিবেশ ধ্বংস করে চলেছেন সেসব রাষ্ট্রনায়করা, তারা কি পারবেন একদিন প্রান্ত গুলিকে শহরাঞ্চলের জনতাকে ফেরাতে? প্রতিটি জেলা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক শাসনের এক স্থায়ী সভ্যতার একক। ভারতবর্ষে প্রায় চারশত জেলা রয়েছে। জেলা ভিত্তিক স্বার্থ ও সভ্যতা নিয়ে দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচারা দিয়ে উঠছে আঞ্চলিকতা। আঞ্চলিক বিশ্বায়ন চরম ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।

বর্তমান সরকার শ্রমজীবী মানুষদের যে নাগরিক অনুদান দিয়ে চলেছেন তা আরও বেশি মাত্রায় পেতে জানগণ প্রত্যাশী। সরকার চাইলেও তা কোত্থেকে আসবে? আগামী দিনের রোবট যান্ত্রিক সাহায্য প্রযুক্তিতে যদি প্রতি জেলায়, প্রতি পঞ্চায়েতে সম্পদ উৎপাদনের উৎস তৈরি করে সেখানে সহজ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে হয়তো সম্ভব হতে পারে। আর শ্রমজীবী মানুষকে দেশান্তর প্রবণতা বন্ধের ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে হয়তো সম্ভব হতে পারে। আর শ্রমজীবী মানুষকে দেশান্তর প্রবণতা থেকে রক্ষা করা অতি প্রয়োজনীয়। এতে স্থায়ী বাসস্থানের পূর্বজ জীবীকা বৃত্তি যেমন উন্নত হবে, সঙ্গে স্থায়ী সামাজিকতা ও জীবনযাত্রা বজায় থাকবে। সরকারও পারেন অন্তত জেলাগুলিতে গ্রুপ বি পর্যন্ত চাকরি গুলি জেলা ভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে। তাহলেই চাকরির আশায় শিক্ষিত যুবকরা জীবনের বড় সময় এইঅংশ নষ্ট করতো না। পৈতৃক পেশাকে উন্নত করতে বাধ্য হতো।

সরল জনসংখ্যা এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা। অধিক সন্তান হেতু জীবন জীবিকার সংকটে স্থানান্তর জীবিকার প্রয়োজন ঘটে। তা বন্ধ হবে। সরকারকেও স্থায়ী বন্ধ্যাকরণে আর্থিক অনুদান বাড়াতে হবে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে চোদ্দশ টাকা ছিল তা বর্তমানে কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত। তা কোনও রাষ্ট্রনায়কের সাহসে কুলোচ্ছে না ঘোষণা করার।

কারণ, তাতে গরিব মুসলিম, গরিব হিন্দু, গরিব আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে বিদ্রোহ সৃষ্টি হতে পারে, অর্থের প্রলোভনে তাদের বিলোপ করার অভিযোগে। ঠিকই তো ভারতবর্ষে জাতি–ধর্ম–ভাষা নির্বিশেষে শুধু ভারতবাসী বলার মতো কোন যুক্তি সংবিদানে তথা রাষ্ট্রীয় শপথে নেই। দেশবাসী কি করে এ সংবিধানে আস্থা রাখবে? মানুষের যে দুটি জাত– বিজ্ঞানে আগুয়া ও পিছুয়া, এটাতো রাষ্ট্রনায়করা মানে না। শুধু ধর্ম নিরপেক্ষতার গালভরা ভনিতা ভোটের বাজারে। খাদ্য–ভাষা–ধর্ম জন্মগত নয়– এটা তো সংবিধানে কোথাও স্বীকার করে নি। কি করে আস্থা রাখবে সাধারণ জনগণ এই শাসন ব্যবস্থাকে? আর কি করেই ঘোষণা করবে

নেতাজির লক্ষ্য ছিল ভারতের Mine power ও Man power কে আধুনিকীকরণ করে অর্থনীতির চরম উৎকর্ষ ঘটিয়ে উন্নত জনগণ তৈরি করে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা, বিজ্ঞান বিমুখতা– এসব থেকে দেশকে উন্নত করা। তাঁর U.S.I (United states of India) হতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র। গান্ধীজি জিন্নাজিকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়ে অখণ্ড ভারত চেয়েছিলেন। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল তা হতে দেননি। যার পরিণাম দেশভাগ ও রক্ত ক্ষয়ি দাঙ্গা।

স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ নিয়ে দু–চার লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে? এখন দরিদ্র পরিবারের কোনও সদস্যের অকাল প্রয়াণে ছয় লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান ঘোষিত। সেক্ষেত্রে ওই বন্ধাকরণ অনুদান কি অনেক বেশি হবে। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, গ্রাম শহরের বৈষম্যবাদ সবই তো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যই। তাতে এইঅনুদান তো সর্বাগ্রে হওয়া দরকার। মুর্খ কালিদাসের মত কি পদক্ষেপ এই প্রশাসনে?

অতঃপর বলি, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদান। কার্বন দূষণের জন্য উন্নত দেশ থেকে যে দণ্ড অর্থ আদায়কৃত হয়ে, ভারতসহ কম শিল্প উন্নত দেশগুলি যে অনুদান রাষ্ট্রসংঘ থেকে পেয়ে থাকে, তা দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে সাংসদদের ভোট সংখ্যা অনুসারে মূল্যায়ণ করে প্রদান করা হয়। সে অর্থের অর্ধাংশও যদি বর্গ আয়তন হিসাবে প্রদত্ত হতো তাহলে কম জনসংখ্যা অধূষিত প্রান্তগুলিতে অর্থের প্রাচুর্য্যতায় জীবন জীবিকা হয়ে উঠত অতি সচ্ছল। তাহলে শহরাঞ্চলে স্থানান্তরের প্রবণতা অনেকটাই প্রশমিত হতো, সন্দেহ নেই। অথচ শহরাঞ্চলে যে কার্বণ দূষণ ঘটাচ্ছে, তারাই সে অনুদানের সিংহভাগের অগ্রাধিকারী।

সত্যিই সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!

নেতাজির লক্ষ্য ছিল ভারতের Mine power ও Man power কে আধুনিকীকরণ করে অর্থনীতির চরম উৎকর্ষ ঘটিয়ে উন্নত জনগণ তৈরি করে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা, বিজ্ঞান বিমুখতা– এসব থেকে দেশকে উন্নত করা। তাঁর U.S.I (United states of India) হতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র। গান্ধীজি জিন্নাজিকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়ে অখণ্ড ভারত চেয়েছিলেন। কিন্তু বল্লভভাই প্যাটেল তা হতে দেননি। যার পরিণাম দেশভাগ ও রক্ত ক্ষয়ি দাঙ্গা।

ইঙ্গ আমেরিকার ভয় ছিল তাদের অর্থনীতিকে কয়েক দশকে পরাস্ত করত U.S.I আর তাই ভারত ভাগের চক্রান্ত।এখনও আমেরিকা তৈল সম্পদের ছোট রাষ্ট্রগুলিকে করায়ত্ত্ব করে তৈলহীন রাষ্ট্রগুলিকে নিজ আয়ত্তে রেখেছে। জাপান, কোরিয়া, চিন তৈলখনি কম রাষ্ট্র সমূহ। নেতাজির প্রিয় দেশগুলি।

আমেরিকা জলজাত হাইড্রোজেন জ্বালানী করে মহাকাশ যানে পাঠাচ্ছে, বহু দামী ছোটযান বানাচ্ছে। কিন্তু যাতে সস্তার জলজাত হাইড্রোজেন জ্বালানীর যান্ত্রিক ব্যবহার না হয় তার জন্য কোম্পানিগুলিকে আয়ত্ত করে রেখেছেন। কারণ, দরিদ্র রাষ্ট্রগুলি যদি এই সহজ জ্বালানী যন্ত্রশক্তি সহজে পায় তাহলে আমেরিকার তৈল ব্যবসা মার খাবে। জলজাত হাইড্রোজেন দ্বারা সহজ জ্বালানী স্টোভও হতে পারে অতি সহজে। যদি গ্রাফাইট স্টিক পাইপ দ্বারা ভোল্টা মিটারে তৈরি হাইড্রোজেন চালনা করে, জ্বালিয়ে নিয়ন্ত্রিত তাপে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মী ভারতবাসীরা বিশ্বাস করেন মৃত্যুর পরও যৌন জীবন পাওয়া যায়। এটা অতি জীবনমুখীর অন্ধত্ব মাত্র। মৃত্যুর পরে স্নায়ুতন্ত্র থাকে না, অথচ অনুভূতিও নেই। তাই ইহুদি, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্ট ও বৈষ্ণব ধর্মে মৃত্যুর পরে কোনও যৌন জীবনের প্রলোভন নেই, আত্মার শান্তি প্রাপ্তি মাত্র। জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পর যৌনতাই সুখ মানসিকতায় হিন্দু–মুসলিমরা অতি যৌন কাতর ও দীর্ঘজীবী কাতর। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইঙ্গিত সন্তান তথা পুত্র ও কন্যা সন্তান পাওয়ার পদ্ধতিগুলিকে শিথিল আইনানুগ করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার থেকেও কম অপরাধ হবে বলে মনে হয়। যেমন পঁচিশ দিনের গর্ভিনীর মূত্রে Anti Mulerіun Hormone–এর পাঁচ মাত্রা কন্যা সন্তান নির্ণায়ক, তা আইনতঃ দণ্ডনীয়। সোনোগ্রাফির গ্রোব দ্বারা এক মাসের গর্ভের ছায়াচিত্র ডান দিকে হলে কন্যা ও বাঁ দিকে হলে পুত্র সন্তান , চরক সংহিতা অনুসারে তাও অপরাধ। Quini–dine Past দিয়ে ডান ফেলোপিয়ান টিউব ব্লক করলে (তিন বছর থাকে) পুত্রসন্তান এবং বাম ফেলোপিয়ান টিউব ব্লক করলে কন্যা সন্তান, তা ভ্রূণ হত্যার প্রবণতা হীন, যা গর্ভের পূর্ব নির্ণয় হওয়া বলে অপরাধ হতে পারে না। সমুদ্র ফেন নারকেল তেলে লোশন বানিয়ে সহবাসের পূর্বে বাহ্যিক ব্যবহারে যেমন গর্ভ নিরোধক তেমনি যৌন রোগ রোধক। তার দু চার গ্রাম চূর্ণ মাসে দু চার বার দুধ সহ খালি পেটে সেবনে লবণাধিক্য হয়ে গর্ভ নিরোধক হয়, তৎসহ যৌনরোগ, মূত্র জ্বালা, শ্বাস রোগ ভাল হয়। দাঁতের ময়লা, পাইরিয়াতে মাজন হিসাবে অতীব উত্তম দ্রব্য। শীতকালে পাখিকে খেতে দিলে সোয়াইন ফ্লু মুক্ত থাকে।

দীর্ঘজীবী থাকা ও যৌবন ধরে রাখার গুপ্ত বিদ্যা এই ভারতীয়দের। যেসব দ্রব্য বাস্তব প্রয়োগ করেও দৈবশক্তি বলে মানে তার বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণের অভাবে। যেমন কোনও নিশ্চিন্দা মূল দীর্ঘদিন সেবনে বার্ধক্যেও পুনরায় দাঁত ওঠে ও ক্ষয়হীন দেহ হয়। তিনপাতা সর্পগন্ধা মূল দীর্ঘদিন সেবনে পোকামাকড়, সাপ, বাঘরাও মানুষকে খায় না। রুদন্তি ফল সেবনে দীর্ঘদিন শীতঘুম প্রাণীদের মতো অভুক্ত থাকা যায়। ঘৃতকুমারী রস লেপনে অগ্নি দাহ রোধ করা যায়, কেঁচো তেল সেবনে পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয় ও শতায়ু রমণীও মা হতে পারে বা চির ষোড়শী থাকতে পারে। চোখে প্রদানে অন্ধকারে দেখতে পারে নিশাচর প্রাণীদের মতো। সর্ব বিষ জল করে তা সেবনে আবার কঠিন বাত–সুগার নাশক ও গর্ভপাতকও বটে। কাঁকড়া গাছ বাগানে বা বাড়াতে লাগালে লেবু গন্ধে মশামাছি থাকে না। কেঁচো বাটা গাছে স্প্রে করলে প্রচুর ফুল ফলও বারো মাসই হয়। আম বীজ কোরা নারকেল কোরা সহ সেবনে মেদ, টিউমার, সুগার নির্মূল হয় ও ইউরিয়া জনিত খাদ্য বিষ থেকে দেহ রক্ষা পায়।

ভারতীয়রা এগুলিকে দৈবশক্তি বলে মানতো ও গুপ্তবিদ্যা রূপে গোপন রাখত বাণিজ্যের মাধ্যমে এর বিপুল প্রচার বিমুখ। কারণ, অখণ্ড এক ভারত ভূমি হওয়ায় বিনিময় প্রথা তথা বাণিজ্যনীতি খুবই প্রচ্ছন্ন ছিল। ইউরোপে সংযুক্ত রাষ্ট্র সমূহ হওয়ায় বিনিময় নীতি তথা বাণিজ্য অতি প্রকট ছিল এবং আছে। সরল জনসংখ্যা ও সরল সহাবস্থান এবং প্রাকৃতিক জৈব সম্পদকে সম্বল করে প্রান্তগুলিকে আধুনিক সুবিধার আরও সুযোগ দিয়ে, আঞ্চলিক বিশ্বায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে, জেলা ভিত্তিক জন্মনিয়ন্ত্রই হবে আগামীর ভারতবর্ষ, তথা আগামীর সভ্যতা। এই লেখার সমস্ত দায় লেখকের। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কোন ভাবেই দায়ী নয়।

পাঠকের কলমে

আমরা কি কিছুই পারি না?

জলকে আর্সেনিকমুক্ত করতে পারিনা। যে ঠাণ্ডা পানীয় জলের সংযোগ বসিয়েছি সেগুলো দূষণমুক্ত রাখতে পারিনা। সময় সময় চিপ বদলে তাকে পান করার উপযুক্ত করতে তুলতে পারি না। বেআইনি জল সংযোগ বন্ধ করে দিতে পারি কিন্তু বে–আইনি বাড়ি বানানো বন্ধ করতে পারি না যেগুলো দিয়ে আজ বৃহত্তর কলকাতা দূষিত হয়ে পড়েছে। মনে রাখতে হবে জল নিয়ে বড়লোক হয় না বা জল কেউ 'লকার'–এ ভরে রাখে না। টিউবওয়েল বসিয়ে তাতে আর্সেনিকমুক্ত জল আসছে না বলে সংযোগ কেটে দেওয়াটা কোনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিভাবে পানীয় জল সরবরাহ করা যায় এবং অপচয় নষ্ট করে সরবরাহ আরও বৃদ্ধি করা যায় সেটা দেখাই জরুরি।

কত দিন ধরেই শুনছি কলকাতা নাকি প্লাস্টিক মুক্ত হবে। আমার প্রশ্ন হঠাৎ এটাকে প্লাস্টিকযুক্ত বা প্লাস্টিকপূর্ণ করতে শুরু করল কারা? এবং কেন ও কিসের লোভে? আজকের দিনটাকে কি তারা চোখে দেখতে পান নি? আমার পরিষ্কার মনে আছে সেই দিনগুলোর কথা যখন বাবা শালপাতায় মুড়ে পাঠার মাংস বাজার থেকে আনতেন, আলু পটল কুমড়ো বেগুন সব আনার জন্য মায়ের বানানো সুতি কাপড়ের থলিই ছিল যথেষ্ট।

কতদিন ধরে শুনছি কলকাতা নাকি প্লাস্টিক মুক্ত হবে। জানি না সেটা আবার ঢাকঢোল পিটিয়ে, শুভ মহরত করে বা 'শিলান্যাস' করে করতে হয় কি না। যে যার নিজের বাড়িতে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করলেই তো ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। যেমন আমি জল পান করি স্টিল বা কাঁচের গ্লাসে এবং বড় স্টিলের ডেকচিতে বা কাঁচের জাগে ভরে রেখে। বাজার হয় আমারই তৈরি সুতির কাপড়ের থলিতে, আর দোকানের জিনিসপত্র কিনতে গেলে ঠোঙায় ভরে ওজন করে যখন প্লাস্টিক প্যাকেটে ভরে আমি সেটা না নিয়ে আমার নিয়ে যাওয়া ব্যাগে ঠোঙাটা ভরে ফেলি। চা তো বাড়িতে কাঁচের কাপে আর রাস্তায় মাটির ভাঁড় খুজে নিই ব্যাস। আর কি? আর বলিহারি যাই শাসককুলকে। পুরসভার নাকি প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা এই প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ে। সব কর্মকর্তারাই বহুদিন ধরে উদগ্রীব নালা নর্দমা রাস্তাঘাট সব প্লাস্টিকমুক্ত করবার জন্য কিন্তু নিদান হিসেবে শুনতে পাস মাঝে মাঝে গৃহস্থকে জরিমানা করবার হুমকি। কিন্তু বলতে পারেন এই নোংরা প্লাস্টিক প্যাকেট তৈরি করে কারা? তাদের তো এই কাজের জন্য লাইসেন্স লাগে? বছর বছর রিনিউ করতে লাগে– সেগুলোর অনুমোদন দেয় কারা? ব্যাপারটা কিন্তু চার্লি চ্যাপলিনের কাঁচ ভাঙতে ভাঙতে যাওয়া আর পেছনে কাঁচ সারাইওয়ালার যাওয়া... সেই রকম হয়ে গেল নাকি! আমার তো মনে হয় সব ব্যাপারটাই এই প্রহসনই চলছে। কোথাও প্রয়োজনে একটা সাইকেলও মিলছে না কোথাও ছটি সাইকলে পড়ে থেকে মরচে পড়ছে। কোথাও জুতো জামার মান এমন যে বাবার না দাদার বোঝা মুশকিল। যাই হোক আমার মনে হয় গরিব মানুষ আগেও ছিল এখনও আছে কিন্তু প্লাস্টিকমুক্ত না হওয়ার পেছনে গরিবীর যুক্তি খাটবে না। আসুন দিনক্ষণ না দেখে আজ এই মুহূর্ত থেকে ঘরের প্রতিটি মানুষ সচেতন ভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করুন, এটা শুধু পরিবেশ নয় নিজের শরীর স্বাস্থ্যের সুরক্ষার বিষয়েও এক অত্যন্ত জরুরী পদক্ষেপ।

সম্পা মুখার্জী, চেতলা

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

তারাপীঠে পুণ্যার্থীর মৃত্যু

অভীক মিত্র: তারাপীঠে পুজো দেওয়ার আগে গত ৩ আগস্ট দুপুরে তারামা জীবিতকুন্ডু পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলো এক পুণ্যার্থী। পনেরো মিনিট পর উদ্ধার করে রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃতের নাম যীশু চক্রবর্তী (৪০)। বাড়ি অসমের রুনিয়া গ্রামে। স্ত্রী ও নাবালক ছেলেমেয়ে আছে। নাবালক পুত্র ও পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে বিহারের ধামে জল ঢেলে ২ আগস্ট বিকালে তারাপীঠে এসেছিলো যীশু। সাঁতার না জেনে রুদ্রনগর ক্যানেলে নেমে তলিয়ে যাওয়া তেরো বছরের সাবির শেখের দেহ পরেরদিন উদ্ধার হয়। ঢোলগোবিন্দপুর গ্রামে খেলতে খেলতে পুকুরে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা গেলো দুই খুড়তুতো বোন দেড়বছরের শ্রুতি ও রীনা বাগ্দী। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

শ্রমিক মৃত্যু বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৩ আগস্ট বিকালে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎত কেন্দ্রে কর্মরতাবস্থায় লোহার বিম পড়ে মারা গেলো গণেশ মণ্ডল নামে এক শ্রমিক। বাড়ি নদিয়া জেলার কালীনারায়ণপুরে। স্ত্রী ও চারটে নাবালক কন্যা আছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাওয়া যায়নি কোম্পানির গাড়ি বলে অভিযোগ সহকর্মীদের। ৪ আগস্ট সকাল ছয়টা থেকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে তাপবিদ্যুৎত কেন্দ্রের অফিসের মূল ফটকের সামনে প্রবেশদ্বার বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের সহকর্মীরা। কর্তৃপক্ষ সৎকারের জন্য ৩৫০০০ টাকা, এককালীন আটলক্ষ টাকা, মৃতের স্ত্রীকে পেনশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে আটঘন্টা পর বিক্ষোভ উঠে যায়।

আত্মঘাতী ট্রেনিং ইনচার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩ আগস্ট দুপুরে সিউড়ি এলআইসি অফিসের তিনতলায় নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলো এলআইসি অফিসের ট্রেনিং ইনচার্জ মফিজুর রহমান। বাড়ি সিউড়ি সনাতন পাড়া। সকালে বাইক কেনা নিয়ে ছেলের সঙ্গে বচসা হয়েছিলো। অন্যদিকে, সাব মার্শালে বিদ্যুৎতস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলো আলিগড়ের বিজেপি বুথ সভাপতি শিশির মেটে। বড়োসিজা গ্রামে ঝড়ে কাপড় তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় স্বামী স্ত্রী। সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃতরা হলো শেখ মাজি এবং মাহমুদা। মকরমপুরে প্যান্ডেল বাঁধার সময় বিদ্যুৎতস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলো বাবা ছেলে। জখম একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতরা হলো অশোক দাস ও দীপঙ্কর দাস।

বাড়ছে ডেঙ্গুর মৃত্যুমিছিল

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি নার্স ও ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানোর দাবিও তাদের দীর্ঘদিনের। এমনকি হাবড়াতে ডেঙ্গুর রক্ত পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থাই নেই। যেখানে নিয়মিত প্লেটলেট পরীক্ষার দরকার সেখানে বাইরে থেকে প্লেটলেট পরীক্ষা করে আনতে হয়। এজন্য প্রচুর সময় চলে যাওয়ায় রোগীর অবস্থা বিপজ্জনক হয়।' হাবড়ার বাণীপুর যশুরের বাসিন্দা অভ্র ঘোষ বলেন, হাবড়া, বদর, বামিহাটি, যশুর, জিওলডাঙা সহ হাবড়া ব্লক–১ এর ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় সব কটিই এলাকাই আক্রান্ত। এমনকি গোবরডাঙা পুর এলাকাও এখন আক্রান্তের তালিকায়।' তিনি আরও বলেন সরকারি হিসাব যাই বলুক না কেন এই মুহূর্তে হাবড়া, গোবরডাঙা, অশোকনগর মিলিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে নিয়মিত কার্যকরী পদক্ষেপ করলে এই পরিস্থিতি হত না। এবারের ডেঙ্গু ২০১৭–র চেয়েও আরও ভয়াবহ। এবারে জ্বর মোটেই কমছে না। কোনও রোগীকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করানো যাচ্ছে না। আগেরবার তবু প্যারাসিটামল খেলে জ্বর কমতো এবারে প্যারাসিটামলেও কাজ হচ্ছে না।' এমনকি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান সম্পর্কেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বারাসত আইএমএ–র প্রেসিডেন্ট ডা. তপন বিশ্বাস বলেন, 'হাবড়ায় খুব খারাপ অবস্থা। তবে ওখানে আইএমএ–র হাবড়া শাখা পূর্ণ উদ্যমে নেমে পড়েছে। এমনকি সচেতনতা মূলত পদক্ষেপ সহযোগিতা করছেন তারা।' ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি তো মূলত শল্য চিকিৎসক। মেডিকেলের ডাক্তার নয়। তবু বলব, ডেঙ্গু প্রতিরোধে আরও সক্রিয় হওয়া দরকার। ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়ার সামাজিক অবস্থান ঠিক করতে হবে। সরকার এবং মানুষ উভয়কেই সম্মিলিতভাবে এটা করতে হবে।' প্রসঙ্গত, সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা হাবড়া হাসপাতালে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এই হাসপাতাল রোগীদের পরিষেবা দেবে কি করে, এর তো নিজেরই স্বাস্থ্য ঠিক নেই। একটা অন্যতম পুরনো হাসপাতাল হওয়া সত্ত্বেও হাবড়া হাসপাতালের পরিবেশ রীতিমতো অস্বাস্থ্যকর। হাসপাতালের চারপাশ যেমন জঙ্গল ও আবর্জনার পরিপূর্ণ রীতিমতো অস্বাস্থ্যকর। হাসপাতালের চারপাশ যেমন জঙ্গল ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ তেমনই সংস্কার বিহীন। পাশাপাশি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে স্থানীয় জনমানসে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে।' এদিকে বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের এখানে এখনও পর্যন্ত এবার ডেঙ্গুর কোনও খবর নেই। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী বিগত তিন বছর ধরে আমরা কর্মসূচি পালন করছি আমাদের পুর স্বাস্থ্যকর্মী বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। এর পাশাপাশি নিয়মিত ব্লিচিং, মশা মারার তেল সহ ধোঁয়া দেবার ব্যবস্থা করা হয়। যে সমস্ত খালি জমিগুলিতে জঙ্গল হয়ে আছে, সেগুলি পুরসভা থেকে পরিষ্কার করিয়ে তার মালিককে আমরা বিল ধরিয়ে দিচ্ছি। হাবড়া থেকে দেড় থেকে প্রায় পৌনে দুশো রোগী রেফার হয়ে বারাসতে এসেছে।' তবে সুনীলবাবু নিয়মিত ডেঙ্গুবিরোধী কর্মসূচি পালনের দাবি করলেও স্থানীয় একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিক তাপস কুমার সরকার বলেন, 'হাবড়ায় যেমন ডেঙ্গুর লাইন পড়েছে, এরকম লাইন এবারে বারাসতেও পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রথমত হাবড়া পুরসভা প্রায় দশ মাস যাবৎ অভিভাবকশূন্য অবস্থায় আছে। এছাড়াও সেখানে নিকাশি ব্যবস্থাও রীতিমত বেহাল। তেমনই বারাসতের অবস্থাও প্রায় একই। এখানে বহু নিকাশি নালাই উন্মুক্ত। পুরসভার পক্ষ থেকে সেগুলির ব্যবস্থাই করা হয়নি। এছাড়া যে সমস্ত খালি জমি গুলি আবর্জনা ও জঙ্গলে ভর্তি হয়ে আছে, সেগুলি পুরসভা থেকে সাফাইয়ের কথা বলা হলেও কার্যত তা হয়নি। বিশেষ করে বারাসত পুরসভার ৩, ৪, ৫, ২৬, ২৮, ৩৩, ২৯, ৩৪ নম্বর সহ বহু ওয়ার্ডেই ব্লিচিং পাউডার, মশার তেল কিছুই দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে হাবড়া ও বারাসতের বহু ওয়ার্ডে তৃণমূল লোকসভায় হেরে যাওয়ার পর তাদের কাউন্সিলরা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলিতে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তারা কার্যত উদাসীন। ভাবটা এমন, 'আমাদের যেমন হারিয়ে দিয়েছিস তেমনই তোরা মরছিস মর।' তিনি আরও বলেন, 'গত বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারাসতের রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে সমস্ত পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সারা বছর ডেঙ্গু প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি পালনের নির্দেশিকা দেন। কার্যত সেই নির্দেশিকাকে সবাই বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। আসলে বসন্ত, কলেরার মতো ডেঙ্গুর কোনও প্রতিষেধক এখনও বাজারে আসেনি। তাই সচেতনতাই একমাত্র পদক্ষেপ। গোটা জেলা জুড়েই এর যথেষ্ট অভাব রয়েছে।'

পড়ুয়া কমছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে

প্রথম পাতার পর

জনৈক শিক্ষিকা বলেন, 'আমাদের এই বিদ্যালয়ের যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দিনকে দিন নিম্নমুখী।' রাস্তাটির বিষয়ে বারাসত–১ বিডিও সহ সংশ্লিষ্ট জন প্রতিনিধিকে জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। এদিকে বেহাল রাস্তাটির বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বিডিও মামুন আখতার বলেন, 'রাস্তা ঠিকই আছে। বৃষ্টি হলে সাময়িক জল জমে। কিছুক্ষণ পর আবার তা ঠিক হয়ে যায়।' তবে কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহ. ইছা হক বলেন, 'রাস্তাটির সমস্যার কথা আমি জানি। সংস্কারের জন্য নির্দেশ দিয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি রাস্তাটি সংস্কার হয়ে যাবে।' পাশাপাশি রাস্তাটির ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বাস্তুতন্ত্রের শিক্ষায় কেতুগ্রামের স্কুলে প্রাণে বাঁচল গোখরো

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রের শিক্ষা। আর স্কুলের সেই শিক্ষা থেকেই প্রাণে বাঁচল একটি গোখরো সাপ। ক্লাসরুমে চুপিসারে ঢুকে পড়া ভয়ংকর বিষধর গোখরোর ফোঁসফাঁসে পড়ুয়ারা আতঙ্কিত হলেও তারা হিংসার পথ বেছে নেয়নি। ফলে কার্যত সাক্ষা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরল ফুট দুয়েক লম্বা গোখরো সাপটি। শেষমেশ স্কুল কর্তৃপক্ষ সাপটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়ে পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এক অনন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করল।

পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কেতুগ্রাম থানার মৌগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভাগীরথী নদীর বাম তীরে গড়ে উঠেছে কেউগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়। প্রত্যন্ত এলাকায় ছবির মতো সুন্দর এই স্কুলের পড়ুয়াদের পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি পরিবেশের নানান দিকের বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফলে সহজেই পড়ুয়াদের মধ্যে বৈচিত্র্যময় জীবজগত সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে। যার ফলও মেলে হাতেনাতে। স্কুল ও আশপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা, জীব ও গাছপালার প্রতি যত্ন নেওয়া এসবই এখানকার পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কেউগুড়ি স্কুল সূত্রে জানা গেছে, ৭ আগস্ট দুপুরবেলায় ক্লাস সিক্সের বি সেকশন থেকে একটি ফুট দুয়েক লম্বা গোখরো সাপ উদ্ধার করা হয়। ওইসময় পড়ুয়ারা ক্লাসরুমেই ছিল। কয়েকটি ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর পড়ুয়াদের একাংশের নজর পড়ে ঘরের কোণায়। তারা দেখতে পায় একটি সাপটি ফণা তুলে রয়েছে। সেসময় অবশ্য কোনও টিচার ক্লাসে ছিলেন না। তখন আতঙ্কিত পড়ুয়ারা সাপটিকে প্রাণে না মেরে তড়িঘড়ি শিক্ষকদের খবর দেয়। তারপর সাপটিকে ধরার তপরতা শুরু হয়ে যায়। স্কুলের শিক্ষা কর্মী ও কয়েকজন শিক্ষক মিলে সাপটিকে নিরাপদে বাইরে বের করে এনে দেখেন সেটা একটি গোখরো। তারপর কৌশলে ও অতি সাবধনতার সঙ্গে সেটিকে কৌটার মধ্যে ভরে ফেলেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবীর মণ্ডল বলেন, আমাদের স্কুলে মাঝেমধ্যেই সাপ বের হয়। সাপের উপাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য স্কুল চত্বরে প্রায়শই কার্বলিক অ্যাসিড ছড়ানো হয়। চারপাশ যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখা হয়। তা সত্ত্বেও একাধিকবার এমন বিপত্তির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তবে, কোনওবারই সাপ মেরে ফেলা হয়নি। এবারও সাপটিকে নিজেরাই উদ্ধার করি। তারপর সাপটিকে একটি পাত্রে ভরে কাটোয়ায় নিয়ে গিয়ে বনদফতরের হাতে তুলে দিয়েছি। আমরা জানি, সাপ পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সাপ না মেরে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। যেকারণে আমরা সাপকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ অনুভব করি।

নিকাশি সমস্যায় ক্ষুব্ধ কাটোয়া শহরবাসী

প্রথম পাতার পর

পূর্ব বর্ধমান জেলার দেড়শো বছরের পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী কাটোয়া শহর। মোট ২০টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট এই শহরের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে পূণ্যতোয়া ভাগীরথী নদী। শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায় থাকা নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে সারাবছর নোংরা জল এই নদীতে এসে মেশে। তা সত্ত্বেও শহরের বহু এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার হাল অত্যন্ত বেহাল বলে অভিযোগ, বাসিন্দাদের। এলাকাবাসীর দাবি, বর্ষাকালে শহরের নিচু এলাকাগুলির পাশাপাশি অভিজাত পল্লিগুলিতে প্রায়শই জল জমে গিয়ে নাস্তানাবুদ হতে হয়। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে বর্ষার জমা জল দ্রুত নামতে পারে না। এমন বেহাল পরিস্থিতির শিকার হয় কাছারি রোড, মাস্টারপাড়া, সার্কাস ময়দান, পানুহাট, পাবনা কলোনী, কলেজপাড়া প্রভৃতি এলাকা।

প্রায় আড়াই দশক আগে ১৯৯৫ সালে কাটোয়া পুরসভা থেকে সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রায় ২০ বছর পুরবোর্ডের ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। ২০১৫ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের পুরবোর্ড গঠিত হয় অমর রামের নেতৃত্বে। পরে অবশ্য অমর রামকে সরিয়ে দু বছরের মধ্যে ফের পুর চেয়ারম্যান হন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রবিবাবু দীর্ঘ সময় ধরে কাটোয়ার পুরচেয়ারম্যানের পাশাপাশি বিধায়কের দায়িত্বে রয়েছেন। বিধায়ক তথা পুর চেয়ারম্যানের অনুগামীদের দাবি, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সর্বত্রই চকচকে রাস্তা ঝকঝকে আলো। শহরে ঝাঁ চকচকে ফুটপাত। দ্বিতীয় জলপ্রকল্প সহ শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপন, বাসস্ট্যান্ডের সম্প্রসারণ প্রভৃতি। কাটোয়া পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, শহরের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দিন বদলের পালা

প্রথম পাতার পর

৩৭০ ও ৩৫এ ধারা কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, উন্নয়নের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছে কাশ্মীরিদের, অমূলক জেহাদের জন্ম দিয়েছে, যার সুযোগ নিচ্ছে পাকিস্তান, ভারতের আপামর জনগণের করের টাকা অহেতুক বেরিয়ে যাচ্ছে কাশ্মীরের নিরাপত্তায়। এসব যুক্তি কংগ্রেসের কাছে আজ তুচ্ছ। যদিও চিরকাল যেমন কংগ্রেসে দুই মতের অস্তিত্ব বজায় থেকেছে এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বেশ কয়েকজন নবীন ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দলের অবস্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সরকারকে সমর্থন জানিয়েছেন। আবার গুলাম নবি আজাদের মতো নেতারা ছুটোছুটি করছেন এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আসলে আজাদ সাহেব কল্পনাও করতে পারেন নি নরেন্দ্র মোদী সরকারের হাত ধরে অচানক এই ভাবে কাশ্মীরে আজাদী আসতে পারে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েও ছিলেন একথা। তবে বলতেই হবে এটা গুলাম সাহেবের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার উদাহরণ।

এরপর আসা যাক ন্যাশনাল কনফারেন্সের কথায়। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সময় থেকে জনপ্রিয় এই দল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেছে, বিশেষ মর্যাদার ফায়দা তুলেছে। কিন্তু মানসিকভাবে ভারতাত্মার সঙ্গে মিলতে ব্যর্থ হয়েছে। বংশ পরম্পরায় দলের কর্তৃত্ব হাতে থাকলেও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে উন্নয়নে সামিল করতে পারে নি তারা। চিরকাল ভারত ও পাকিস্তান দুনৌকোয় পা দিয়ে সুবিধা আদায় করে নেওয়াই ছিল দলের অ্যাজেন্ডা। এখন বিশেষ মর্যাদা খুইয়ে তাই অস্তিত্ব সংকটে ভুগছেন ফারুক ও ওমর আবদুল্লারা। যদিও এই গায়ের ঝাল এত সহজে মেটার নয়। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেই এরা নেমে পড়বেন ভারত সরকারের বিরোধিতায় যার জন্য অপেক্ষা করে আছে ইমরানের টিম। যাকে নিয়ে মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে পাকিস্তান। রইল বাকি বামেরা। ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক শক্তি হলেও সংসদে যেমন তারা ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তেমনই কলকাতায়ও মিছিল সংগঠিত করেছে। বাম দলগুলির এই আচরণও মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশভাগের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বামেদের প্রকৃত ভূমিকা প্রকাশিত হবে। তখনকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পার্টির মুখপত্র পিপলস ওয়ার–এর ২০.০৮.১৯৪২ সংখ্যায় লিখেছিলেন স্বরাজ যেভাবে আমাদের জন্মগত অধিকার, পাকিস্তানও মুসলমানদের কাছে ঠিক একই অবিচ্ছেদ্য অধিকারের দাবি রাখে। ভারতের সেই রাজনৈতিক দলের পক্ষেই একথা বলা সম্ভব যারা ভারতীয় নয়, ভারতের একটি শাখা মাত্র। এদেশের কমিউনিস্টরাও কোনওদিনই রাশিয়া বা চিনের প্রভুত্ব অস্বীকার করতে পারে নি। এবার কাশ্মীর নিয়েও এরই সুর তাদের। কারণ লাদাখকে আলাদা করার জন্য চিন ইতিমধ্যেই ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে যা ভারতীয় বামপন্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে বাধ্য।

তবে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের গন্ডি পেরিয়ে শেষ কথা বলে সময়ই। চাপিয়ে দেওয়া পরাধীনতা, বিচ্ছিন্নতা চিরদিন যুগের পর যুগ চলতে পারে না। সে কোনও ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর একতরফা সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করে না। কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও তাই। ৬৫ বছরের ভ্যাপসা আবহাওয়া কাটিয়ে ২৪ ঘন্টার সিদ্ধান্তে উল্লাসে ফেটে পড়ছে লাদাখ, আনন্দের তরঙ্গ বইছে জম্মুতে। ছোট্ট ভূখন্ড কাশ্মীরের নাকি মুখ ভার। সেখানেও আনন্দের ফুল ফোটাবার দায়িত্ব সব রাজনীতিকদের। ভবিষ্যৎ ভারত সেই দিকেই তাকিয়ে।

ফের স্কুলমুখী সুন্দরবনের পম্পা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুন্দরবনের মানুষের দুর্দশার শেষ নেই। প্রতিটি পরিবারকে প্রতিমুহূর্তে পড়তে হচ্ছে কোনো না কোনো বিপদে। তেমনি সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঝ।খালী অঞ্চলের পার্বতীপুর গ্রামের এক পরিবারের পম্পা মন্ডল বয়স ১৬ বছর। পরিবারের অর্থের অভাবে দু বছর আগে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল পম্পা। মায়ের সাথে সুন্দরবনের নদীতে যেতে হতো মাছ কাঁকড়া ধরার জন্য। বাবা থাকতেন ভিন রাজ্যে কাজে। অভাব অনটন এর মধ্য দিয়ে কোন রকম সংসার চলত। এরই মধ্যে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন পম্পার বাবা সনজি মন্ডল। ডাক্তাররা জানান ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে, উনি আর বাঁচবেন না। পরিবারের মাথার উপর থেকে ছাতার কাপড় টা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। ডাক্তারের কথা মতন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয় গত ৩ আগস্ট সনজি মন্ডল মারা যান। এখনো পম্পার বাবার ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়নি। পম্পার খুব ইচ্ছা প।াশোনা করার করার। কিন্তু কে দাঁড়াবে তার পাশে? পম্পা তার ইচ্ছার কথা তার গ্রামের সমাজ কর্মী ঝর্না মণ্ডলের কাছে। এরপর এগিয়ে আসেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিষন ইণ্ডিয়া। এরপর সংস্থার পক্ষ থেকে রাজকুমার দাস দেরি না করে পম্পার স্কুলে ভর্তির ব্যাবস্থা করে ফেলেন। নতুন বই খাতা পেন্সিল, ড্রেস জোগাড় করেন।নফরগঞ্জ বৈদ্যনাথ বিদ্যাপীঠে পম্পাকে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। সেইসাথে পম্পার নামে একটি নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও খুলে দেওয়া হয় এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয় পম্পাকে। আবার স্কুলে ভর্তি হতে পেরে খুব খুশি। পম্পা লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও মায়ের দুঃখ ঘোচাতে চায়।

এটিএম ভেঙে ভয়াবহ ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যাঙ্কর এটিএম ভেঙে এক ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটলো। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়গোপালপুর নতুন হাট এলাকার একটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কে।ব্যাঙ্কের এটিএম ভেঙে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনায় প্রায় ১৩ লক্ষের বেশি টাকা ডাকাতি হয়েছে বলে জানা গেছে। এটিএম লুটের পাশাপাশি ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ক্যামেরা সহ অন্যান্য জিনিস পত্র ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

বুধবার সকালে এলাকার স্থানীয় মানুষজনের নজরে পড়ে জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনের নীচে অবস্থিত কানাড়া ব্যাঙ্কের গ্রিলের তালা ভাঙা। ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখা যায় ব্যাঙ্কের বারান্দায় থাকা এটিএম মেশিনটি ও ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ব্যাঙ্কের ভিতরের আলমারি ভাঙা এবং ব্যাঙ্কের নথিপত্র যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। এরপরেই স্থানীয় মানুষজন বাসন্তী থানায় খবর দেন। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি বাসন্তী থানার পুলিশ।

ঐতিহাসিক জয়

প্রথম পাতার পর

অসহায় ইশরাত জাহান সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে সুপ্রিমকোর্ট রায় দেয় তাৎক্ষণিক তালাক দেওয়া ইশরাতের স্বামীর দেওয়া তালাক–এ বিদ্দত বৈধ নয়–বিবাহ বিচ্ছেদ বাতিল করা হল। কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপ্রিম কোর্ট দেয় দ্রুত নতুন আইন তৈরি করে তিন তালাক প্রাপ্ত নারীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি কথা দিয়েছিলেন এই বর্বর তাৎক্ষণিক তিন তালাক ব্যবস্থা যাকে বলা হয় তালাক–এ বিদ্দত বাতিল করে দেশে নতুন আইন তৈরি করবে এনডিএ সরকার। লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকার বিল পাশ করে। গত ২০ জুলাই ২০১৯ রাজ্যসভায় সরকারের পক্ষে ৯৯ জন সদস্য সমর্থন দেয় –বিপক্ষে ৮৪ ভোট পড়ে। ১৫ ভোটের ব্যবধানে সরকারের বিল পাশ হয়ে আইন পাশ হতে কেবল রাষ্ট্রপতির বিলে সই হওয়ার অপেক্ষা। নতুন আইনে কোনও স্বামী তাৎক্ষণিক তিন তালাক দিলে ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে স্বামীর তিন বছর জেল হবে। সুপ্রিমকোর্ট বে–আইনি ঘোষণা করার পরও ৩০০–রও বেশি তাৎক্ষণিক তিন তালাক দেওয়া হয়েছে। তাই দ্রুত এই আইন করা সরকারের দরকার ছিল। তিন বছর জেল হওয়ার ভয়ে যাতে কেউ তাৎক্ষণিক তিন তালাক না দেয় তা ছিল জরুরি। পশ্চিমবঙ্গে নতুন তৈরি এনজিও–'রাষ্ট্রবাদী সংখ্যালঘু মঞ্চ' যার নেত্রীও ইশরাত জাহান। আইন তৈরি হওয়ায় সংখ্যালঘু কট্টর মৌলবাদী মুসলিমদের স্বঘোষিত মোড়লরা মোদি সরকার, সুপ্রিমকোর্ট ও ইশরাত জাহানদের উপর ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়েছে। এরা মিথ্যা যুক্তির অবতারণা করে সরকার, সুপ্রিমকোর্টকে ও দেশের সংবিধানকে আক্রমণ করছে ভয়ঙ্কর ঔদ্ধত্যে। ঘৃণার বিষ ছড়াচ্ছে নতুন আইনের বিরুদ্ধে। এতে শক্তি যোগাচ্ছে এরাজ্যের সংখ্যালঘু মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে।

দূর করো মহারুদ্র, যাহা তুচ্ছ, যাহা ক্ষুদ্র

প্রথম পাতার পর

তখন ভারত পাকিস্তানের সেনাপতি ছিলেন একজনই, অকিনলেক। তিনি দিল্লিকে মিসলিডিং ইনপুট দিতে থাকছেন। অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সর্দার প্যাটেল পাঠালেন ভি পি মেননকে। রাজা ভারতে জম্মু কাশ্মীরের চূড়ান্ত অন্তর্ভুক্তি (অ্যাকসেসন ট্রিটি) চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলেন ২৭ অক্টোবর ১৯৪৭। পাকিস্থান সেনাবাহিনী মদদপুষ্ট জেহাদি বাহিনী তখন খুন খারাপি লুঠ বলাৎকার চালিয়ে যাচ্ছে। রাজা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তা চাইলেন। ফৌজীদের এয়ার ড্রপ করাতে হবে। অক্টোবর মাসে শ্রীনগরে এয়ারস্ট্রিপ বরফের স্তূপে চাপা পড়েছে। প০ পু০ শ্রীগুরুজির নির্দেশে প্রায় ছয় শত স্বয়ংসেবক বেলচা–ট্রলির মাধ্যমে বরফ সরানোর কাজে নেমে পড়লেন। এবিভিপি–র প্রতিষ্ঠাতা মা. বলরাজ মাধোক প্রভৃতি স্বয়ং সেবক সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাপ্লাই লাইন চালু রাখলেন। ভারতের বীর সৈনিকেরা রবি নদীর অপর তীরে জেহাদিদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। এদিকে নেহরু, মাউনটব্যাটেন ও লেডি রাওয়াল পিন্ডি গেলেন। জিন্না তাদের প্লেবিসাইট (গণভোট) এর মাদক পান করালেন। নেহরু মন্ত্রী সভায় কোনও আলোচনা ছাড়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের নেতৃত্বে গণভোটের প্রস্তাব পাঠালেন সিকিউরিটি কাউন্সিলে। শুধু তাই ই নয়। আকাশবাণীতে ঘোষণা করে দিলেন দু দেশের সেনাবাহিনী যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটাই লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল হবে। সর্দার প্যাটেল দৌড় করালেন ভি পি মেননকে এনাউসনমেন্ট বন্ধ করো। ভিপি এসে দেখে– রেডিও ভাষণ শেষে নেহরু কফি পান করার পর সিগার ধরাচ্ছেন। গিলগিট বালটিস্তান ভারতের অধিকারের বাইরে পরে রইলো। জিন্নার আমোদ দেখে কে?

রাজা হরি সিং যখন অ্যাকসেসন টু ইন্ডিয়া(ভারতভুক্তি) ইনস্ট্রুমেন্টে–এ স্বাক্ষর করেন তখন সেটা ছিল পূর্ণরূপে শর্তহীন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। সেই সময় উপস্থিত ডঃ কর্ণ সিং রাজপুত্র। তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন। ১৯৪৯ সালে নেহরু ও শেখ আবদুল্লার যোগ সাজসে ধারা ৩৭০ একটি টেম্পোরারি এবং ট্র্যানসিশনাল প্রভিশন : এ ঘিসতে ঘিসতে ঘিসট জায়েগা। কিন্তু হা হতোস্মি। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা রাজী করালেন শেখ আবদুল্লাকে নেহরু জমানার গণভোটের (রেফারেন্ডাস) দাবি ছাড়তে হবে। তার বিনিময়ে জম্মু ও কাশ্মীরএর স্পেশ্যাল স্টেটাস (৩৭০ ধারা মোতাবেক) আরও দৃঢ় হলো এবং শেখ মুখ্যমন্ত্রী পদে বৃত হলেন। এই ধারায় জম্মু এবং কাশ্মীর এর জন্য পৃথক সংবিধান (১৯৫৬), পৃথক রাষ্ট্রীয় ধ্বজ এবং বিশেষ প্রধানমন্ত্রীর নিযুক্তি চূড়ান্ত হলো। মুখে বলছে ৩৭০(১) এর মাধ্যমে জম্মু কাশ্মীর ভারতের অভিন্ন অংশ অথচ ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা, বিদেশ, যোগাযোগ সঞ্চার ছাড়া কোনও বিষয়ে শাসন চালাবার অধিকার থাকবেনা। এক নিশান–এক প্রধান এক বিধান এর দাবি তুলে আইন অমান্য করে বিনা পারমিটে কাশ্মীর ঢুকলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। ৪০ দিন পর ভারত কেশরীর বিষজর্জর শবদেহ ফেরৎ এলো ভবানীপুর আশুতোষ ভবনে।

কি আছে ধারা ৩৭০ মধ্যে। প্রথমতঃ আছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট এর সংজ্ঞা। যেসব মানুষ ১৯১১ সালের আগে জন্মেছেন বা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন বা ১০ বছর আগে থেকে কোনও ইমমুভেবল পার্টির মালিক তাঁরাই পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট। একমাত্র এরাই জম্মু কাশ্মীরে বসতি করতে পারবে বা সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবে। এই অবধারণার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও আছে। লাহোর এগ্রিমেন্টএর মারফৎ পঞ্জাবের রাজা দলীপ সিংএর কাছ থেকে জম্মু কাশ্মীর নিজের দখলে নেয় ইংরেজ। ১৮৮৬ সালে ৭৫ লাখ টাকার বিনিময়ে গুলাব সিংকে বিক্রি করে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ডোগরা রাজবংশ। কিন্তু রাজা দলীপ এর সময় থেকে যে ব্যবস্থা ছিল চাষ বাস ঘর বসতি প্রভৃতি কারণে বিহার পাঞ্জাব ইউনাইটেড প্রভিনস (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) থেকে জম্মু কাশ্মীরে মানুষ জনের আনাগোনা সে সবই বরকরার ছিল। ছোট রাজ্যে মানুষের এত influx স্থানীয় ডোগরা জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এইজন্য রাজা হরি সিং ১৯২৭ ও ১৯৩২ সালে দুটো নোটিফিকেশন জারি করেন। নেহরু শেখ অ্যাক্সিস এই দুটি অতি সাধারণ ধারহীন নোটিফিকেশনকে দি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি ল অফ জম্মু কাশ্মীর নামে ৩৭০ ধারা আকারে ভারতীয় সংবিধানে টেম্পোরারি অ্যান্ড ট্রানসিশনাল প্রভিসন–এর মোড়কে এক স্থায়ী অভিশাপ আকারে ভারতীয় সমাজকে বিদ্ধস্ত করে। এই পথ ধরে এলো গোদের ওপর বিষফোঁড়া ৩৫এ ধারা, যা নেহরু ক্যাবিনেটে পাস না করে, পার্লামেন্টে পেশ না করে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আদায় করে নেয়। এর মাধ্যমে জম্মু কাশ্মীর এর পার্মানেন্ট রেহিডেন্টদের এই অধিকার দেওয়া হয় যে তারা ভারতবর্ষের যেকোনও প্রান্তে জমিবাড়ি কিনতে পারবে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে। অথচ সংবিধানের ১৯(১) ধারা জম্মু ও কাশ্মীর এর ধরণীতে প্রযোজ্য নয়। অন্য প্রদেশের ভারতীয় কাশ্মীরে বসত করতে পারবে না। ১৯৪৭থেকে আজ পর্যন্ত ৪২ হাজার সৈনিক আত্ম বলিদান করেছেন। যাদের বয়স ২০ থেকে ৩০এর মধ্যে। কাশ্মীরি মানুষদের জন্য রক্ত ঝরাবার দায়িত্ব আছে, কিন্তু ১০ গজ জমি পাবার অধিকার নেই। এখানেই শেষ নয়। কোনও কাশ্মীরি কোনো অন্য প্রদেশীয় ভারতীয়কে বিয়ে করলে তার কাশ্মীরি সত্তা লোপ পাবে। তাদের পুত্র কন্যা মাতামহের জমি জায়দাদের উত্তরাধিকার পাবে না। কিন্তু সেই কন্যা যদি কোনও এক পাকিস্তানীকে (কাশ্মীর–এর প্রাক্তন/বিস্থাপিত বাসিন্দা না হলেও চলবে) শাদী করে তবে সেই পাকিস্তানী কাশ্মীরের ডয়াল সিটিজেনশিয়প (৩৭০ ধারা মোতাবেক) পাবে এবং বৈবাহিক সূত্রে দিল্লিতে কেনা সম্পত্তিরও (ধারা ৩৫এ অনুসারে) মালিক হবে।

আমি ৭০ দশকের প্রথমদিকে প্রতিরক্ষা দফতরে নিযুক্ত হই এবং সিভিলিয়ন অফিসার হিসাবে । ফিফটিনথ কোর (শ্রীনগর) এ পোস্টেড হই। প্রায় দুই বছর শ্রীনগরে কাটানোর সুযোগে কাশ্মীর দেখার এবং সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মেশার সৌভাগ্য হয়েছে। তারা মাছকে বলে 'গাঁট'। সাফাকাদাল বাজারে এক মৎস্য বিক্রেতা দেখি খুব কাঁদছে। শুনলাম তার নয় বছরের শিশুকন্যাকে শাদী করে ৪২ বছরের এক মরদ। সুহাগ রাতে শিশু ধর্ষণের পর প্রচণ্ড রক্তপাত হতে থাকে । প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসারও বিশেষ সুযোগ ছিল না। টোটকাই ভরসা। পরবর্তী দুই রাতেও একই পাপ এপিসোড চলতে থাকে। পঞ্চম দিনে সেই হতভাগিনীকে বাটমালুর কাছে এক প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে নিয়ে আসা হয়– তারপরের দৃশ্য এন্তেকাল। এই জঘন্যতা, শিশু ধর্ষণ (Pre–puberty) শিশু খুনের কোনও বিচার নেই। কারণ ১৮ বছর প্রাপ্ত হওয়ার আগে marriage prohibition আইন জম্মু কাশ্মীরে লাগু নয়। আর Criminal Proceedings Code–এর প্রয়োগ চলবে না। ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ ধারার ধরণীর স্বর্গ কাশ্মীরে এতোটাই মাহাত্ম্য। মোদীজি এদেরই করে দিলেন ভোকাট্টা।

মহানগরে

বেলেঘাটায় পানীয় জল আর ইএম বাইপাসে নিকাশি সমস্যা

বরুণ মণ্ডল: কলকাতার আচার্য জগদীশ চন্দ্র রোডস্থিত উন্নয়ন ভবনে গত ৩ আগস্ট বসে বরো–৭ এর 'পুর প্রশাসনিক সভা'। তাতে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, মাসে একটি মাত্র দিন কলকাতার সমস্ত পুর প্রধিনিধিরা পুর অধিবেশনে উপস্থিত হয়। তাদের বিভিন্ন রকম অভাব–অভিযোগ থাকে। কিন্তু সেই মাসিক পুর অধিবেশনে পুরসংস্থার সব দলের পুর প্রতিনিধিরা নিজ নিজ ওয়ার্ডের সমস্ত সমস্যার কথা বলে উঠতে পারেন না। আবার বরো মিটিং–এ 'এগজিকিউটিভ স্তর' তার ক্ষমতা ও অধিকার অনুযায়ী যতোটা পারে পুর প্রতিনিধিরা তার ওপর বলতে পারেন। কিন্তু এই 'পুর প্রশাসনিক সভা'য় এগজিকিউটিভ স্তরের ওপরের 'ডিরেক্টর জেনারেল' বা আই এ এস স্তরের সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে এই বরো 'প্রশাসনিক সভা'র কারণ, যে প্রজেক্টগুলি আটকে আছে। কেনই বা প্রজেক্টটি আটকে আছে। পুর প্রতিনিধিরা যে কাজটা বলছেন সে কাজটা করতে কী

অসুবিধা আছে। এই সমস্ত বিষয়ে সরাসরি আলোচনার জন্য এই বরো ভিত্তিক প্রশাসনিক সভা'র ব্যবস্থাপনা। আমাদের এই বরো নম্বর–৭–এ যে ওয়ার্ডগুলি আছে সেগুলি হয় ৫৬–৫৯, ৬৩–৬৭। এই মোট ন'টি ওয়ার্ডের ন'জন পুর প্রতিনিধিই বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের আরএসপি পুরপ্রতিনিধি নিবেদিতা শর্মা গত মার্চে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। বরো অধ্যক্ষ রয়েছেন ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি জীবন সাহা। সভা শেষে বরো অধ্যক্ষ বলেন, অত্যন্ত সদর্থক বৈঠক হয়েছে। বেলেঘাটা এলাকায় পানীয় জল সমস্যা এবং ই এম বাইপাসের সায়েন্স সিটি সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বছরভর জল জমে থাকার যে নিকাশি সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে। তার দ্রুততার সঙ্গে সমাধান হবে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, সায়েন্স সিটির সামনে এবং এই বরোর বিভিন্ন জায়গায় 'ওয়াটার লগিং' আছে।

কেইআইআইপি কাজ করার পরেও অনেকগুলো জায়গায় 'ওয়াটার লগিং' আছে। সেসব জায়গায় কেইআইআইসি কাজ করতে পারেনি, মেটাকে নিয়ে পুরসংস্থা একটি 'কমপ্রিহেনশিভ প্ল্যান' তৈরি করা হচ্ছে। এক মাসের মধ্যে মধ্যেই আমার কাছে প্ল্যানটি জমা পড়লে পুর সংস্থা নিজ অর্থ ব্যয় করে এই কাজ গুলি করবে। এই বরো–৭ এর প্রধান সমস্যা নিকাশি। সেটা পুরসংস্থা থেকে দূর করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসের মাসিক পুর অধিবেশনে মোট প্রশ্ন ১২। জাতীয় কংগ্রেস দলের দু'টি, বিজেপি দলের দু'টি আর বামফ্রন্টের আটটি। 'দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব' (কল অ্যাটেনশন) ছিল একটি। সেটা বামেদের। সাধারণ প্রস্তাব ছিল চারটি। চারটিই বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে। কলকাতা পুরসংস্থায় তৃণমূল কংগ্রেস দলের বর্তমান মোট পুর প্রতিনিধির সংখ্যা ১২৩ জন। তাদের কোনও প্রশ্ন বা প্রস্তাব এই অধিবেশনে ওঠেনি। জুন মাসের পুর অধিবেশনে ১০টি প্রশ্ন পাঁচটি প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনা পর্ব চলে। তাতেও তৃণমূল কংগ্রেস দলের পরম্পরা মতো কোনও প্রশ্ন বা প্রস্তাব থাকেনি।

রেলে বিশেষ অভিযান চালিয়ে রূপান্তরকামীদের থেকে জরিমানা আদায়

পিআইবি : দক্ষিণ–পূর্ব রেলের রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) গত ২৫ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ–পূর্ব রেলের আওতাধীন পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে ট্রেনের যাত্রীদের হেনস্থা এবং জোর করে চাঁদা আদায় করার অভিযোগে ৬৬ জন রূপান্তরকামীকে খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর এবং রাঁচি ডিভিশন থেকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের কাছ থেকে ২৬,৭০০ টাকা জরিমানা আদায় করে।

ট্রেনে ভ্রমণের সময় বিভিন্ন যাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় এবং হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমনকি, এই সমস্ত রূপান্তরকামীদের ব্যবহারে যাত্রীরাও লজ্জিত হয়েছেন।

যাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে যাত্রা করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতেই আরপিএফ দক্ষিণ–পূর্ব রেলে এ ধরণের অভিযান চালায়।

জমি–বাড়ির মিউটেশন সরল হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকায় (ওয়ার্ড নম্বর : ১–১৪৪) বাড়ি তৈরি বা ফ্ল্যাট কেনা যাই হোক না কেন মিউটেশন আবশ্যিক। কিন্তু কলকাতায় মিউটেশন করতে গিয়ে বিবিধ সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হচ্ছে। পুরবাসীদের মিউটেশন সংক্রান্ত এই দুরূহ জটিলতাকে সরল রূপ দিতে পুর কর্তৃপক্ষ ১১ পাতার মিউটেশন ফর্মকে তিনপাতার সহজ সরল রূপে আনতে উদ্যোগী হয়েছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমাদের মিউটেশন ফর্ম আগে ১১ পাতা ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এই ১১ পাতার ফর্মে একটা পুরবাসীকে 'আন নেশেস্যারি' অনেকটা ঘাটতে হচ্ছে। সেই ফর্মটিকে আমরা তিন পাতার মধ্যে নিয়ে আসছি। যাতে পুরবাসীর সুবিধা হয় এবং আগামী দিনে আর পুরবাসীকে পুরভবনে আসতে না হয়, সেজন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করে দিলেই মিউটেশন হয়ে যাবে।

অন্যদিকে, মিউটেশন সংক্রান্ত একটি বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, রাজ্যের 'ভূমি রাজস্ব দফতর' রাজ্য সরকারের অধীনস্থ একটি দফতর যার নির্দিষ্ট আইন অধিকার অনুসারে জমি সংক্রান্ত শংসাপত্র দিয়ে থাকে।

কলকাতা পুরসংস্থার কোনও দফতর থেকে এই শংসাপত্র দেওয়া হয় না। এদিকে কলকাতা পুরসংস্থা ও রাজ্যের ভূমি রাজস্ব দফতরের মধ্যে তথ্য ফাইল বিনিময়ের দুরূহ বিষয়কে সহজ–সরল করানোর জন্য ইতিমধ্যে রাজ্যের ভূমি রাজস্ব দফতরের একটি অফিস টিএম কসবাকে কেন্দ্রীয় পুর ভবনের চারতলায় নিয়ে আসা হয়েছে। বেহালা ও বরো নম্বর–১৫–র গার্ডেনরিচের বিএলএল আরও অফিটাকেও খুব শীঘ্রই এই কেন্দ্রীয় পুর ভবনে নিয়ে আসা হবে। তার কারণ হিসাবে মহানাগরিক বলেন, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এই অ্যাডেড এরিয়ায় বাড়ির 'প্ল্যান স্যাংশন' করতে গিয়ে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হচ্ছে। এবং অ্যাডেড এরিয়ার

প্ল্যান প্রায় পাওয়াই যাচ্ছে না। বছরের পর বছর ঘুরতে হচ্ছে। সেই জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়, কলকাতা পুর এলাকার মধ্যে যে 'ভূমি রাজস্ব দফতর' অর্থাৎ কলকাতা পুর এলাকার অ্যাডেড এরিয়া মধ্যস্থিত ভূমি রাজস্ব দফতর গুলিকে যদি পুরভবনে আনা যায়। ইতিমধ্যেই একটা ফেজ এখানে আনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই বেহালার চৌরাস্তা বীরেন রায় রোডস্থিত (পূর্ব) ভূমি রাজস্ব দফতর যেটি কলকাতার ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত আছে সেটাকেও শীঘ্রই কেন্দ্রীয় পুর ভবনে নিয়ে আনা হচ্ছে। সুতরাং এর ফলে কলকাতা পুরসংস্থার পক্ষে জমির 'ক্লিয়ারেন্স কনভারশন' বা 'মিউটেশন' সেটা হাতে হাতে পাওয়া যাবে। যদি তা নাও থাকে, তবে একটা বিল্ডিং দফতরের পাশাপাশি এটা হাতে হাতে পেয়ে যাবে।

এরই সঙ্গে আরেকটি বিষয় হল, সর্বোচ্চ তিন কাঠা পর্যন্ত জমিতে বাড়ি গড়তে গেলে পুরসংস্থা এবার থেকে ভূমি রাজস্ব দফতরকে কেবল একটা চিঠি দিয়ে দেওয়া হবে। আর তথ্যটাও দেওয়া হবে। এবং প্ল্যান প্রসেসের মধ্যে যদি ওই দফতর কোনও আপত্তি না জাগায়। তাহলে পুরসংস্থা এটা 'ডিল স্যাংশন' করে নিয়ে তিন কাঠা পর্যন্ত জমিতে বাড়িতে নির্মাণে অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হবে।

অবশেষে টনক নড়ল খাদ্য দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মাস থেকে রেশন ডিলাররা তাদের নূন্যতম কমিশন ২৫০ টাকা অথবা ৩০,০০০ টাকা মাসিক আস সুনিশ্চিত করার দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নেমেছিল। তাদের আন্দোলনকে সরকার পক্ষ গুরুত্ব না দিয়ে উল্টে হুমকি দিতে থাকে লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করার। রেশন ডিলারদের বর্তমানে সরকার দেয় কমিশনে যে তাদের সংসার চলে না তার ডিটেলস হিসাব আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনিয়ম না করলে রেশন দোকান যে চালানো যায় না তা সকলেই জানে। এবং ডিলারদের এই দুর্বলতায় সরকারি আধিকারিকরা সময়ে অসময়ে রক্ত চক্ষু দেখায় এবং আইনি গেরোয় পড়ে জেল জরিমানা হয় অনেক সময়। আর এর জন্য জনগণের চোখেও ভিলেন প্রতিপন্ন হল– ডিলাররা। নিয়ম হল যে যার নামে ডিলারশিপ থাকে সেই ব্যক্তি আইনত অন্য কোন ব্যবসা বা চাকরি করতে পারেন না। রেশনের বেহাল অবস্থা হয়েছিল ২০০৭–৮ সালে। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনিপুর সর্বত্র রেশন দোকান ভাঙচুর, মারধর ও লুটপাট হয়েছিল। তৎকালীন বাম সরকার রেশন ডিলারদের প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখতে জমির কমিশন বসিয়ে ছিল। প্রাক্তন আইএএস অফিসার সর্ব দিক খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টে ছিল ডিলারদের কুইন্টাল প্রতি ৩০০ টাকা কমিশন অথবা ২০ হাজার টাকা মাসিক আয় সুনিশ্চিত করতে হবে। তদানিন্তন বাম সরকার সেই রিপোর্ট কার্যকরি করেনি। তৃণমূল সরকারও একই পথের পথিক। ন্যাপসা আইনের স্বীকৃত কমিশনটুকুও তারা পায় না। তাই বাধ্য হয়ে গণ ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রেশন ডিলার্সরা। গত ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ১১৪৭জন ডিলার্স জেলা খাদ্য দফতরে গিয়ে লাইসেন্স জমা করে দেয়। এবং সেই থেকে টানা ধর্নায় বসে। খাদ্য দফতরের সামনে পুলিশ বসতে বাধা দেয় তাই বাধ্য হয়ে পাশের রাস্তায় বসে। অবশেষে খাদ্যমন্ত্রী গত ৭–৮–২০১৯ তারিখে আলোচনায় বসেন। WBMR ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রতিবেদককে জানান যে খাদ্যমন্ত্রী আপাতত ৫৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ টাকা কুইন্টাল প্রতি কমিশন দিতে রাজি হয়েছেন এবং ছ'মাসের মধ্যে ন্যাপসার স্থিরকৃত কমিশন ৮৭ টাকা করবেন। এবং ২৫০ টাকার দাবি নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই আপাতত ডিলার্সদের আন্দোলন বন্ধ রইল। প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে আবারও গণ ইস্তফা (লাইসেন্স জমা) দেওয়া হবে।

প্রণমী তোমায় : মধ্য কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ১৯৪১ সালের ৮ আগস্ট দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ প্রয়াত হন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলায় সে দিনটি ছিল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার। বিশ্ববন্দিত এই বাঙালি কবি'র শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয় উত্তর কলকাতার কাশীপুরের নিমতলা শ্মশান ঘাটে। কবিগুরুর ৭৯তম তিরোধান দিবসে কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম নিমতলায় উপস্থিত ছিলেন।

জল শক্তি ও মাদকবিরোধী আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমাজে এখন মূল বিষয় হল জল সংরক্ষণ এবং যুবসমাজকে মাদক থেকে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্য। সমাজ সুগন করবার কাজে তাই লেগে পড়েছে সকলেই। নেহরু যুবকেন্দ্র পিছিয়ে নেই। ৯ আগস্ট রোটারি সদনে নেহরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা এবং বন্ধু এক আশা যুব সমাজকে নিয়ে এক গঠনমূলক

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। যাতে ছিল নেবারহুড ইউথ পার্লামেন্ট, প্রিভেনশনার ড্রাগ অ্যাবিউজমেন্ট অ্যান্ড অ্যালকোহলিজম, জল শক্তি অভিজান, স্বচ্ছতা পাখোয়ারা এবং ফিট ইন্ডিয়া ক্যাম্পিং। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেহরু যুবকেন্দ্রের রাজ্য অধিকর্তা নবীন নায়েক, নেহরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার অধিকর্তা রঘুমনি চ্যাটার্জি, 'বন্ধু এক আশা'–র সভাপতি প্রীতম সরকার, এনএসএস–এর রিজিওনাল অধিকর্তা সরিতা প্যাটেল, এনওয়াইকেএস–এর ডেপুটি ডিরেক্টর নন্দিতা ভট্টাচার্য বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি গৌতম মজুমদার। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোসাল ডিফেন্সের চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র মিশ্রা, তিনি মাদক সেবনে কতটা ক্ষতিকারক, এবং তাকে অত্যাধিক ব্যবহার করা যে আরও প্রাণহানিকর অভ্যাস তা নিয়ে যুব সমাজকে মনোজ্ঞ বক্তৃতার মাধ্যমে বোঝান তিনি। এনএসএস এবং এন ওয়াই কে এস –এর ভলেন্টিয়ার্সদের মাদকবিরোধী বক্তব্য মহল্লায় মহল্লায়, গ্রামে গ্রামে আরও গুরুত্বসহকারে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এবং শুরু করতে বলেন তাদের নিজেদের ঘর এবং আত্মীয়স্বজনদের থেকে।

এছাড়াও এদিন ইউনিসেফ–এর তত্ত্বাবধানে বাল্যবিবাহ বিরোধী এক নাটকও মঞ্চস্থ হয় এবং তৃতীয় লিঙ্গ বৈষম্যতা দূরিকরণের জন্য তাঁদেরই দ্বারা তৈরি চিত্রাঙ্গদার মঞ্চস্থ হয় এদিন।

২০ দিনে বসত বাড়ির অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার মধ্যে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বসত বাড়ির নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়া কতদিনের মধ্যে কলকাতা পুরসংস্থার বিল্ডিং দফতর সম্পন্ন করে থাকে? বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি চয়ন ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সিটিজেন অ্যাক্ট' অনুযায়ী ৫০০ বর্গ মিটার জমির ওপর ১৫.৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বসত বাড়ির অনুমোদনের ক্ষেত্রে ২০ দিনের মধ্যে নথিপত্র ড্রয়িং ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য দফতর দ্বারা সমস্ত ড্রয়িং নথি ঠিকঠাক থাকলে পরবর্তী 'ডিমান্ড নোটিশ' ২০ দিনের মধ্যে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন' এলে তারপর যখন 'হার্ড কপি' পরীক্ষা করে দেখা হল, যে জমিতে আইনত বাধা মামলা রয়েছে বা সমস্ত প্রয়োজনীয় যে নথিগুলি অসম্পূর্ণ ভাবে দিচ্ছে বা স্বচ্ছন্ন নথি নেই। আবার অনেক সময় দেখা যায়, কলকাতা পুর এলাকায় বি এল এল আরও–র যে 'মিউটোন বা কনভারশন' আছে, সেটা সঙ্গে জমা দেয়নি। আবার রাস্তাসহ জমির চৌহদ্দি অনেক সময় আবেদনের সঙ্গে মেলে না। নকশা 'অনলাইনে কারেকশনে' দেরি হয়। তা–ই 'ডিমান্ড নোটিশ' দেওয়ার পরেও 'স্যাংশন ফিজ' অনেকসময় জমা দেয় না। তা–ই অনলাইনে জমা দেওয়া পুরবাসীদের জানিয়ে দেওয়া যায় যে কী কারণে প্ল্যানটা আটকে আছে। মহানাগরিক আরও বলেন, আমার মনে হয় এটাতে অসুবিধা হবে না। আমরা স্বচ্ছতা অনেকটা এনে ফেলেছি। আরেকটুখানি কিছু দিনের মধ্যে এগুলি জানিয়ে দিলে, আমার মনে হয় যে 'ডিমান্ড নোটিশ' দেওয়া হয়েছে, সেটা কম্পিউটারে গিয়ে দেখে নিতে পারবে। সেটা কোথায় আটকে আছে।

চার্জিং স্টেশন : দক্ষিণ কলকাতার দক্ষিণাপণের নিকট গত ৬ আগস্ট কলকাতা পুরসংস্থা ও সিইএসসি–র যৌথ উদ্যোগে এরকম একটি বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং স্টেশনের উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। আপাতত কলকাতায় এমন তিনটি 'চার্জিং স্টেশন' তৈরি হবে। প্রতি ইউনিটে খরচ পড়বে সাত টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে, পুর প্রশাসন সারা কলকাতায় এমন জায়গার খোঁজে রয়েছে। উপযুক্ত রূপে যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে, সেখানেই এমন 'চার্জিং স্টেশন' তৈরি করবে। আপাতত, সাত–আটটি জায়গার খোঁজে রয়েছে তারা।

পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো ভাই

নবনীতা সেন : ভারতীয় নারীত্বের পূর্ণ মহিমা নিয়ে রাজনীতির শালীন প্রাঙ্গণে থেকে দেশের সেবায় সারা জীবন যাঁরা উৎসর্গ করেছেন সেই সব ভারত–কন্যাদের অন্যতম হলেন শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ। মোদী সরকারের বিদেশ দফতরে তিনি ছিলেন জনগণের মন্ত্রী। সিরিয়া ইরাক যেখানেই ভারতীয়রা সন্ত্রাসবাদের ঘেরাটোপে পড়ে গেছেন তাদের উদ্ধারকর্ত্রী হিসেবে এগিয়ে এসেছেন EAM সুষমা। ইয়েমেন এ বোকো হারাম ইসলামি জেহাদিদের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন ভারতীয়দের সঙ্গে বেশ কিছু পাকিস্তানীকেও। Organisation of Islamic Countries এর প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কপালে বিন্দি সিঁথিতে সিঁদুর পরা সদ্য কড়বা চৌথ পালন করা এই হিন্দু নারীকে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী চোখ রাঙিয়েছিল কাফির মহিলা এলে আমি যাবো না। সৌদি আরব থেকে জবাব এসেছিল– মাৎ আও, সুষমা জরুর আয়েগী। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল নারীর অধিকার ও নারীত্বের ধর্ম। সবিনয়ে স্বীকার করে এসেছিলেন মেয়েদের যে অধিকার আপনারা দিতে পেরেছেন সেকুলার ভারতবর্ষে সব শ্রেণীর মেয়েদের সেই সুযোগ আমরা এখনও দিতে পারিনি। সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনে ট্রিপল তালাক এর বিলোপ এবং ধারা ৩৭০ ও ৩৫এ–এর অন্তর্জলী যাত্রায় এতো আনন্দ পেয়েছিলেন যে প্রিয় প্রধানমন্ত্রীকে ট্যুইট করে জানিয়েছেন : সারা জীবন শুধু এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। প্রতীক্ষা সফল, তাই মন চলো নিজ নিকেতনে।

জন্ম ১৯৫২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, পিতৃদেব লাহোরের এক বিস্থাপিত বাসিন্দা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের গঠন যুগের স্বয়ং সেবক। সুষমা চণ্ডীগড় থেকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট ও এল এল বি। ছাত্রী অবস্থা থেকেই এবিভিপির সদস্যা।

২৫ বছর বয়সে হরিয়ানা শ্রমদফতরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী। ১৯৯০ সালে লোকসভার সদস্য। পার্টির প্রতি দায়বদ্ধতা এতটাই যে দিল্লিতে তখন অবস্থা ততটা ভালো নয়, তবুও সুষমাকে মুখ করে নির্বাচন লড়া হলো। পার্টি জিতল, পাঁচ বছর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে রইলেন সুষমা। কর্ণাটকের বেল্লারী থেকে লড়তে হবে। প্রতিপক্ষ সোনিয়া ৬ মাস ধরে গড় সামলাচ্ছে। রাজ্য সরকার কংগ্রেস এর। সুষমার হাতে মাত্র ২২ দিন সময়। শিখে নিলেন কন্নড় ভাষা! নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতেন যেন কর্ণাটকের ভূমিপুত্রী। এই তড়িৎ ভাষা শিক্ষা সম্ভব হল কারণ মাদার অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজেস সংস্কৃত ভাষায় ছিলেন বিশেষ পারঙ্গম। ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ভোট পেলেন এবং শুরু করেছিলেন পালা বদলের পালা।

কিন্তু কখনও হারান নি পরিমিতি বোধ। ২০১৯ নির্বাচনে মনোনয়ন চাননি, শরীর সাথ দিচ্ছে না। নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি বাংলো থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০১৯ সালের ৬ আগস্ট একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। বিদায় নিলেন সুষমা : ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত ভেসে আসে...

ছৌনৃত্যের গুণেই সূত্রধর বাবুরা আন্তর্জাতিক

অর্কসূতা চক্রবর্তী : পশ্চিমবঙ্গের এক রুক্ষ শুষ্ক প্রান্তিক জেলা হল পুরুলিয়া। কোথাও রয়েছে জঙ্গল, কোথাও বা পাহাড়। আর এই জেলার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৃত্যকলা ও শিল্পকলা। পুরুলিয়ার এই বিশেষ নৃত্যশৈলী বিশ্বের দরবারে তার করে নিয়েছে যথেষ্ট সমাদরে। সেই বিশেষ নৃত্যশৈলী 'ছৌনৃত্য' হিসেবে পরিচিত। এই নৃত্যশৈলীর বিশেষত্ব হল, ছৌনৃত্যের সময় নৃত্যশিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রের মুখোশ পড়ে এই নৃত্য উপস্থাপন করেন। সেই মুখোশ কখনো হয়ে থাকে দেবদেবীর, কখনো বা পৌরাণিক কাহিনীর কখনও বা অন্য কোনও চরিত্রের।

এই ছৌ শিল্পীরা যেমন তাদের নৃত্য কলায় পারদর্শী তেমনি তারা শিল্পকলাতেও পারদর্শী। তাদের নিজেদের হস্তশিল্পের মাধ্যমে এই ছৌনৃত্যের মুখোশ তৈরি হয়, যা শিল্পীদের আরেক জীবিকা বলা যেতেই পারে।

গত ৭–৯ মে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ মঞ্চ প্রাঙ্গণের লোকশিল্প ও কারুকৃতি মেলায় বেশ কিছু ছৌ শিল্পী হাজির হন। মেলায় ছিল তাদের হস্তশিল্পের প্রদর্শনী। সেই মেলায় এরকমই এক প্রবীণ ছৌশিল্পীর সন্ধান পাওয়া গেল। পুরুলিয়ার চারিদা গ্রামের বাসিন্দা নেপালচন্দ্র সূত্রধর। বয়স তার আশির কোঠায় হলেও তার নৃত্যকলায় ও শিল্পকলার নৈপুণ্যে মুগ্ধ করে। তার ভিতরে থাকা ছৌনৃত্যের প্রতি অদম্য ভালোবাসা হার মানিয়ে দেয় তার বার্ধক্যকে। পঞ্চম শ্রেণী অনুত্তীর্ণ এই ছৌশিল্পী তথাকথিত বিশেষ পাণ্ডিত্যের ডিগ্রিধারী না হয়েও, তার এই নৃত্যকলার পারদর্শিতা তাকে পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বের দরবারে। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম, স্কটল্যান্ডের এডিনবরা মিউজিয়াম, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড ওয়েলিংটন মিউজিয়াম সহ বিশ্বের বেশ কিছু শহরের তিনি ছৌনৃত্যে মঞ্চস্থ করার সুযোগ পান।

এই নৃত্যশিল্পীরা কালের নিয়মে একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন ঠিকই, তবে তাদের গড়ে তোলা শিল্পকলার মাধ্যমে চির অমর হয়ে থাকবে তাদেরই নৃত্যকলা, এই বাংলার 'ছৌ নৃত্য'।

পঞ্চম জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে এবং তাঁতিদের সম্মান জানাতে কলকাতায় আজ পঞ্চম জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস উদযাপন করা হয়। কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন তাঁতি পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনলজির সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণে জুট কমিশনার এম সি চক্রবর্তী বলেন, তাঁতিদের কল্যাণে সম্বর্ধনা সহায়তা প্রকল্প', মুদ্রা যোজনা, পরিচয়পত্র ও পাশবুক প্রদানের মতো একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি তাঁতিদের বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য উপাদনের জন্য অভিনন্দন জানান।

তাঁতি পরিষেবা কেন্দ্রের উপ–মহানির্দেশক তপন শর্মা বলেন, হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সরকার একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নতি, তাঁতিদের দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তাদান করা হয়েছে। তিনি জানান, তাঁতিদের আয় বৃদ্ধি এবং আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস উদযাপন করা হয়। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনলজির (এনআইএফটি) অধিকর্তা কর্নেল সুব্রত বিশ্বাস বলেন, হস্তচালিত তাঁত এবং হস্তশিল্প ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরও বেশি গবেষণা এবং উদ্ভাবনের সুযোগ পায় তার জন্য কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক থেকে যথেষ্টই সাহায্য পাওয়া গেছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিকাশের জন্য প্রতি বছর ৭ই অগাস্ট জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস উদযাপন করা হয়। ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতার টাউন হলে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এদিনই। এই আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালের ৭ই অগাস্ট চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম জাতীয় তাঁত দিবসের সূচনা করেছিলেন।

মাঙ্গলিকী

দীপ সম্মানের প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'দীপ সম্মান' আয়োজিত প্রণাম ২০১৯ অনুষ্ঠিত হল ইন্দুমতী সভাগৃহে ১ আগস্ট। নক্ষত্র সমাবেশে এবং গানে কবিতায় এক মনোরম সন্ধ্যার উপহার দেয় সকলকে। দেবলীনা সরকারের উদ্বোধনী সঙ্গীতে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর একে একে দীপ জীবন প্রীতি সম্মান প্রদান করা হয় নৃত্যশিল্পী ঝর্ণা দত্ত ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. মিহিরকান্তি দাসকে এছাড়া 'দীপরত্ন' সম্মানে সম্মানিত করা হয় শিল্পী জাতীয় পুরস্কার জয়ী সুশান্ত পাল, তাসে এশিয়াডে সোনা জয়ী প্রণব কুমার বর্ধন, দমদম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের

শিক্ষাপ্রদান করে আশা সমাজসেবী কান্তা চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সিদ্ধার্থ রায় ওরফে সিধুকে। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল মুক্তকাশ সমাজসেবী সংগঠনের ছোট ছোট শিশুদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত।

উত্তম কুমার নাগ ও রীতেশ নাগের সেতারের সুরে ভরিয়ে তোলে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ। মধুছন্দা বর্ধন, মধুমিতা ঘোষ ও মিতা ভট্টাচার্যের আবৃত্তি ও নৃত্য সকলের মন ছুঁয়ে যায়। শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদারের রবীন্দ্র গান এবং পার্থ ঘোষের আবৃত্তিও সকলকে ছন্দে ছন্দে গীতে মাতিয়ে তোলে। সর্বশেষ নবাঙ্কুরের পরিচালিত নৃত্যানুষ্ঠান ছিল চোখে পড়ার মতো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দীপ সম্মানের আহ্বায়ক অরূপ সেনগুপ্ত।

গোবরডাঙায় নিয়মিত অন্তরঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ জুলাই ২০১৯ মঙ্গলবার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নিয়মিত অন্তরঙ্গ থিয়েটারের দশম মাসের অনুষ্ঠান শেষ হল ৬টায়। অন্তরঙ্গ নাট্য সন্ধ্যার অন্যতম স্রষ্টা, পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য জানান নিয়মিত অন্তরঙ্গ নাটক চালিয়ে যাওয়ার পিছনে দর্শকদের ভূমিকা অপরিসীম। তাঁদের আনুগত্য, স্পর্ধা না থাকলে নিয়মিতভাবে এই কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

অন্তরঙ্গ সন্ধ্যার দশম মাসের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয় নাটক তনুর ডায়েরি। নাটকটি পরিবেশন করে কলকাতার 'মেধা' নাট্য দল। পরিচালনা করেন অনিরুদ্ধ কুণ্ডু। অসাধারণ গল্প নির্ভর নাটকটির বিষয় নারী প্রবঞ্চনার জ্বলন্ত ছবি। একটি মেয়েকে দিনের পর দিন মানসিক চাপ এবং স্বামীর কেরিয়ারের জন্য জোর করে স্বামী তার অফিসের বসের কাছে রাত কাটাতে বাধ্য করা। এই রকম নানা ঘটনার ওঠা নামার পর স্বামীর কুকীর্তির কথা সামনে আসে বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি প্রতারণার ফল পায় সে। অসাধারণ মঞ্চ সফল নাটক উপস্থিত দর্শকদের ভালো লাগে।

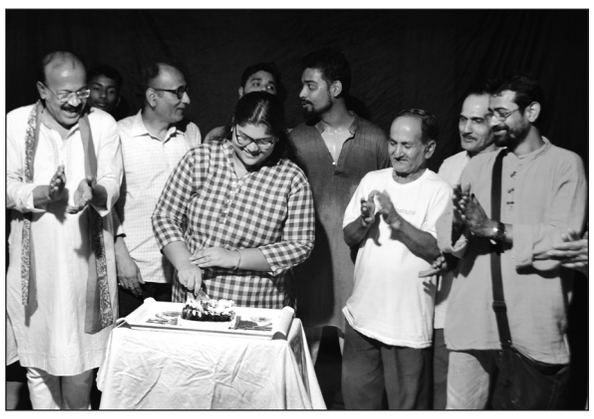

পরিচালক অনিরুদ্ধ কুণ্ডু নাটক শেষে এই নাটকের প্রেক্ষাপট এবং নাটক সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নেয় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে পরিচালক অনিরুদ্ধ বাবুকে স্মারক ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সবশেষে এই নাটকের অভিনেত্রী জয়েত্রী কুণ্ডু, পরিচালক অনিরুদ্ধ বাবুর মেয়ের জন্মদিন পালিত হয় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে। কেক কেটে উপস্থিত সকলকে পরিবেশন করা হয়।

কাল প্রতিমার নবম বর্ষামঙ্গল নাট্যমেলা

বাবুল কৃষ্ণ দে : সম্প্রতি কাল প্রতিমার বর্ষামঙ্গল নাট্যমেলা নবম বর্ষে পদার্পণ করল ২০১৯ বিগত ১১ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় তপন থিয়েটারে সাড়ম্বরে উদযাপিত হল বর্ষামঙ্গল নাট্যমেলার শুভ উদ্বোধন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব চপল ভাদুড়ি মহাশয় : সন্দীপের সেতার বাদনে উৎসবের শুভ সূচনা হল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উৎসব দাস, ত্রিদেব সাহা এবং চপল ভাদুড়ী। এই উৎসবের প্রারম্ভে চপল ভাদুড়ী মহাশয়কে সম্মাননা জ্ঞাপন কররা হয়। অতিথি বর্গকেও বরণ কররা হয় উত্তরীয় পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে।

প্রথমেই স্বাগত ভাষণে সমগ্র উৎসবকে উঁচু তারে বেঁধে দিল কাল প্রতিমা আয়োজিত নাট্যমেলার কান্ডারী তথা দলের কর্ণধার শ্রাবণী সেনগুপ্ত।

সঞ্চালক সুশান্ত মজুমদার উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে সাদর আহ্বান জানান তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায়।

উৎসব দাস কাল প্রতিমার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে কাল প্রতিমার সকল সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন পর পর নয় বছর ধরে এই রকম নাট্যমেলার আয়োজন করা চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তা আমি জানি। আমাকেও দল চালাতে হয়। শ্রাবণী সামন্ত কিন্তু একা হাতে সামলে চলেছে শুধু আত্মবিশ্বাসকে ভর করে। বেশি কথা না বলে আমরা নাটকটা দেখি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার মিউনাস–এর পক্ষ থেকে উৎসবের দূরদর্শনে প্রচারিত 'থিয়েটার ভ্রমণ'–এর কথা নাট্যমোদি দর্শক মাত্রেই অবগত আছেন।

ত্রিবেদ সাহা বলেন, থিয়েটার ভ্রমণকে কেন্দ্র করেই নাট্যদল তথা উৎসবদা–র সাথে আমার পরিচয় এবং তারপর কখন যেন নাট্যজন হয়ে গেছি। সকলের মঙ্গল হোক। চপল ভাদুড়ী বললেন তার কবিতার মধ্য দিয়ে প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে সূর্য ভোরে রক্তপাতে। কথা বলতে বলতে আজ কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। আজকে আমার কথা নাটকের মধ্য দিয়ে শুনতে ও দেখতে পারবেন। রাকেশ ঘোষ আমার জীবন নিয়ে নাটক লিখে আমাকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছে। সেটা আপনারা দেখুন, দেখলেই আমার মনের কথা জানতে পারবেন।

এরপর দমদম শব্দ মুগ্ধ দলের নির্দেশক রাকেশ ঘোষ, সঞ্চালক সুশান্ত মজুমদার সেতার বাদক সন্দীপ মুখার্জী এবং কাল প্রতিমার হৃদপিণ্ড অলক সেন ওরফে কাকাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠান চলবে ১১ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত।

১১ জুন আজকের নাটক দমদম শব্দ মুগ্ধ প্রযোজিত রাকেশ ঘোষ নির্দেশিত নাটক উপল ভাদুড়ী। গানে অভিনয়ে কখনও মা প্রভাদেবী কখনও চপল ভাদুড়ী একেবারে দর্শক বৃন্দকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে রঞ্জন বোস। সারাটা মঞ্চ জুড়ে দাপিয়ে বেড়ালো রঞ্জন। ভাল প্রযোজনা তৎসহ ভাল অভিনয়। গানে নাচে। একেবারে জমজমাট পালা। 'কেমন করে খোলা ঘাটে নাইবো বলনা' গানটি সুগীত ও সুরচিত। দর্শকবৃন্দও প্রশংসায় ভরিয়ে দিল সকল কুশীলবদের।

১২ জুন তিনটি নাযক অভিনীত হয়। সন্ধ্যা ৬ টায় নাটক 'বিবেক নামা', 'রচনা সুব্রত কাঞ্জিলাল। সম্পাদনা ও নির্দেশনা জয়েশ ল প্রযোজনা নেতাজি নগর সরস্বতী নাট্যশালা।

৭টায় দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার রচিত থিমেলাইট প্রযোজিত অতনু সরকার পরিচালিত নাটক 'ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী'। রাত ৮ টা ১৫ মিনিটে অভিনীত হল 'অন্তরালে'। নাটক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। পরিচালক সুশান্ত নীল ঘোষ, প্রযোজনা টালিগঞ্জ রঙ্গব্যঙ্গ অদ্বিতীয়া।

১৩ জুন ৬টায় মঞ্চস্থ হল তিনটি নাটক। প্রথমে 'মাতঙ্গিনী' নাটক শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। নির্দেশনা অসীম ভট্টাচার্য প্রযোজনা বজবজ অঙ্গন। ৭টায় নাটক 'মুক্তি মুক্তি' নাটককার জিয়া হায়দার। রচনা ও নির্দেশনা শিশির রহমান প্রযোজনা থিয়েটার সার্কেল, মুন্সীগঞ্জ বাংলাদেশ। ৮টা ১৫ মিনিটে নাটক 'জ্বালা'। রচনা ঋত্বিক ঘটক, নির্দেশনা সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা থিয়েটার ওয়ার্কার্স রেপোর্টারি।

১৪ জুন সন্ধ্যা ৬ টায় নাটক 'মাস্টারমশাই'। রচনা ও নির্দেশনা জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনা গোবরডাঙা থিয়েটার রেপার্টারি। সন্ধ্যা ৭–১০ মিঃ নাটক 'আবছায়ায় আলো।' নাটক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা জনার্দন বাবাই প্রযোজনা কলকাতা নাট্যজন। ৮ টা ১৫ মিনিটে নাটক 'নীল অতল' নাটক সৌমেন পাল, নির্দেশনা দীপঙ্কর রায়, প্রযোজনা জলপাইগুড়ি রূপায়ণ।

১৫ জুন সেমিনার সন্ধ্যা ৬টায়। বিষয় ছিল : 'থিয়েটার কর্মীরা সার্বিক ভাবে দুর্বল'।

আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক রঞ্জন গাঙ্গুলি, অভীক ভট্টাচার্য (ভাবনা থিয়েটার), শ্রাবণী স্বয়ং, মলয় ঘোষ (ইলোরা পত্রিকা) রাকেশ ঘোষ। দমদম শব্দমুগ্ধ সঞ্চালনায় ছিলেন সুশান্ত মজুমদার (রাণীকুঠির আঙ্গিক)। উপসংহারে একটা কথা না বলে পারছি না। কোনরকম অতিশয়োক্তি না করেই বলছি কোন রকম গ্রান্ট বা অনুদানের তোয়াক্কা না করে শ্রাবণী পরপর নয় বছর ধরে যে নাট্যমেলা নামাঙ্কিত নাট্যোৎসবের আয়োজন করে এবং তা সফলভাবে সমাপনের মাধ্যমে যে নাট্য চর্চা পরিচালন দক্ষতা এবং তৎসহ সাংগঠনিক ক্ষমতার সুষ্ঠ নিদর্শন রাখলো তা বেশ কিছুটা সমীহ আদায় করে নিতে পেরেছে নাট্যমোদী দর্শকবৃন্দের কাছে।

শ্রাবণীকে বহুদিন ধরেই দেখছি। অর্থাভাব এবং নানারকম প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করেই শুধু আত্মবিশ্বাসকে ভর করেই দলের সদস্যদের সাথী করে ও এগিয়ে চলেছে। এই রকম নাট্য পাগল ব্যক্তিবর্গের জন্যই বাংলার এই কৃষ্টি আজও বেঁচে বর্তে আছে। দু দশটা এলিট ক্লাসের নাট্যদলের জন্য নয়। তাই সকলের সঙ্গে আমিও ওকে কুর্নিশ জানাই। ওর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক।

কবি তমালিকা পন্ডা শেঠের জন্মদিনে সাহিত্য আলোচনা ও পুরস্কার অর্পণ

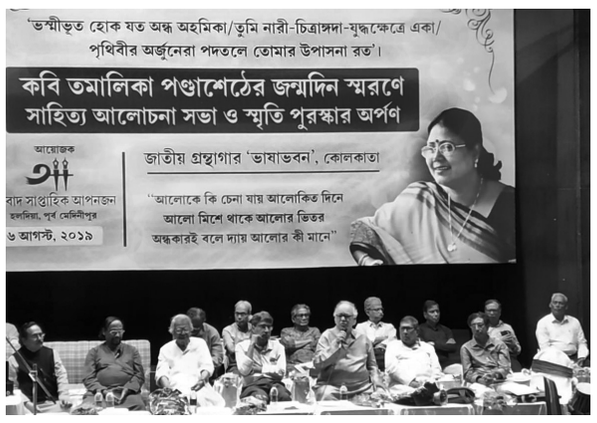

নিজস্ব প্রতিনিধি : তমালিকা পন্ডা শেঠ শুধু পূর্ব মেদিনীপুরে হলদিয়ায় নন সারা পশ্চিমবঙ্গই তাকে চেনে। এক অনন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। সিপিএমের এই যোদ্ধা চারবারের হলদিয়া পুরসভার পুরপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও মহিষাদল বিধায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। হলদিয়ায় শিক্ষা প্রসারেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। পুরপাঠভবন নামে এক বিদ্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তিনি তুলে ধরেছিলেন সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। এছাড়াও বিভিন্ন কলেজ এবং উচ্চবিদ্যালয়কেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কলম যে সাহিত্য জগতেও তরোয়ালের মতো শানিত ছিল তা অনেকের কাছে অজানা। কবিতাই ছিল তাঁর প্রথম ভালোবাসা। বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে সমাজকে তুলে ধরেছেন তিনি। তিনি যখন কবিতা লিখতেন কোনও একক দলের রাজনীতিক সত্বা থেকে বেরিয়ে এসে। কবিতার মাধ্যমে শানিত করতেন তাঁর অন্তরের কথা। তমালিকা পন্ডাশেঠ হলেন এককালীন সিপিএম–এর দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা লক্ষ্মণ শেঠের স্ত্রী।

২০১৬ সালে এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারায় সকলে। তার পর থেকে তার জন্মদিনে কবিতা পাঠ, সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে এবং বিশিষ্টদের সম্মাননা জ্ঞাপনের মাধ্যমে পালন করে তার পরিবার পরিজন এবং তার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'আপন জন' পরিবার। গত দুবছর ধরে সাহিত্য জগতের বিভিন্ন নক্ষত্রকে ১ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার প্রদান করে এসেছে ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন। জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনে সাহিত্যপ্রেমীদের মাঝে এবছরও এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ৬ আগস্ট। প্রাপক হিসেবে ছিলেন কবি ও কথাসাহিত্যিক নবনিতা দেব সেন ও কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আরও বিশিষ্ট লেখক লেখিকারা। গানে কবিতায় আসর হয়ে উঠেছিল মনোজ্ঞ। এছাড়াও এক স্মৃতি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল যার শীর্ষে 'ফ্যাসিবাদ ও সাহিত্য' এ বিষয়ে বলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্মণ শেঠ তার বক্তব্যে বলেন, তমালিকা দেবীর জন্মদিন থেকে পাথেও করে সাহিত্য চর্চাই হল মূল উদ্দেশ্য। কারণ তিনি ছিলেন সাহিত্যের পুজারি সাহিত্যপ্রেমী। সর্বশেষে বাচিক শিল্পী কৃষ্ণপদ দাসের আবৃতিতে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

ছবি: উৎপল কুমার রায়

সাঁইথিয়ায় অ্যাম্বুলেন্স উদ্বোধন

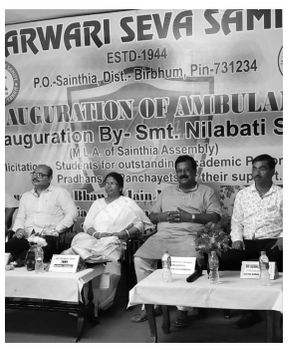

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাঁইথিয়া মাড়োয়ারি সেবাসমিতি ৭৫ বছরে পদার্পণ করলো। শহর সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্নধরনের সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেবাসমিতির দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বিধায়ক নীলাবতী সাহা তার এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে পনেরো লক্ষ টাকার এক অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স সেবা সমিতির হাতে তুলে দেন। ১ আগস্ট এই অনুষ্ঠানে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, বিধায়ক শিক্ষিকা নীলাবতী সাহা, সাঁইথিয়ার পুরপতি বিপ্লব দত্ত, সমাজসেবী নুরুল ইসলাম, মাড়োয়ারি সেবামসিতির সম্পাদক দিলীপ ছাজ সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

গৌরীবাগানে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সনকা হাসপাতালের আর্থিক হাসপাতালের রাজনগর গ্রাম সহায়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় গৌরীবাগান শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হল। শতাধিক শিশু, মহিলা, পুরুষের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক প্রত্যুষা মৈত্র, রাজনগর গ্রাম সহায়কেন্দ্রের সহসভাপতি শেখ রিয়াজউদ্দিন সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বপ্না সভাঘরে 'রবিবাসর'–এর অধিবেশন

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ২৮ জুলাই রবিবার বিকেল ৫.৩০ মিনিটে বসেছিল 'রবিবাসর'–এর অধিবেশন। স্থান 'স্বপ্না সভাঘর' (গাঙ্গুলিপুকুর)। অধ্যক্ষ ড. তুষারকান্তি ঘোষ অনুপস্থিত থাকায় এদিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. জগদীন্দ্র মণ্ডল। শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা পাঠ করলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী দম্পতি কৃষ্ণপদ দাস ও সস্মিতা দাস। এছাড়াও কবিতা আবৃত্তি করলেন বিপ্রদাস ভট্টাচার্য, লপিতা সরকার, সঞ্জীত দুবে। শুরুতে ও শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন কল্যাণী সিনহা। ড. জগদীন্দ্র মণ্ডল শোনালেন 'শ্রাবণের ধারার মত' গানটি। ড. কানন বিহারী গোস্বামী শোনালেন 'আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ' ড.

শঙ্কর ঘোষ শোনালেন 'কাঁচের চুড়ির ছটা' গানটি। ঋজু রায় শোনালেন 'খেলিছে জলদেবী'। অধিবেশনের মূল আকর্ষণ ছিলেন সদ্য 'আনন্দ পুরস্কার' প্রাপ্ত লেখক নলিনী বেরা। তাঁকে নানান উপহারে বরণ করা হল। তিনি আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে শোনালেন তাঁর লেখক হওয়ার ইতিবৃত্তান্ত। নলিনী বেরার একদা শিক্ষক ছিলেন ড. কানন বিহারী গোস্বামী। ছাত্র শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক দর্শকেরা মুগ্ধ চোখে দেখলেন। সেই মুগ্ধতার কথা ফুটে উঠল সভাপতির কণ্ঠেও। সমগ্র অধিবেশনের সুন্দর সঞ্চালনা করলেন 'রবিবাসর'–এর সম্পাদক অভিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকের অধিবেশনের আহ্বায়ক সন্দীপ দত্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করলেন।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

পদার্পণ

(সম্পাদক – শর্মিষ্ঠা মাজি / ১১ বর্ষ, মে ২০১৯ / দাম – ৫০ টাকা) – বর্তমান সংখ্যাটি ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নিবেদিত। বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসায় একগুচ্ছ কবিতা সংকলিত হয়েছে। জয় গোস্বামী, শ্রীজাত–র মত প্রতিষ্ঠিতরাও রয়েছেন। সোমা লাহিড়ী মল্লিক, অনিন্দিতা সেন, যূথিকা পাণ্ডে, দীপেন ভাদুড়ী, শোভন বিশ্বাস, ভীম ঘোষ, অভিজিত বিশ্বাস, প্রদীপ গুপ্ত, অদৃশ্য নাথ, সুকুমার মণ্ডল প্রমুখ আরও অনেকে। সম্পাদকের কবিতাটি শেষ পর্বে এসে ছন্দ হারালো কেন। শেফালী সরকারের কবিতার ধাঁধাঁ পাঠকেরা উদ্ধার করতে পারবে আশা করি। ভাষা–র উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতার ফাঁকে ফাঁকে অন্য কবিতাও ইতিউতি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বিভাজন কাম্য ছিল। নীতিশ বিশ্বাসের নিবন্ধটি মূল্যবান, সময়োচিত। অসিতবরণ বেরা অণু গল্পটি নতুন চিন্তা–ভাবনার স্বাক্ষর বহন করছে। কাঞ্চন পাঠকের গল্পটির বার্তা উদাহরণ যোগ্য কিন্তু পরিবেশনের ত্রুটিতে বাঞ্ছিত অভিঘাত জাগাতে পারল না। (পত্রিকার ঠিকানা – ফ্ল্যাট নং ১–এ, ৩/১৯ চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলকাতা–৭০০ ০৩২ / 9804689266 (হোয়াটস্ অ্যাপ) / e_mail sarmisthapiku@gmail.com.

তারুণ্য

(সম্পাদক – সুকুমার মণ্ডল / পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪১ / বর্ষা সংখ্যা ১৪২৬ / দাম ২০ টাঃ) ৩৩ বর্ষ চলছে পত্রিকাটির। এবারের শীর্ষ রচনার বিষয় ফিরে দেখা। অতীতের আয়নায় নানা স্মৃতি ভেসে উঠেছে বিভিন্ন লেখকদের কলমে। জয়ন্ত কুমার মল্লিক, বাণী দাস, অনন্ত ভট্টাচার্য, তাপস ব্যানার্জী, সুমন দিণ্ডা, তৃপ্তি রায়চৌধুরী, স্বরূপ চক্রবর্তী, দিগম্বর দাশগুপ্ত, পাপিয়া দে প্রমুখেরা ছন্দে জানিয়েছেন তাঁদের অনুভূতি, ড. বলাই চাঁদ হালদার, নির্মল নিয়োগী, বেদ মোহন ঘোষ, পৃথা দাস টুকরো টুকরো অতীতের ছবির কোলাজ গদ্যে সাজিয়েছেন। কবিতা পর্বে অর্চনা ঘোষ, আরতি দে, অরুণ কুমার মান্না, শিশির কুমার নিয়োগী, প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী, লক্ষণ দাস ঠাকুরা, মিনু প্রধান মণ্ডল, ভীম ঘোষ, বিধান সাহা, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, শেফালী সরকার, সুনীল পুরকাইত, সুচন্দ্র নাথ দাস প্রমুখেরা ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। নির্মল চক্রবর্তীর অণু গল্পটি অনবদ্য। রামপ্রসাদ সরকারের গদ্যটিও নতুন প্রেক্ষিতে লেখা। সুকুমার মণ্ডলের গল্পটি (কৃষ্ণচূড়ার সুখদুঃখ) পুনঃপ্রকাশিত হলেও, বর্তমান সংখ্যার শীর্ষ বিষয়ের (ফিরে দেখা) সঙ্গে ভীষণ ভাবে মানিয়ে গিয়েছে। শেষ পাতার কৌতুকী গুলি মিষ্টিমুখ করায়। এই সংখ্যায় সৌমেন মিত্র কয়েকটি জমজমাটি গুগলি ছেড়েছেন।

(পত্রিকার ঠিকানা – ৩২০ জয়শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৭০০ ০৪১ / 9903835611 [হোয়াটস্ অ্যাপ সহ]

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০১৯ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানাধীন সামালির বিবেক নিকেতনে সকাল ১০ টায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সকালে স্বাধীনতা দিবস পালনের পর সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলিপুর
০৩.০৮.২০১৯

প্রণব গুহ
সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৫। ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৬। বিবিধ।

'মালা বদলে'র মহরত

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোনাক রয় প্রযোজিত, দীপাঞ্জন রায় পরিচালিত ছবি 'মালা বদলে'র মহরত অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি। এরপর পুরোদমে ছবির কাজ শুরু করে দিয়েছেন সকলে। শ্যুটিং চলছে জোর কদমে। সিনেমার মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন নবাগতরা। অর্ক রায়, রূপলেখা মিত্র এবং সুরজিত মাইতি।

মুখ্য সহকারী পরিচালক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। এছাড়াও সহকারি পরিচালক হিসেবে রয়েছে অনীক দে, রোহিনী রায় চৌধুরি। সঙ্গীত পরিচালক শুভঙ্কর চ্যাটার্জীর পরিচালনায় গাইবেন প্রীতম দাস এবং সীমরান সরকার। এক ভালোবাসার ছবি সকলের মন ছোঁবে বলে আশাবাদী কলাকুশলী থেকে পরিচালক সকলে। অন্য ধরনের গল্প নিয়ে তাই তাঁরা নেমে পড়েছেন ছবি তৈরির জন্য। নবাগতদের এই ছবি খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ক্যারিবিয়ান সফর শুরু জয় দিয়ে

বিশ্বকাপের হতাশা কাটাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া

পার্থসারথি গুহ

ক্যারিবিয়ান সফরে সিরিজ জয় দিয়ে শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। তাও আবার ৩–০ জিতে টি–২০ সিরিজ ঘরে তুলল বিরাটবাহিনী। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হারের পর নিঃসন্দেহে এই জয় ভারতীয় শিবিরে অক্সিজেন জোগাবে। সমালোচকরা হয়তো বলবেন দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নেই। তাদের অবগতির জন্য বলা যায় গেইল বা দু–একজনকে বাদ দিলে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু পূর্ণ শক্তির দল। তাছাড়া সামনের বছর টি–২০ বিশ্বকাপ। আর টি–২০ ফর্ম্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে কতটা শক্তিশালী সেটা তো বলে দিতে হবে না। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন টিমও বটে তারা। সেই ক্যারিবিয়ান বধ সম্পন্ন হল পূর্ণ শক্তির দল ছাড়াই। সীমিত ওভারের বিশ্বকাপ জিততে না পারার জ্বালা কিছুটা স্থালন হতে পারে আগামী বছর টি–২০ বিশ্বকাপ জিতলে। সেজন্যই এখন থেকেই নতুনদের দেখে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতের। তার ওপর ঋষভ পন্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন মাহির জুতোয় পা গলাতে তিনি সবথেকে উপযুক্ত। যেভাবে শেষ ম্যাচে দুরন্ত ব্যাটিং করেছেন তাতে পরিণতির ছাপ স্পষ্ট ছিল ঋষভের মধ্যে। একদিকে পন্থের মতো ব্যাটসম্যান, অন্যদিকে দীপ চহারের অসামান্য সুই বোলিং সব মিলিয়ে টিম ইন্ডিয়া দেখিয়ে দিয়েছে রাজত্ব করা কাকে বলে। বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল থেকে বিদায়ের অব্যবহিত পরের সফরে এই টি–২০ সিরিজ জয় ভারতীয় দলকে অনেকটাই প্রাণবন্ত করে তুলবে। এরপর একদিনের সিরিজ ও টেস্ট জিততে পারলে ভারতীয় দলের পক্ষে তা টনিকের কাজ করবে। বিশ্বকাপের দুই সেমিফাইনালিস্ট ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই ফাইনাল হবে বলে ভেবেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সবাইকে ভুল প্রতিপন্ন করে দুটি ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ফাইনালে উঠে পরিস্কার করে দেয় এবারের বিশ্বকাপ নতুন বিশ্বজয়ীকে দেখতে চলেছে। শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জিতলেও ফাইনালের লড়াইটা জেতা ছিল ফোটোফিনিশের মতো। আর এর মধ্যেই বিশ্বকাপ পরবর্তী সিরিজে অজিরা ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফের নিজেদের প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে। অন্যদিকে ভারতও হতাশার জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার মঞ্চ পেয়েছে ক্যারিবিয়ান সফরে। এভাবেই দুই প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই আরম্ভ করেছে। একদিকের নেতা যদি স্টিভেন স্মিথ হন , অন্যদিকের জন্য যে বিরাট কোহলি তা বোঝার জন্য ক্রিকেট বোদ্ধা না হলেও চলে।

আরও একটা দিক থেকে দলে একটা নিশ্চিন্তভাব এসেছে। তা হল রবি শাস্ত্রীর কোচ হিসেবে পুনর্বহালের খবর। আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না হলেও এই ব্যাপারে নিশ্চিত ভারতীয় ক্রিকেট মহল। অংশুমান গায়কোয়াড়, কপিল দেবদের নির্বাচক মণ্ডলী মোটের ওপর বুঝিয়ে দিয়েছেন শাস্ত্রী–বিরাট কম্বিনেশন তাঁরা ভাঙতে নারাজ। তাছাড়া সবচেয়ে সিনিয়র ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনিও এই জুটি বজায় রাখতে আগ্রহী। সেক্ষেত্রে এই তিনমূর্তিই হতে চলেছে আপাতত ভারতীয় ক্রিকেটের চালিকাশক্তি। বিশ্বকাপ না পাওয়ার জন্য যতই শাস্ত্রী বা কোহলিকে দোষারোপ করা হোক কোনও কোনও মহল থেকে, নির্বাচকরা ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড মনে করছে এর পিছনে কোনও দোষ নেই তাঁদের। নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মতো এক আধটা ম্যাচ ক্রিকেটে আসতেই পারে। যে জন্য ছিটকে যেতে হয়েছে ভারতকে। তাই আর পিছনের দিকে না ফিরে সামনের দিকে তাকাতে আগ্রহী ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট। ক্যারিবিয়ান ভূমিতে সেই ভরসার পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ব্রিগেড।

ভারতীয় ক্রিকেট বলে নয়, এখন সারা ক্রিকেট দুনিয়াকে শাসন করছে বিরাটের বিশাল রান খিদে। বিরাট থেকে তাই অচিরেই হয়ে উঠেছেন বিরাটাকার তারকা। এর আগেও বহু তারকা এসেছে ক্রিকেট বিশ্বে। কিন্তু এমন দাপটের সঙ্গে দিনের পর দিন ২২ গজে গুজরান করা বোধহয় বিরাটকেই শোভা দেয়। তাছাড়া দেশে ও বিদেশে একের পর এক দেশকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করে হারানোর ঘটনাও সংগঠিত হয়েছে বিরাটের রাজত্বকালেই। অর্থাৎ একদিকে ব্যাট হাতে রানের ফুলঝুরি তোলা, আর অপরদিকে অধিনায়ক হিসেবে একের পর এক দেশকে হারানো। এই দু–দুটি অসামান্য কৃতিত্ব একক হাতে প্রদর্শন করে চলেছেন মিস্টার কোহলি। যার জেরে অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ডবল সেঞ্চুরি করার রেকর্ড পকেটে পুরে ফেলেছেন কোহলি। ডন ব্র্যাডম্যানের ঘাড়ের সামনে নিঃশ্বাস ফেলছেন এখন তিনি। আর যে মেজাজে তিনি রান করে চলেছেন তাতে ডন কেন, ক্রিকেট জগতের বহু রথীমহারথীর রেকর্ড যে সামনেই ভাঙতে চলেছে তার দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। ক্রিকেটপ্রেমীদের ক্রীড়া নৈপুণ্যে বিরাটের এই অসামান্য কৃতিত্ব ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ফেসুবকের দেওয়ালে।

কোহলি এর আগেও নিজেও ফের তাঁর দুরন্ত ফর্ম মেলে ধরেছেন ক্যারিবিয়ান মাটিতে। রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান সহ টিমের বাকিরাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। দীপক চহার, রাহুল চহার, ওয়াশিংটন সুন্দররাও নিজেদের দারুণভাবে মেলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে ভারতের এখন পোয়াবারো এটা বলা যেতেই পারে। দুর্দান্ত ছন্দে ফিরল টিম ইন্ডিয়া। রান তাড়া করার ক্ষেত্রেও ভারত একটা রেকর্ডও গড়ল। পরে ব্যাট করতে নেমে রান চেজ করতে গিয়ে শচীনের সেঞ্চুরি ছিল ১৭টি । কোহলির হল ১৮। এখন ২৮টি একদিবসীয় শতরানের মালিক কোহলির সামনে শুধু রিকি পন্টিং ৩০ ও শচীনের ৪৯ টা সেঞ্চুরি। এত কম ম্যাচে কোহলি এই সুপার তারাদের ধাওয়া করছেন যে আগামী দিনে যাবতীয় রেকর্ড তাঁর ঝুলিতে এলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ভারতের জয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার কোহলির অসাধারণ ক্লাস ব্যাটিং। এর আগেও তিন–তিনবার বিরাটের শতরানে ভর করে ভারত জিতেছে। রান তাড়া করায় কোহলির এই অসামান্য দক্ষতা তাঁকে বিশ্ব ক্রিকেটে নিঃসন্দেহে একটা আলাদা জায়গা দিচ্ছে। একটা সময় এই ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ছিল ব্যাটসম্যানদের বধ্যভূমি। তখন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেসারদের গতির কাছে হার মানতেন বিশ্বের তাবড় ব্যাটসম্যানরা। ভারতীয়রা যথারীতি তার ব্যতিক্রম নয়। সেই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে কার্যত এখন খরা চলছে। তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজ হারানোর পূর্ণ কৃতিত্বের ভাগিদার কোহলি ব্রিগেড। এর পাশাপাশি ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডকেও তুবড়ে দিয়েছে কোহলি ব্রিগেড। তারসঙ্গে যোগ করতে হবে দেশের মাটিতে ব্যাপক কর্তৃত্ব নিয়ে লঙ্কা বাহিনীকে হারানো। এইরকম কর্তৃত্ব নিয়ে ভারত যেদিন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারবে সেদিন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব টপ গিয়ারে চড়বে। সেদিন আর খুব দূরে নয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ টিম বিরাট বুঝিয়ে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া এখন অতিকায় মেজাজেই চলবে। তার ধারে কাছে ঘেষতে পারবে না কেউ।

বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে ল্যাজেগোবরে করা সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। সেই কোহলি যখন সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলে চূড়ান্ত অফফর্মে চলে গিয়েছিলেন তখন পুরো দেশবাসী হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু বিরাটের রাজকীয় মেজাজের প্রত্যাবর্তন ঘটল একের পর এক শতরানের মাধ্যমে। যে পালকে যোগ হয়েছে কতগুলি বোমব্লাস্টিক দ্বিশতরানও। অধিনায়ক বিরাটের পাশাপাশি ব্যাটসম্যানের কোহলির দাপট আবার প্রত্যক্ষ করল ক্রিকেট দুনিয়া। বিরাট ঝড় যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে কোনও রেকর্ডই যে নিরাপদ নয়, তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। কোহলি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বকাপের ব্যর্থতা এখন অতীত। তাঁর চ্যালেঞ্জ ভারতকে আবারও শীর্ষে তুলে ধরা। বলাবাহুল্য, সেটা যে সব ধরনের ফরম্যাটের জন্যই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তার সঙ্গে রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারার সুযোগ পেয়ে বিরাট আরও নিশ্চিন্ত। টিমে সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে তার যে মনোমালিন্য বলে খবর ছড়িয়েছে তাকেও সোজা বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছেন কোহলি। জানিয়েছেন টিম ইন্ডিয়া এক এবং ঐক্যবদ্ধ।

বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবসে প্রীতি ফুটবল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারাটি বছর বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক। শান্তি সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বাঁধন অটুট রাখতে বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবসে জাতি ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বর্ষের এক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস উপলক্ষে রবিবার এলাকার বন্ধুবান্ধবদের একত্রিত করে দুটি দলে বিভক্ত করে এক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হল বাসন্তী ব্লকের ১০ নম্বর মাঝিপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল মাঠে। বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নামে দুটি ফুটবল টিম খেলায় অংশগ্রহণ করেন। দুটি দলের নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন ফুটবলার সমীর নস্কর ও প্রিয়তোষ মন্ডল। এদিন খেলায় ৩–২ গোলে স্বামী বিবেকানন্দ ফুটবল টিমকে হারিয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ফুটবল টিম জয়লাভ করে। ম্যাচে দুটি অনবদ্য গোল করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন জয়ী দলের ডাঃ বাসুদেব মাঝি।

খেলা শেষে এক বিশেষ সাক্ষাকারে এলাকার প্রাক্তন ফুটবলার সমীর নস্কর বলেন, বর্তমান দিনে রাজনৈতিক হানাহানি ও অস্থিরতার মধ্যে সুস্থ সমাজ গঠনের একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে বাসন্তী ব্লকের চুনাখালী ও ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশকিছু শিক্ষিত যুবক অনেকেই চিকিৎসক, শিক্ষক এবং সরকারি কর্মচারী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী রয়েছেন।

সুস্থ বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজ গঠনে এঁদের ভূমিকা অপরিসীম। শুধু খেলাধুলা নয় রক্তদান উৎসব সহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও করে থাকেন এলাকায় পারস্পারিক বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে বসবাস করা এবং শান্তি বজায় রাখার একান্ত প্রচেষ্টা নিয়ে। সেই উপলক্ষে বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবসে সবাই একত্রিত হয়ে এই অভিনব প্রীতিপূর্ণ ফুটবল খেলার আয়োজন। প্রীতিপূর্ণ ফুটবল খেলায় বিশিষ্টদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন চুনাখালী বিবেকানন্দ ফুটবল আকাদেমির সম্পাদক দেবাশিস বৈরাগী, শুভঙ্কর সরদার, উপল সরদার, কমলেন্দু সরদার, দেবনাথ রায়, সঞ্জয় মাঝি ও মৃত্যুঞ্জয় মাঝি সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রীতিফুটবল ম্যাচ ঘিরে প্রচুর ফুটবলপ্রেমী মহিলা পুরুষদের ভীড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বাঁশবেড়িয়া জুড়ে লাল–হলুদ ফ্যানস ক্লাবের মহোৎসব

মলয় সুর : রবিবাসরীয় বিকেলে ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষ উদযাপনের অনুকরণে হুগলির বাঁশবেড়িয়া শহর উত্তাল হল বাঙাল ব্রিগেডে। বাঁশবেড়িয়ার

ফ্যান ক্লাব আয়োজিত গঙ্গেশ্বরী মাতার মন্দিরের ঘাট থেকে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে সর্বপল্লী যুব সংঘের মাঠ পর্যন্ত পদযাত্রায় নানা বিষয় নিয়ে ছিল। লাল–হলুদ পোশাকে ঢাকিরা, কোথাও মিছিলে রণপা, খুদে ফুটবলাররা ৫০ ফুটের লাল–হলুদ পতাকা রাস্তা জুড়ে মাথায় করে নিয়ে হাঁটল। ফ্যানস ক্লাবের সদস্যরা বৃষ্টির মধ্যেই জ্বালিয়ে ফেললেন মশাল কখনও দেখা গেল অসংখ্য বাইক। টোটো, চারচাকা মোটর। তবে দীর্ঘ মিছিলে আলাদা করে নজর কেড়ে নিয়েছেন ফ্যানস ক্লাবের একনিষ্ঠ সদস্য সমীর সেনগুপ্ত। মিছিলে টানা হাঁটলেন ক্লাব পর্যন্ত। রাস্তায় একবারও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে স্নান করে, না থেমে পৌঁছান ক্লাবে। তিনি বললেন, জীবনে তাঁর একমাত্র নেশা ইস্টবেঙ্গল মাঠে গিয়ে সব খেলা দেখা। সেটা ১৯৭৭ সাল থেকে শুরু। ইতিমধ্যেই লাল–হলুদ ব্রিগেডের ডুরান্ডের প্রথম খেলায় ঘরের মাঠে খেলা দেখতে যান। এক সময় ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। কিন্তু তার কাছে এই হাঁটার আনন্দটা উৎসব মুখর ছিল। এদিন ১০০ লেখা লাল–হলুদ জার্সি পরে হাজার জনতা শতবর্ষে মিছিলে হাঁটলেন। একবারও বিশৃঙ্খল হয়নি। ঢাক–বিউগলের মেজাজে পা মিলিয়েছে ছন্দে–ছন্দে। কত তরুণ–তরুণী মাঝবয়সীরা লাল–হলুদ রঙে এদিন গাল রাঙিয়েছিলেন হিসেব নেই। আশেপাশের বাড়ির বারান্দাগুলো ভেঙে পড়েছে উৎসাহীর ভিড়ে। হংসেশ্বরী রোড দিয়ে মিছিল যাওয়ার সময় এই পুরো পাড়াটাই একদম নিখাদ ঘটিদের পাড়া। মোহনবাগান শব্দটা যেন এই পাড়ার গায়ে চাদরের মতো চাপানো। সেই পাড়াতেই ঘুব ভাঙলো লাল–হলুদ গর্জনে একটি ছেলে তার প্রিয় টিম ইস্টবেঙ্গলের নামে বেশ স্লোগান দিচ্ছিল। পথ তো কম নয়। এক প্রাণবন্ত উন্মাদনার প্রতীক হয়ে থাকল ছেলেটি। রং–ধর্ম সব একটাই, ফুটবল আর লাল–হলুদ।

অন্যদিকে শতবর্ষের আলোয় বাঙাল ব্রিগেড বাঁশবেড়িয়া ফ্যান ক্লাবের কট্টর সমর্থক সুরজিৎ গুহ স্বাভাবিকভাবে আবেগাপ্লুত উচ্ছাসে আপ্লুত ছিল। তবে তাঁকে আবার টেনশন ও চাপে কিছুটা গুটিয়ে নিতে দেখা যায়। কারণ পুরো মিছিলের ব্যক্তিগত দায়িত্ব তারই হাতে ছিল। এদিকে মিছিল শেষে ক্লাবে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, ফুটবলার সৈয়দ রহিম নবি ও নিজামুল হক। মফস্বল শহর বাঁশবেড়িয়াতে এমন পদক্ষেপ মিছিল বহুদিন মনে থাকবে বাসিন্দাদের। তাই আজও মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ উদ্বেলিত করে বাঙালির হৃদয়কে।

ধিং এক্সপ্রেস হিমার মধ্যে দীপার ছায়া

প্রকাশ পুরকায়স্থ : ভারতীয় খেলাধুলার জগতের একটা বড় অংশ জুড়ে ক্রিকেট অবস্থান করলেও মাঝেমধ্যে অন্যধারা এসে আমাদের হৃদয়কে প্লাবিত করে তোলে। বিশেষ করে শত প্রতিকূলতা দূরে যে সব তারকারা দেশের নাম রোশন করে তোলেন তাঁদের কথা শুনতে বা পড়তে আগ্রহও বাড়ে। তথাকথিত গ্ল্যামারের বাইরে গিয়ে এদের জীবন সংগ্রামের কাহিনী আকৃষ্ট করে ক্রীড়াপ্রেমীদের। এঁদের একজন হলেন অসমের দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা ১৯ বর্ষীয় অ্যাথলিট হিমা দাস। মাত্র ৬ বছর আগে ফুটবল থেকে সুইচ ওভার করে অ্যাথলিট হওয়া তার। ফুটবলটাও অবশ্য খেলতেন দুটো অর্থ উপার্জন করে অভাবের সংসারে একটু সাহায্য করার জন্য। শোনা যায় গোল করে দলকে জেতাতেন বলে হিমাকে ৪০০–৫০০ টাকা করে দিত একেকটা দল। সেই পারদর্শিতা থেকেই হিমার মনে হয় অ্যাথলিট হয়ে উঠলে জীবনটা আরও একটু স্বচ্ছন্দ হতে পারে। তার পর এই ৬ বছর ছিল স্বপ্নের উত্তরণ পর্ব। সেই উত্তরণের ভিত যে কতটা মজবুত তা বোঝা গেল গত ২০ দিনের মধ্যে তার পাঁচ–পাঁচটি সোনার পদক জয়ের মধ্যে দিয়ে। পোল্যান্ড থেকে চেক প্রজাতন্ত্র সাবেক পূর্ব ইউরোপের মাটিতে সম্প্রতি তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো পারফর্ম করলেন হিমা। এই পাঁচটি সোনা যে তার নিজের নামের পাশে বসল তা নয়, প্রমাণ করে দিল আগামীতে ভারত এক বিরাট মাপের প্রতিভাকে পেতে চলেছে। ২০০ মিটার দৌড়ে হিমার দৌড় এখনও চোখে লেগে আছে সকলের। ৪০০ মিটার দৌড়েও নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তিনি। এখন অবশ্য হিমার এক এবং অদ্বিতীয়ম লক্ষ্য আগামী দোহা বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে পদক জেতা। প্রসঙ্গত,

বছর খানেক আগে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ভালো পারফর্ম করতে পারেননি তিনি। সে জায়গা থেকে হিমার এই ঘুরে দাঁড়ানো নিশ্চিতভাবে চমকে দিয়েছে অনেককেই। এখন দেখার তিনি এই মান কতটা ধরে রাখতে পারেন? এর আগে ত্রিপুরার দীপাকে নিয়েও প্রচুর মাতামাতি হয়েছে। কিন্তু তিনি একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছেন।

হিমার মতোই দীপার অমানুষিক প্রচেষ্টা ছুঁয়ে গিয়েছে তামাম ভারতবাসীকে। তাই তিনি পদক পেলেন কি না পেলেন তা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাচ্ছে না দেশ। বরং অনেক বেশি চিন্তা করছে আগামীর পরিণত দীপা কিভাবে নিজের কেরিয়ার তুঙ্গ শিখরে নিয়ে যাবেন। ২০২০ অলিম্পিক্সের কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছেন অত্যুসাহী সমর্থকরা। তাদের একটাই বক্তব্য রিওতে হল না তো কি আছে টোকিও অলিম্পিক্সে সোনাটাই তুলে ধরবেন দীপা। এতটাই তার প্রতি দেশবাসীর ভরসা। তাই চতুর্থ হওয়ার ব্যর্থতাকে আদৌ গ্লানি হিসেবে দেখছেন না তারা। বরং তাদের কাছে এ বড় গৌরবের। ফোটোফিনিশে চতুর্থ হওয়া দীপা যে চূড়ান্ত অবিচারের শিকার হয়েছেন এ কথা ব্যক্ত করছেন তার কোচ থেকে আম ভারতীয় প্রত্যেকে। তাদের সাফ কথা, বিপজ্জনক প্রোদুনোভার জন্য দীপা আরও কিঞ্চিৎ পয়েন্ট সংগ্রহ করতেই পারত। আর যা সাকার হলে তৃতীয় হওয়া বাধা ছিল দীপার। অথচ বর্ষীয়ান উজবেক অ্যাথলিট (দীপা ছাড়া যে একমাত্র প্রোদুনোভা পেশ করেছিল) যে পয়েন্ট পেল তার থেকে দীপা পেল সামান্যই বেশি। সামনের বেশ কিছুদিন এই অবিচারের ফিসফাস চলতেই থাকবে। আসলে মুখের কাছ থেকে যেভাবে পদক হাতছাড়া হল তা কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা। তাও এটাই বলব অবিচার বা নানা প্রবঞ্চনা সত্ত্বেও দীপা যেভাবে ভারতবাসীর হৃদয়ে গেঁথে গেল তা কখনই দূরে সরে যাবে না। এই যে এতগুলি বছর পেরিয়ে গেলেও মিলখা সিং, পিটি উষাদের কথা কি আমরা ভুলতে পেরেছি? এরা আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, পদক না জিতেই। দীপার ক্ষেত্রেই ঠিক অনুরূপই ঘটতে চলেছে। কে বলতে পারে এই সামান্যর বিচ্যুতিতে চতুর্থ হওয়া দীপার মনে প্রদীপের সলতেটাকে পাকিয়ে দেবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি লক্ষ্যে সফল হচ্ছেন।

যেভাবে অতি সাধারণ ঘর থেকে 'মিস্টার সিম্পল' কোচের তত্ত্বাবধানে দীপা নিজেকে এই জায়গা, এই সুবিশাল উচ্চতায় তুলে ধরেছেন তা এক কথায় লাজবাব। তার মধ্যে যে রসদ রয়েছে যে পরিমাণ জ্বালানী বর্তমান তা সহজে নিভবে বলে মনে হয় না। বরং কষ্টিপাথরে আরও নিজেকে যাচাই করে ভবিষ্যতে হয়তো এক ইস্পাতকঠিন অ্যাথলিট হয়ে উঠবেন তিনি। অলিম্পিক্সের আসর শেষ হওয়ার পরে পরেই যে পুনরায় অনুশীলনে মগ্ন হয়ে ওঠে তার অভীষ্ঠ কতটা স্থির তা নিশ্চয়ই আলাদা করে বলে দিতে হবে না। কোনও প্রাথমিক পরিকাঠামো ছাড়াই লক্ষ্যের এতটা কাছে কিভাবে পৌঁছে যাওয়া যায় তা বোধহয় দীপাকে দেখে শিখতে হবে সকলকেই। এই প্রতিনিয়ত যারা অভিযোগের সুরে বলে থাকেন এটা নেই, ওটা নেই তাদের শিখতেই হবে দীপার থেকে। আগরতলার মেয়ের এই অসামান্য তিতীক্ষা সর্বস্তরের মানুষের কাছেই শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। কিভাবে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে তুরি মেরে সরিয়ে নিজের জীবনের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যায় তাও জানতে হবে এই বঙ্গ নারীর থেকেই। এই দীপাকে দেখে সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে বাঙালিও লড়াই করতে পারে। শেষ না দেখে সে ছাড়ে না। বস্তুত কোথায় যেন দীপা আর হিমার লড়াইটা মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠেছে। এখন দেখার আগামী বছর অলিম্পিকসের আসরে এরা কতদূর মেলে ধরতে পারেন নিজেদের।

শতবর্ষে পদার্পণকারী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে কলকাতা সহ সারা দেশ যখন মাতোয়ারা ঠিক তখনই কসবা ইস্টবেঙ্গল ফ্যানস ফোরামের পক্ষ থেকেও এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় শামিল হয়েছোলেন প্রাক্তন তারকা জামশিদ নাসিরি, নাসিম আখতার, মেহতাব হোসেন, অ্যালভিটো ডি কুনহা, দীপঙ্কর রায়, প্রশান্ত চক্রবর্তী, ক্লাব কর্তা দেবরাজ চৌধুরী সহ অগণিত ফুটবলভক্ত। এর সূচনা হয় অ্যাক্রোপলিস মলের সামনে থেকে। শেষ হয় রথতলা মাঠে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com